

মেঘের ভেলা

মেঘের ভেলা

ড. শ্যামল হোসেন



মেঘের ভেলা ♦ ৩

মেঘের ভেলা

ড. শ্যামল হোসেন

প্রকাশক : শিবু ওয়া

প্রকাশনায় : সপ্তর্ষি

৩৭/১ খাঁন প্লাজা (৩য় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা

ফোন : ০১৭১৪-২২৫৫২০

ইমেইল : shibuvgo@gmail.com

প্রথম প্রকাশ □ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

স্বত্ব □ লেখক

প্রচ্ছদ □ আল নোমান

বর্ণবিন্যাস : এম.আর.এ. কম্পিউটার্স

অনলাইন পরিবেশক rokomari.com/saptarshi-prokashon

Bidabookshop.com

মুদ্রণ : সপ্তর্ষি প্রিন্টার্স

ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা মাত্র

Megher Vela by Dr. Shamol Hossain

Published by Saptarshi;

Price : 400.00 Taka

ISBN : 978-984-99582-1-5

মেঘের ভেলা ♦ ৪

উৎসর্গ

আমার নিজের মা,
আমার সন্তানের মা ও পৃথিবীর সব
মায়াময়ী মাদেব প্রতি
আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা উৎসর্গ করলাম।

সূচিপত্র

ব্যর্থ নাবিক ॥ ৯	৯ ॥ মহাকাল
ঝরাপাতা ॥ ১০	১১ ॥ ধ্বংস
শিউলি নৃপুর ॥ ১১	১২ ॥ আরাধনা
কংকর কানন ॥ ১৩	১৪ ॥ কবিতা
মোহন বাঁশি ॥ ১৪	১৫ ॥ দোলনচাঁপা
অচেনা স্রোত ॥ ১৬	১৭ ॥ অমানুষ
অগাধ অমাবস্যা ॥ ১৭	১৮ ॥ কৃষ্ণমেঘ
মানব ॥ ১৮	১৯ ॥ নির্বোধ
আত্মহারা ॥ ২০	২১ ॥ রাজেশ্বরী
কবি ॥ ২১	২২ ॥ আত্মউপলব্ধি
বিশ্বায়ন ॥ ২৩	২৩ ॥ পার্থিব অপারগতা
অবসর ॥ ২৪	২৪ ॥ মা
ব্যর্থ ভ্রমর ॥ ২৫	২৬ ॥ বর্ষবরণ
প্রেমবাণী ॥ ২৭	২৭ ॥ স্বাধীনতা
নির্মমতা ॥ ২৮	২৯ ॥ কম্পন
সুন্দরী ॥ ৩০	৩১ ॥ মাহে রমজান
দৈন্যতা ॥ ৩১	৩২ ॥ মহাবিশ্ব
দেবী ॥ ৩৩	৩৪ ॥ নশ্বর পৃথিবী
মৃত্যুদূত ॥ ৩৪	৩৫ ॥ ফেব্রুয়ারি
সাম্যবাদ ॥ ৩৬	৩৬ ॥ উত্তাল যমুনা
দুস্তর পথ ॥ ৩৭	৩৮ ॥ তোমাকে মনে পড়ে
মানবতা ॥ ৩৯	৪০ ॥ অপার্থিব তৃষ্ণা
নিঃসঙ্গতা ॥ ৪১	৪১ ॥ বর্বরতা
রূপায়ণ ॥ ৪২	৪২ ॥ মঙ্গল প্রার্থনা
নীল যমুনা ॥ ৪৪	৪৫ ॥ বিরহব্যথা
গিরিললনা ॥ ৪৬	৪৬ ॥ মানস প্রতিমা
অমরা ॥ ৪৭	৪৭ ॥ নীল যমুনা
স্বাধীনতার টানাপোড়ন ॥ ৪৮	৪৯ ॥ বারিধারা
নরাধম ॥ ৪৯	৫০ ॥ শ্যামা
আঁধার ॥ ৫১	৫১ ॥ অরুণোদয়
ভ্রমর ॥ ৫২	৫৩ ॥ প্রেমারতি
হিমাদ্রি ॥ ৫৩	৫৪ ॥ সন্ধ্যামালতি
অপরাজিতা ॥ ৫৫	৫৫ ॥ হরণ
শান্ত সরোবর ॥ ৫৬	৫৬ ॥ শুভ নববর্ষ
যুবতি ঝরনা ॥ ৫৭	৫৭ ॥ গুলশান
আনন্দ আয়োজন ॥ ৫৮	৫৯ ॥ সিক্ত সৈকত
রাজহংসী ॥ ৬০	৬০ ॥ রূপসি পল্লবী
শাস্বত আমি ॥ ৬১	৬২ ॥ অস্থিরতা

লাল আঙনের ঢেউ ॥ ৬৩	৬৩ ॥ রাজশ্রী
বিশাল বিস্ফোরণ ॥ ৬৪	৬৫ ॥ পাগলপারা
শপথের শিকল ॥ ৬৬	৬৭ ॥ অন্ধরী
স্বপন বিলাসিনী ॥ ৬৭	৬৮ ॥ পড়ন্ত বিকেল
বিধির লিখন ॥ ৬৯	৭০ ॥ প্রতিচ্ছবি
বিদ্রোহী ॥ ৭১	৭২ ॥ নব জাগরণ
আক্রোশ ॥ ৭৩	৭৪ ॥ ভাসমান ডেলা
শিউলি বন ॥ ৭৪	৭৫ ॥ পূর্ণিমা মনোহর
মূর্ছনা ॥ ৭৬	৭৭ ॥ বাবা
ঈদ ॥ ৭৮	৭৮ ॥ পূর্ণ শশী
শৃঙ্খল ॥ ৭৯	৮০ ॥ মাহে রমজান
প্রত্যয়ন ॥ ৮১	৮২ ॥ খাবার
অভিমান ॥ ৮২	৮৩ ॥ অক্ষমতা
বন্দনা ॥ ৮৪	৮৫ ॥ মৃত্যুর হিমবাহ
অমানিশা ॥ ৮৬	৮৭ ॥ সন্ধ্যা আরতি
শুকতারা ॥ ৮৮	৮৯ ॥ নদীর দেহ
মায়াবী হরণ ॥ ৯০	৯১ ॥ ভাগ্যিস স্বাধীন হয়েছিলাম
সোনারা দিন ॥ ৯২	৯৩ ॥ আহা যদি
চাঁদের আলো ॥ ৯৪	৯৪ ॥ শব্দমালা
সময়ের প্রদীপ ॥ ৯৫	৯৬ ॥ কবিতার ক্যানভাস
তোমায় নিয়ে ॥ ৯৭	৯৮ ॥ মনের দরজা
মোহমায়া ॥ ৯৯	১০০ ॥ মায়াবী হিন্দোল
অন্ধজন ॥ ১০১	১০২ ॥ বিস্তীর্ণ বৃক্ষ
অনুভব ॥ ১০৩	১০৪ ॥ নারী
কোমলতা ॥ ১০৫	১০৬ ॥ আলোক শিখা
মহাসুন্দরী ॥ ১০৭	১০৮ ॥ সমন্বয়
চন্দ্রহীনা ॥ ১০৯	১১০ ॥ স্বপ্নতরি
স্পর্ধা ॥ ১১১	১১২ ॥ আঁখি নীর
শিহরন ॥ ১২২	১১৩ ॥ বর্ণিল বন্ধ
আনন্দময়তা ॥ ১১৪	১১৫ ॥ প্রমত্তা পদ্মা
স্বদেশ ॥ ১১৬	১১৭ ॥ স্তবগান
মাটি আর নুর ॥ ১১৮	১১৯ ॥ বিরহব্যথা
আলোকোজ্জ্বল দিন ॥ ১২০	১২১ ॥ শিখা অনির্বাক
বসন্তের উত্তাপ ॥ ১২২	১২৩ ॥ ঈদ মোবারাক
ঝরনাধারা ॥ ১২৪	১২৫ ॥ প্রত্যয়
অর্থনীতির দাবানল ॥ ১২৬	১২৭ ॥ শিউলিমালা
স্বাধীনতাবাদ ॥ ১২৮	১২৯ ॥ পৈশাচিক আনন্দ
পাখির পাঠশালা ॥ ১৩০	১৩১ ॥ অপরূপা ধরণি
পবিত্র সৌরভ ॥ ১৩২	১৩৩ ॥ নব উদ্দীপনা
মেঘের ডেলা ॥ ১৩৪	১৩৫-১৬০ ॥ অণুকবিতা

ব্যর্থ নাবিক

আমি এক ব্যর্থ নাবিক
আমার তরি আমার কথা শুনে না
আমি একে উত্তরে যেতে বললে
সে দক্ষিণে যাওয়ার করে হাজার বাহানা।
আমি যখন একে বলি চল দ্রুত চল
সে তখন চলে যত পারে লো।
যখন বলি ভাই এবার ধীরে চল
সে তখন বলে গতি ছাড়া জীবনে কি আছে বল?
যখন বলি সামনে আসছে ঝড়
নিজেকে তৈরি রেখো
সে তখন পালিয়ে যায়, কত বাহাদুর দেখো।
যখন বলি আর যুদ্ধ নয় বেশ ক্লান্ত আমি
সে বলে যুদ্ধ ছাড়া কী আছে এমন দামি।
যখন বলি অনেক হয়েছে এবার তীরে ভিড়
সে বলে আমি চললাম মহাসমুদ্রে তুমি একা মর।
আপনতরি আর আমার আমি দুই জগতে থাকি
কোনো একদিন একই পথে চলার স্বপ্ন আঁকি।

ডাবলিন, ৩/১১/২০২৪

মহাকাল

পৃথিবীতে প্রাণীর ইতিহাস বড়োই নির্মম
যোগ্যতর বেঁচে থাকে, অযোগ্য বিলীন হয় মহাকালে
শক্তিমান নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন করে দুর্বলের অস্তিত্ব।
এই পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়মেই ঘটে, এটা স্বাভাবিক
অস্বাভাবিক হচ্ছে প্রাণীর ভয়, তার ব্যথার অনুভূতি
এই দুই অনুভূতিতে মানুষের মন ভরপুর
তাই সে দুর্গ গড়ে, বীরের জন্ম দেয়, যুদ্ধ করে
পরকালে দোজখে যাবার ভয়ে ধর্মকর্ম করে।
বিজয়ী নতুন নিয়ম জারি করে, নতুন পথে নদী বয়, বিজিত মৌনব্রতী
হয়, ইতিহাস নতুন করে লিখা হয়

সভ্যতার পরতে পরতে লিখা থাকে বিজয়ীর গাঁথা
আজকে যে মহাপ্রতাপশালী, কালকে সে ভিখারি
আজকের ভিখারি আগামীদিনের রাজাধিরাজ।
এভাবেই সমাজ বিবর্তিত হয়, নতুন রঙে সাজে
নিয়তির স্রোতে পরিবর্তন অবধারিত, তাই শঙ্কা কোন কাজে?

ডাবলিন, ২৮/১০/২০২৪

ঝরাপাতা

ঝরাপাতা ঝরে পড়ার আগে
আপনারে সাজায় বর্ণিল রাগে
এত রঙের বাহার দেখে
মন নাচে আবির্ভাব মেখে
গানের পাখি নিত্য গায়
সাগর পানে নদী ধায়
বহমান নদীর স্রোতে
ক্লান্ত পাতা ঝরে পড়ে
স্রোতের টানে জোয়ার-ভাটায়
ছুটে চলে দূর অজানায়
এলোমেলো স্রোতের ধারায়
কিছু পাতা পথ হারায়
পথ হারিয়ে ছোট্ট কোণে
বেলা শেষের দিন যে গুনে
কিছু পাতা সগৌরবে
স্রোতের তালে হেলেদুলে
পৌছে যায় নিজ মঞ্জিলে।
কোন পাতা কোন স্রোতে
উড়ে পরবে কার ইঙ্গিতে?
ঝরা পাতা নিজে কী জানে?
না জেনে দম্ভ ভরে
আপন স্ততির পাহাড় গড়ে।

ডাবলিন, ২৩/১০/২০২৪

ধ্বংস

ধ্বংস তোমায় প্রণাম করি, তুমি সৃষ্টির আগমনী বটে
এক রাজার প্রস্থানে আরেক রাজার আগমন ঘটে।
এক দর্শনের পরাজয়ে অন্য দর্শনের আবির্ভাব হয়
নদীর এক পার ভাঙলেই অন্য পারে চর উদ্ভিত হয়।
বিশাল উল্কা প্রবল বেগে পৃথিবীর বুক বিদীর্ণ করে
নিঃসরিত করে দুর্লভ ধাতু জীবনের বিকাশের তরে।
সুবিশাল শক্তিমান ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়েছে বলে
মানবের উত্তরসূরি প্রাণীদের ধরায় বিস্তার ঘটেছে।
নাটকের এক অধ্যায়ের সমাপ্তি জানান দিয়ে যায়
নতুন কাহিনি নিয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনা প্রায়।
এক মহামারি এসে বিলুপ্ত করে কোনো এক প্রজাতি
সেই শূন্যস্থানে অন্য প্রজাতি সহজে করে বংশবৃদ্ধি।
এভাবেই ধ্বংসযজ্ঞ বিবর্তনের পথ সুগম করে
ধ্বংসের হাত ধরেই নতুন ধারা সৃষ্টি লাভ করে।

ডাবলিন, ২২/১০/২০২৪

শিউলি নুপুর

শরতে হাওয়ার তালে
তোমার পদ পরে
নিঃশব্দে আলতো করে
শিউলি ঝরে পড়ে।
আমি শিউলি হেরিব
না-কি তব পদ হেরিব
না-কি কিছুই না হেরে
পালিয়ে যাব দূরে?
এত রূপ এক সাথে
আঁখি নিতে না পারে।
ঝরা পাতার বৃত্ত পড়ে
শিশির লাজে মরে

থাকিব কেমন করে
এত রূপের ভিড়ে।
দমকা বাতাসের তোড়ে
শাড়ির আঁচল উড়ে
এমন মোহন ভোরে
বিনি সুতার ডোরে
রূপসি আড়ম্বরে
শিউলির নুপুর পরে।
নূপুরের ঝংকারে
মনের মন্দিরে
যোগীর ধ্যান ভাঙে।
পল্লবী বিরহে
ঝরে পড়ার আগে
সজীবতা হারিয়ে
রাঙায় আপনারে
অন্তরবি রাগে।

ডাবলিন, ২০/১০/২০২৪

আরাধনা

প্রতীক্ষার প্রথম প্রহরে তোমাকে দেখেছি প্রেরণা
শুধু দুঃখ দিয়েছ, দিয়েছ যাতনা
তবু এ হৃদয় কভু পরাজয় মানে না
সেই পলাশের নিচে পুকুরের পাড়ে,
তোমাকে ছাড়া আর কিছুই চাহেনা।
আর কোনো তীরে মোর তরি ভিড়ে না
অন্তহীন প্রেমের সাধনা থামে না
চাতকের মতো তৃষ্ণা মিটে না
তোমায় ছাড়া কিছুই ভালো লাগে না
অবিরাম চলে প্রিয় তোমাকে পাবার আরাধনা।
জানিনা মৃত্যুর পর কী হবে আমার ঠিকানা
তোমার জন্য করি স্বর্গের প্রার্থনা

তাই নরকে আমি যেতে চাই না
তোমাকে পেতেই হবে তাই করি ঈশ্বর বন্দনা।
স্বর্গের চেয়ে তুমি বড়ো প্রণোদনা
তোমার জন্য মনের কূল ভাঙে উন্মাদনা
তোমার চোখে চেয়ে স্বপ্নের পাখি মেলে ডানা
সরীসৃপের গুহায় নির্ভয়ে দেয় হানা।
অনেক অধ্যাবসায়ের পরও তুমি রয়ে গেলে অচেনা
তোমাকে ঘিরেই আমার হাজার ভাবনা
তুমি অপরূপা, অতুলনীয় ও অনন্যা।

ডাবলিন, ২৯/০৯/২০২৪

কংকর কানন

আকাশ হতে রক্তের বৃষ্টি হলে কী তোমার লোভ কমবে?
একটা বিকট বিস্ফোরণ হলে কী তোমার হুঁশ ফিরে আসবে?
আর কত ধ্বংস চাও, আর কত অনাচার?
পৃথিবীটা আবর্জনার স্তুপ হলে কী তুমি প্রশান্তি পাবে?
বর্জ্য পদার্থে ভরে গেলে সব জলাধার, কোথায় তুমি স্নান করবে?
কত আর আত্মঘাতী হবে? কতদিন চলবে এই উন্মাদনা
ঘোঁয়ার প্রকোপে প্রিয়তমার চেহারাটা দেখতে না পারলে কেমন হবে?
তোমার শিশু বুক ভরে শ্বাস নিতে না পারলে ভালো লাগবে?
অগ্নিকুণ্ডে বসে তুমি কোন স্বর্গের স্বপ্ন দেখবে?
ক্ষণিক সুখের জন্য তুমি চিরকালের আনন্দ কেন হারাবে?
তুমি কী চাও তোমার দেহ ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে গলে গলে পড়ুক?
তুমি কী চাও একটা সুপেয় নদীর জন্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধুক?
ফাল্গুন যদি আর ফিরে না আসে তবে কেমন হবে?
পলাশের রঙে যদি তোমার জীবন আর না রাঙে তবে কেমন হবে?
পারবে কী ফুলহীন কঙ্করের কাননে তোমার বাসর সাজাতে?
ভয়াল খরায় সব গাছ মরে গেলে অক্সিজেন কোথায় পাবে?
এতটুকু শস্যের জন্য কোন মহাজনের দ্বারস্থ হবে?
শীতের কুয়াশা কখনো না কাটলে তুমি তখন কী করবে?
ঝরাপাতা কুঁড়ি হয়ে ফিরে না আসলে তখন তুমি কী করবে?

একটা ফুলেরও যদি পরাগায়ন না হয় তুমি কীভাবে বাঁচবে?
বাঁচামরার এই লড়াইয়ে পিছনে হটলে কী চলবে?
প্রকৃতি উদার হস্তে যা দিয়েছে তাকে মূল্যহীন ভেবোনা।
প্রকৃতির অপার সম্পদ অবহেলায় নষ্ট করো না।

ডাবলিন, ২০/০৯/২০২৪

কবিতা

কতদিন কবিতা লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে গেছি
তার হিসাব নাই,
সকাল বেলা জেগে দেখি কবিতাটা আর নাই।
আধো ঘুমে, আধো জেগে
খুঁজে বেড়াই মনের অলিতেগলিতে
কোথাও যদি সেই কবিতার দেখা পাই।
কখনো ভাগ্য ভালো থাকে
কিছু শব্দ উঁকি মারে চোরাগলির ফাঁকে।
টেনে টেনে ধরে এনে ক্যানভাসে বসাই
জোর করে স্মৃতি হতে দেবীর মুরতি বানাই।
বানিয়ে আক্ষেপে মরি এ মোর সেই দেবী নয়
যে দেবীকে দেখেছিলাম সে আরও প্রভাময়।
সে দেবী অনন্য সৃষ্টি নিজে নিজে একবারই গড়ে
তারপর শুধু মনে, তার ভগ্ন প্রচছায়াটুকু পড়ে।

ডাবলিন, ১৪/০৯/২০২৪

মোহন বাঁশি

নীরবে ঢুকে যাব তোমার মনের গহিনে
তছনছ করে দিব সব এক নিমিষে
তোমার স্নায়ুকে দিব বিকল করে
মস্তিষ্ক বলবে শুধু আমার কথা।
আমার মোহন বাঁশির সুরে
সর্পিনীর মতো তুমি নাচবে,
আমি বাঁচালেই তুমি বাঁচবে।

ভুলে যাবে তুমি সমাজ সংসার
প্রত্যাশে ও সাঁঝে শুধু আমার কথাই বলবে ।
যে পথে আমি চালাব তুমি সেই পথেই চলবে ।
(মুহাহা মুহাহা)

ডাবলিন, ১৫/০৫/২০২২

দোলনচাঁপা

অমরার অতলে এসো প্রেম লয়ে
প্রদীপশিখা সেথা যদিও না জ্বলে
তব পুষ্পমালা মোর গলে দিও
আমার আবেগ মাখা আলিঙ্গন তুমি নিও ।
চরণে আলতার ঢেউ উঠিয়ে
সব বাঁধন ভেঙে দিও এক নিমিষে
বাঁধনহারা পাখির মতো উড়ে
একদিন যাব আমি চলে দূরে ।
যদি আমায় না বাঁধ তব চুলে
তব কর্ণে আমি যাব তড়িৎ ঝুলে
দোলনচাঁপার ঘ্রাণ মেখে রাত্রি থাকে জেগে
পিপাসার্ত পথিক শুধু একটু জল মাগে ।
মরণ যদি আসে আসুক মরব নির্ভয়ে
আমার কবরে যদি তোমার চোখের জল পড়ে ।
তোমার করুণা কভু চাই না এইটুকু জেনো
ভালোবেস হৃদয় দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ হেন ।

ডাবলিন, ১৪/০৯/২০২৪

অচেনা স্রোত

তোমায় ছাড়া আমি কোথায় যাব
কোন তীরে আমার তরি ভিড়াব ।

আমি তো আঁধারে তলিয়ে যাব
অচেনা স্রোতে ভেসেই যাব ।

তোমায় ছাড়া আমি কোথায় যাব
কোন তীরে আমার তরি ভিড়াব ।

আমি তো নিমিষে ঝরে যাব
পথের ধুলায় মিশেই যাব ।

তোমায় ছাড়া আমি কোথায় যাব
কোন তীরে আমার তরি ভিড়াব ।

আমি তো অনলে পুড়ে যাব
বিরহ সাগরে ডুবেই যাব ।

তোমায় ছাড়া আমি কোথায় যাব
কোন তীরে আমার তরি ভিড়াব ।

আমি তো পলকে নিভে যাব
ঝড়ের তোড়ে উড়েই যাব ।

তোমায় ছাড়া আমি কোথায় যাব
কোন তীরে আমার তরি ভিড়াব ।

ডাবলিন, ০১/০৯/২০২৪

অমানুষ

এলোমেলো ভাবনায় অস্থির চিত্ত আমার
সময় কাটে না, মন জুড়ে বিরাজে গুমোট অন্ধকার।
একটা চাপা কান্না আটকে আছে চোখের ডগায়
কখন জানি বৃষ্টি হয়ে দুকূল ভাসায়।
যারে ভালোবাসি তারে ঘৃণা কেমনে করি
তার নৃশংসতায় এক অমানুষ হেরি।
প্রার্থনা করি যেন আমি ভুল প্রমাণিত হই
এক বুক কষ্ট নিয়ে রাত্রি জেগে রই।
স্বপ্নগুলো একে একে ধূলিসাৎ হলো
তার পরাজয়ের পথ ধরে আমার পরাজয় এলো।
এমন একটা দেশ কী হতে পারে না
যেখানে ভালোবাসা নিয়ে আসবে অপার সম্ভাবনা।
যেখানে প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেম একসাথে হবে
স্বার্থপরতা ও সহিংসতা অনেক দূরে রবে।

ডাবলিন, ২১/০৮/২০২৪

অগাধ অমাবস্যা

এন্টার্কটিকার বিস্তীর্ণ বরফের মতো জমাটবাঁধা কষ্ট নিয়ে
আমি একা হেঁটে চলছি নিস্তব্ধ রাত্রির তিমিরে
তোমার শীতলতায় আমার শরীরের প্রতিটি পরমাণু স্থবির হয়ে গিয়েছে
হৃদয়ের স্পন্দন এখন কর্ণকুহরে এসে পৌঁছায় না।
সেই যে কবে এলো অগাধ অমাবস্যা
অসীম ঘন ঘোর মেঘের আধিপত্য
দিগন্ত আলোকিত করে ভোরের সূর্য এলো না
ভয়ানক দুঃস্বপ্ন আমার পিছু ছাড়লো না।

ডাবলিন, ৫/১১/২০২৪

কৃষ্ণমেঘ

সবুজের পাহাড় ছুঁয়েছে আকাশ
দোলা দিতে তারে এসেছে বাতাস
চিকন একটা ডালে বসে মাছরাঙা পাখি
শীর্ণকায় মাছের দিকে তার নিবিষ্ট আঁখি
পাদদেশে ঢেউ খেলে ছোট এক নদী
কীসের তরে জানি ছুটে নিরবধি।
একটা দুইটা বনলতা উঠে বৃক্ষ বেয়ে
দূর হতে কৃষ্ণমেঘ আসে যেন ধেয়ে
প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ আমি শুধু হেরি
শুধুই অপার স্বাধীনতা কোথাও নাই বেড়ি
গুটি কয়েক বুনোফুলে প্রজাপতি উড়ে
বিশ্ব মন আমার নীরবেই ঝুরে।
নিঃসঙ্গ ঘাসফড়িং এলোমেলো চলে
ক্লান্ত হয়ে বসে শেষে নতুন ফুলদলে
ঝরাপাতা অবহেলায় পায়ে পায়ে ঘুরে
নিকটেই একলা চাতক কাঁদে বিরহের সুরে।

ডাবলিন, ১৬/০৮/২০২৪

মানব

মাটির নির্যাসে ঘুমিয়ে ছিল এক বিস্ময়কর সত্তা
প্রকৃতির পালা বদলে, সময়ের আহ্বানে একদিন
সে জেগে উঠল মহাশক্তিমান মানব রূপে।
মুহূর্তেই সে দানবের মত হুকার দিয়ে বলে উঠল
ধরণীতে যা কিছু সুন্দর, উপাদেয়, উপভোগ্য
আমার সব চাই, ফলবতী বৃক্ষ আমার চাই
নয়নাভিরাম ঝর্ণাধারা আমার চাই
প্রবাহমান সুমিষ্ট নদীটা আমার চাই
সুউচ্চ পর্বতটা আমার চাই,
পর্বতের গায়ের গুহাটা আমার চাই,

দুগ্ধবতী গাভিটা আমার চাই
লাস্যময়ী নারীটা আমার চাই, অথবা
বলবান পুরুষটা আমার চাই
শক্ত পাথরটা আমার চাই, সূর্য আমার চাই
চন্দ্র আমার চাই, মাটি আমার চাই
আকাশ আমার চাই, জগতে যা কিছু আছে
সব আমার চাই, আমার লাগলেও চাই
আবার না লাগলেও চাই। জগতেও মন ভরে না আমার,
সর্বশক্তিমান ঈশ্বরও আমার চাই।
বর্ণিল পাখির পালকটা আমার চাই
নানান রঙের মণি মুক্তা আমার চাই।
আমার যা নাই আমি তাই চাই
আমার যা আছে তা আরও বেশি চাই।
আমার সহচরদের কুর্নিশ চাই
সকাল সন্ধ্যায় তাদের তোষামোদ চাই।
যত আমি চাইতে পারি, যত আমি পাইতে পারি
তত মহান মানব আমি, জগৎ সভার আমি স্বামী।

ডাবলিন, ২৪/০৭/২০২৪

নির্বোধ

সুস্থতা তোমায় অবজ্ঞা করেছে
তুচ্ছ করেছে, আমি নির্বোধ পাপ করেছে।
তাই অসুস্থ হয়ে তার মাশুল গুনছি।
অকর্মণ্য এক একটা পল অসহনীয় লাগে
মাঝে মাঝে শিশুর মতো কান্নার সাধ জাগে।
যখন সুস্থ ও অসুস্থ শরীরকে অনুভব করি
চোখের সামনে স্বর্গ ও নরক প্রত্যক্ষ করি।
যে শীর তুলার মত ভাসে মৃদু সমীরণে
সে শীর অসুস্থ হলে পাথর হয়ে শয়্যা পানে টানে।
প্রতিনিয়ত পেশির ব্যথা যায় না কভু মানা
ভুক্তভুগী সবারই এই কথা আছে জানা।

মনে হচ্ছে যেন এক প্রেতাত্মা ভর করেছে
একটু একটু করে সকল শক্তি শুষ্ক নিচ্ছে।
সময় হলেই প্রেতাত্মাটা শরীর কাঁপিয়ে আসে
প্রতিরোধে তাই প্যারাসিটামল রেখেছি শয়্যা পাশে।
এভাবেই চলছে আমাদের ইঁদুর বিড়াল খেলা
এই খেলার পিষণে ক্ষতবিক্ষত আমার ক্ষুদ্র ভেলা।
এই যাত্রায় আমার শরীর যদিও বা বেচে যায়
আরও বয়স হলে এই শরীরের কী হবে জানে আল্লায়।

ডাবলিন, ০১/০৭/২০২৪

আত্মহারা

চাঁদের আলোর ঝরনা ধারা
আমায় করে পাগলপারা
বিবস হৃদয় আত্মহারা
কেমনে থাকি তোমায় ছাড়া।
জেগে থাকি তারার সনে
চোখ রাখি ফুলবনে
পাই যদি ওগো তোমার দেখা
ভুলে যাব সীমারেখা।
তোমার আঁখির সুধা পানে
মন ভাসে মোর প্রেম বানে
তোমার চরণ পরশ পেয়ে
আনন্দে সে উঠে গেয়ে।
তোমার মুখের মধুর বাণী
মুগ্ধ করে হৃদয়খানি
তোমার সুরের তালে তালে
আমি জড়াই মায়ার জালে।

ডাবলিন, ২০/০৬/২০২৪

রাজেশ্বরী

সময়ের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে
অসংখ্য ঢেউ পরাস্ত করে
ক্লান্ত নাবিকের মতো চোখ মেলে দেখি
অজান্তেই কখন চলে এসেছি স্বপ্নের ভুবনে
যেখানে তুমি বিরাজ, হে রাজেশ্বরী, মহাপ্রতাপে।
যে বাঁধন বেঁধেছিলাম অনুভূতির সুতায়
সে বাঁধন আজ বিস্তৃত অণু-পরমাণু জুড়ে।
আমার অস্তিত্বের গহিনে
তোমাকে আগলে রেখেছি সযতনে।
আমার অবচেতন মনের অন্ধকারে
যে প্রদীপ নিত্য জ্বলে নিভে
কখনো মানবী, কখনো অঙ্গরীরাপে
তার প্রতিচ্ছবি হেরি, তোমার অবয়বে।

ডাবলিন, ১২/০৬/২০২৪

কবি

(প্রিয় লতা আপার আয়ারল্যান্ড দ্বীপ থেকে বিদায় উপলক্ষে)

তোমায় কুর্নিশ করি হে কবি
তুমি মোদের সাহিত্যের আকাশে উজ্জ্বল রবি।
তুমি মোদের দিয়েছ অনেক কবিতা-রত্ন দুই হাত ভরে
তোমার বিজয়গাঁথা লিখা আছে সুনীল অম্বরে।
তোমার গৌরবান্বিত পদচারণা হেরি সাহিত্য ও অর্থনীতিতে
মোরা অনুপ্রেরণা পাই তোমার অসংখ্য সুকীর্তি হতে।
অর্থনীতিতে তোমার অবদানের স্ততিকথা লিখেছেন স্বয়ং অমর্ত্য সেন
সেই পথে বাংলার গৌরব ডক্টর ইউনুসও যোগ দিয়েছেন।
সাহিত্যের কথা কী আর বলব আমি নগণ্য ভাই
তোমার কবিতার ভাব ও উপমার কোনো তুলনা নাই।
অর্থনীতি, সাহিত্য পাশে রেখে যখন মানুষ তোমাকে দেখি
শ্রদ্ধাবনত শিরে তোমায় কবি উঁচু স্থানে রাখি।

সার্থক জনম তোমার হে গুণী, মাতৃভূমিকে করেছ মহিমান্বিত
তোমার মতো সন্তান পেয়ে বাংলা-মা নিঃসন্দেহে অনেক আনন্দিত।
কর্ম ও সৃষ্টিশীলতার সুখে তুমি আরও মগ্ন থাক
প্রার্থনা করি তোমার প্রার্থনায় আমাদেরকেও রেখ।

ডাবলিন, ০৩/০৬/২০২৪

আত্মউপলব্ধি

আদিমতম অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াই
যদি কোথাও একটু আলোর দেখা পাই
কখনো কখনো জোনাকিরা উঁকি দিয়ে যায়
পরক্ষণেই নিবুম অমাবস্যার গহিনে হারাই।
সমুখে এক মস্ত প্রাচীর শ্যান দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে
সময় হলেই চুম্বকের ন্যায় কেড়ে নিবে ওপারে
যেখানে সময় আর আমি মিলে একাকার হব
অন্তহীন রাতে একা জেগে রব।
অশরীরী আমি অতিপরমাণু হয়ে
অলীক বন্ধনে যাব জড়িয়ে।
অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বের দোলনায় দোলে
মহাকালের অন্তরিক্ষে যাব হারিয়ে।
আত্মউপলব্ধি রাজশ্রী হয়ে
আসীন হবে মনের সিংহাসনে
সব ভ্রম, সব কুমন্ত্রণা এক নিমিষে যাবে চলে
দন্ধ হবে মনের নির্যাস অনুতাপের অগ্নিবাণে।
সৎকর্ম সুখ স্মৃতি হয়ে, স্বর্গ হয়ে দাঁড়াবে দুয়ারে।
মহাশক্তির করুণ কৃপায়, প্রার্থনা করি হেন
অনুতাপের আগুন তড়িৎ নিভে যেন।

ডাবলিন, ৩০/০৩/২০২৪

বিশ্বায়ন

যখন উপনিবেশবাদের অবসান হলো
পশ্চিমা শিল্প মহাসংকটে পড়লো
বিনে পয়সায় কাঁচামাল তারা কোথায় পাবে?
তাদের উদ্ধার করতে বিশ্বায়ন এগিয়ে আসলো
বিশ্বায়ন তাদের সম্ভায় কাঁচামাল দিলো
গরিব দেশগুলো বিনিময়ে কিছু মূল্য পেল
পুঁজিবাদ, বিশ্বায়ন আর প্রযুক্তি মিলে
পৃথিবীর উৎপাদন বাড়িয়ে দিলো অনেক গুণে।
বুঝি পৃথিবী খুঁজে পেল এক জাদুর কাঠি
চরম দারিদ্র অবসানের সহজতম পদ্ধতি।
উৎপাদনের বিস্ফোরণের সাথে সাথে
এক মহাঅভিশাপ এলো বিশ্বায়নের পশ্চাতে।
দিনে দিনে ধনী-গরিবের বৈষম্য গেল বেড়ে
আপাত খুশি শোষিতশ্রেণি আবার উঠছে ফুঁসে।
প্রকট অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে সবখানে
জনপদ জ্বালিয়ে দিবে তীব্র অগ্নিবাণে।
অতিলোভের মোহমায়ায় যদি ধনীরা ঘুমিয়ে থাকে
সব কিছু হারাতে তারা গরিবের বজ্রপাতে।

ডাবলিন, ২৭/০৩/২০২৪

পার্থিব অপারগতা

সব ফুল পূর্ণিমার রাতে হাসে না
সব পাখি মিষ্টি সুরে গান গায় না
সব ঢেউ তীরের বুকে আছড়ে পড়ে না
সব ব্যথা অশ্রু হয়ে বারে পড়ে না।
কিছু কথা কখনো বলা হয় না
কিছু স্বপ্ন কখনো পূরণ হয় না
কিছু স্কুলিঙ্গ কখনো দাবানল হয় না
কিছু মেঘ কখনো বৃষ্টি হয়ে বর্ষে না।

কিছু পাওয়া, কিছু হারানো
কিছু জয়, কিছু পরাজয়
কিছু সফলতা, কিছু ব্যর্থতা
এই নিয়েই আমাদের জীবন, পার্থিব অপারগতা।

ডাবলিন, ২৪/০৫/২০২৪

অবসর

কত দিন দেখিনি তোমায়
অনেক দিন আসা হয় না তোমার আঙিনায়।
ব্যস্ততা আমায় দেয় না অবসর
অনেকবার ভেবেছি, এক পলক এসে দেখে যাব
কিন্তু পথ ভুলে চলে গিয়েছি অন্য কোথাও।
অভিমান হয়েছে তোমার অনেক নিশ্চয়ই
কিন্তু অবশেষে তো এলাম।
এই যে লিখছি তোমার পাতায়।
আমি যেখানেই যাই, আমার হৃদয় পড়ে থাকে
তোমার বর্গিল আঁকাবাঁকা পথে।

ডাবলিন, ২৯/০৯/২০২৩

মা

বুকের মধ্যে এক গভীর গিরিখাত
এক অপার শূন্যতা, জমে থাকা লাভার উদগীরণ হয় প্রায় সারাক্ষণ।
মাকে আমার মনে পড়ে ভীষণ।
ছোট্ট এক শিশু ছিলাম আমি
যখন আমাকে ছেড়ে চিরতরে চলে গেলে তুমি।
মৃত্যু কাকে বলে বুঝতে পারিনি।
ভেবেছি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছ, একটু পরেই জেগে উঠবে।
কিন্তু হয়, দিন গড়িয়ে রাত চলে যায়।
তোমার ঘুমতো আর ভাঙে না,
সেই থেকে আমার হৃদয় তোমার প্রতীক্ষায়।
জানি আর ফিরে আসবে না।

তবুও খুঁজি, তোমাকে খুঁজি দূরের তারায়।
তোমাকে খুঁজি ঝরনাধারায়। তোমাকে খুঁজি বিস্তৃত নীলিমায়।
তোমাকে খুঁজি সব নারীর চেহারায়।
তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে কোথায় চলে গিয়েছি!
তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে কত নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছি।
পূর্ণিমার রাতে তোমাকে চাঁদ ভেবে কত কথা বলেছি।
তোমাকে দোলনচাঁপা ভেবে কত বার ছুঁয়ে গিয়েছি।
আজি জীবন অস্তাচলে এসেও তোমার কথা ভেবে শিশুর মতো কাঁদি।
শঙ্কিত হই মৃত্যু ক্রমশ ধৈর্য আসছে।
পরক্ষণেই আনন্দ জাগে তোমাকে দেখব বলে।
খুব ভালো থেকো মা।
মা দিবসে শুধু আমার এইটুকুই প্রত্যাশা।

ডাবলিন, ১৫/০৩/২০২৪

ব্যর্থ ভ্রমর

মনের বনে ফল ধরেছে
হাজার ভ্রমর উড়ে এসেছে
পাতায় পাতায় ঘর বেঁধেছে
সবাই মিলে সুর তুলেছে
তালে তালে কাছে আসছে
আনন্দেরই স্রোতে ভাসছে
ভয়ে আমার ফল কাঁপছে
কাঁপতে কাঁপতে ঝরে পড়ছে
গোবড়ে পোকায় মধু খাচ্ছে
ব্যর্থ ভ্রমর রাগে ফুঁসছে
সোনার দেহে পচন ধরছে
পচে পচে সার হচ্ছে
সেই সারে জমি উর্বর হচ্ছে
উর্বর ভূমিতে নবজীবন আসছে।
আপনারে হারিয়ে মহাকালের গহ্বরে
নতুন দীপশিখা যাই জ্বালিয়ে

আলোকময় পৃথিবী ছেড়ে
যাচ্ছি চলে কোন আঁধারে
কেমন হবে সে পথচলা
জানার জন্য মন উতলা
মনের ব্যথা যায় না বলা
অজ্ঞানতায় বিষম জ্বালা।

ডাবলিন, ২৮/০৪/২০২৪

বর্ষবরণ

নববর্ষে আমার মনে আনন্দ নাই
কী এক অমানিশা নেমে আসছে
আমার বাংলা মায়ের চোখে মুখে
এক অজানা শঙ্কায় মন কাঁপছে
এক অসুর এসে কেড়ে নিচ্ছে
আমার বাংলার চিরায়ত নববর্ষ উদ্‌যাপন।
ধর্মের দোহাই দিয়ে, মিথ্যা প্রচারণায়
ওরা আমার বাঙালিত্ব মুছে ফেলতে চায়।
ওরা আমার নববর্ষ উদ্‌যাপনকে পূজা বলে
যারা নববর্ষে আনন্দ করে তাদেরকে হিন্দু বলে
অথচ আবহমানকাল ধরে নববর্ষ পালিত হচ্ছে
বাংলায়, বর্ষবরণ সকল জাতির শাস্বত অধিকার।
নববর্ষ সকল বাঙালির উৎসব, বর্ণ ধর্ম হতে স্বতন্ত্র
কেউ হয়তো মিছিল করবে, কেউ পড়বে মিলাদ
বর্ষবরণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বাঙালির আত্মপরিচয়
বাঙালিত্বের বিরোধীদের একান্তরে হয়েছে পরাজয়
এরা আবার নতুন করে, নববিষ নিয়ে উঠছে জেগে
একটু খানি সুযোগ পেলে আঘাত করবে তীব্র বেগে
ত্রিশলক্ষ শহিদের রক্ত বৃথা যেতে পারেনা
বাংলার মাটি থেকে বাঙালিত্ব মুছে যেতে পারে না।
ফুল, পাতা, পশুপাখি বাংলার চিত্রশিল্পের উপকরণ
রুমাল উড়না নকশিকাঁথায় মিলবে তার উদাহরণ।

ডাবলিন, ১৪/০৪/২০২৪

প্রেমবাণী

ঈদের আনন্দে ভাসাও সব ঘর
ভালোবাসার জালে জড়াও আপন-পর
প্রেম ডালা লয়ে যাও দ্বারে দ্বারে
ক্ষুদ্র ভিন্নতায় মানবতা যেন না হারে।
ঈদ হোক তোমার আমার সব মানুষের
মিটে যাক সকল দেয়াল বিভূ বা ধর্মের
শত্রু-মিত্র সবাই আসো এক পাত্রে খাই
মনের যত রাগ-ক্রোধ সব ভুলে যাই।
মোহাম্মদের প্রেমবাণী শুনাও সকলে
যে বাণীর শানে হেরেছিল সকল কাফেরে
অস্ত্র হচ্ছে শেষ হাতিয়ার সেটা পিছনে রাখ
হাজার রঙে রঙিন ভুবন, আপন মুখেও মাখ।
মানুষ মাত্রই ভিন্ন হবে, এটা চিরন্তন সত্য
ভিন্নতাকে মানতে হবে, বিশ্ব বদলাচ্ছে নিত্য।

ডাবলিন, ০৯/০৪/২০২৪

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা তোমাকে আমি নীল আকাশের বিশালতায় দেখতে পাই
স্বাধীনতা তোমাকে আমি নদীর কল্লোলে শুনতে পাই।
তোমাকে আমি অনুভব করি সকালের সোনাঝরা রোদে
স্বাধীনতা তোমাকে আমি হরিণীর মায়াবী চোখে দেখি
তোমাকে আমি পলাশের লাল রঙে দেখতে পাই
তুমি শীতল সমীরণ হয়ে আমার চিবুক ছুঁয়ে যাও গ্রীষ্মের দাবহাহে।
আমি বর্ষার মায়াবী রাতে দোলনচাঁপার পাগল করা ঘ্রাণে তোমাকে খুঁজে পাই।
আমি নূপুরের রিনিঝিনি শব্দে তোমাকে শুনতে পাই।
তুমি কোকিল হয়ে বসন্তে আমায় পাগল কর
তুমি প্রিয়তমার প্রেমমাখা দৃষ্টি হয়ে আমায় ঘায়েল কর।
স্বাধীনতা তোমাকে আমি অব্যাহত সবুজের বৃকে খুঁজে পাই।
অগ্রহায়ণের ভরা ধানের ক্ষেতের ঐশ্বর্যে তোমাকে দেখতে পাই।

স্বাধীনতা তুমি রাখালের বাঁশি হয়ে আমার কানে বেজে উঠো।
স্বাধীনতা তুমি বরনাধারা হয়ে অবিরাম ঝরে পড়।
স্বাধীনতা তোমায় আমি সন্ধ্যামালতির মৌনতায় অবলোকন করি
স্বাধীনতা তোমাকে আমি আমার শিক্ষকের বাণী ভেবে আঁকড়ে ধরি।
তুমি আছ আমার বাবার স্নেহে, আমার মায়ের ভালোবাসায়।
স্বাধীনতা তুমি আছ আমার মানব কল্যাণের প্রতিজ্ঞায়।
স্বাধীনতা তুমি মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে আকাশে উড়ো
তুমি বামবাম বৃষ্টি হয়ে তপ্ত ধরণি শীতল কর।
স্বাধীনতা তোমায় আমি মাঘের পূর্ণিমায় চাঁদের হাসিতে দেখেছি
তোমাকে আমার গুরুজনের পা ভেবে শ্রদ্ধাভরে ছুঁয়ে গিয়েছি।
তোমাকে আমি দেখেছি অজস্র অতিথি পাখির কলকাকলিতে
তোমাকে আমি দেখেছি শরতের সরোবরে হাজার শাপলার
মহাসম্মেলনে।
স্বাধীনতা তোমায় আমি দেখেছি অধ্যাবসায়ী ছাত্রের ক্লান্ত চোখে
স্বাধীনতা তোমায় আমি দেখেছি শ্রমিকের ঘর্মাক্ত শক্ত হাতে।
স্বাধীনতা তুমি গর্জে উঠো বিক্ষুব্ধ মিছিলে
তুমি মনকে প্রশমিত কর মুমিনের জায়নামাজে।
যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহান, কল্যাণকর
সর্বত্র তোমায় হেরি, তুমি অমর, অবিনশ্বর।

ডাবলিন, ৩০/০৫/২০২৪

নির্মমতা

মানুষের এত অবমাননা আর সহ্য না
ক্ষুধার্ত শিশুর মুখ আর দেখা যায় না
আহত মায়ের আর্তনাদ কত দেখা যায়
কবে ইসরায়েলের রক্তপিপাসা মিটবে
আর কত মানুষের জীবন নিতে হবে?
আর কত সাজানো ঘর ভাঙতে হবে?
আর কত জমি জোর করে কেড়ে নিতে হবে?
ভুলে গেছ কী তোমরা কতবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিলে?
ভেবে দেখেছ কী মানুষের কেন এত ক্ষোভ তোমাদের বিরুদ্ধে?

বহুবার মুসলমানরা তোমাদেরকে রক্ষা করেছে।
দুই হাজার বছর মার খেয়ে আজ তোমাদের এত আশ্চর্য?
জেনে রাখ সময়ের নিয়মে সময় একদিন বদলাবেই
হয়তো শত বছর পরে, না হয় হাজার বছর পরে
ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তিত হবে
হয়তো কোনো ফিলিস্তিনি পৃথিবীর বুকে থাকবে না
কিন্তু সময় তোমাদের নির্মমতার কথা ভুলে যাবে না।
কেউ না কেউ তোমাদের ভুলুপ্তি করবে
ইতিহাস বলবে কী নির্মম, পাষণ্ড ছিলে তোমরা
তখন নবশক্তি তোমাদের এতটুকু করুণা করবে না।
যদি কোনোদিন আমেরিকা খণ্ডিত হয়ে যায়
যদি তার প্রবল শক্তি খর্বিত হয়ে যায়
যদি কটর ডানপন্থি খ্রিষ্টানরা ক্ষমতায় বসে
তখন তুমি একা হয়ে যাবে।
চারপাশের আক্রমণে তুমি কোণঠাসা হয়ে যাবে।
পালাবার পথও তুমি খুঁজে পাবে না।
এভাবেই সময় তার বদলা নিবে, এতটুকু করুণা করবে না।

ডাবলিন, ২৪/০৩/২০২৪

কম্পন

জীবন হচ্ছে এক কম্পনের খেলা
কোটি কোটি অণু-পরমাণু
প্রতিনিয়ত একটা ছন্দে কাঁপছে।
একটু বেশি কাঁপলে জীবন শেষ
একটু কম কাঁপলেও শীতল মৃত্যু।
এই কম্পনের শক্তি আসে সূর্য থেকে
তিরানব্বই মিলিয়ন মাইল পথ পাড়ি দিয়ে
সূর্যকিরণ কাঁপিয়ে দিয়ে যায় জীবের দেহ।
শীতের রাতে দেহ কম্পিত হয় আগুনের পরশে
সদ্যপ্রসূত শিশুর দেহ কাঁপে
মায়ের বুকের কম্পনের আবেশে।

এই কম্পনের ধারা চলে আসছে সৃষ্টির আদি হতে
সময়ের এর সাথে এই কম্পন ক্রমশ মত্ত হচ্ছে
যখন আর কোনো কম্পন থাকবে না
তখন মহাবিশ্ব থেমে যাবে, হবে তার হিমেল মৃত্যু।
তার অনেক আগেই সূর্যের কম্পন থেমে যাবে
মস্ত এক দানবের মতো খেয়ে নিবে পৃথিবীর দেহ
হয়তো তার অনেক আগেই বিষাক্ত ধোঁয়ায়
ছেয়ে যাবে পৃথিবীর আকাশ
হয়তো বিশাল এক উল্কার আঘাতে বিচূর্ণ হবে পৃথিবীর বুক।

ডাবলিন, ২২/০৩/২০২৪

সুন্দরী

সুপ্রিয় বান্ধবী
সুনয়না অঙ্গরী
আহ মরি মরি!
তুমি অনিন্দ্যসুন্দরী।
মোর ঘরে এলে
আঁধারে আলো জ্বলে
আনন্দে হেলেদুলে
সব দ্বিধা, শঙ্কা ভুলে।
ভালো করে হয়নি বলা
তোমায় ভালোবাসি
জগৎ ছেড়ে ছুড়ে
তব দুয়ারে আসি।
মুখ পানে চেয়ে তব
সুখ সাগরে ভাসি
স্বর্গ হতে প্রিয় মম
তব মুখের হাসি।

ডাবলিন, ১৬/০৩/২০২৪

মাহে রমজান

যখন ইন্দ্রিয়ের কুথরোচনায় অতিষ্ঠ জীবন
যখন প্রচণ্ড ঝড়ে দিশাহীন কাভারি
যখন কোথাও নেই এতটুকু আলো
যখন ভূমিকম্পের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ভূমি
যখন সবুজের বুকে গড়িয়ে পড়ে উত্তপ্ত লাভা
যখন লালসার প্লাবনে ভেসে যায় কুঁড়েঘর
যখন ভোগের সাগরে হাবুডুবু খায় মন
যখন বিশাল মেঘে ছেয়ে যায় বিস্তীর্ণ আকাশ
যখন অজস্র হয়েনা ঘিরে ধরে চারপাশ
যখন বজ্রপাতে পুড়ে যায় গহিন বন
যখন ছিঁড়ে পড়ে পিতা-মাতার আশীর্বাদের চাদর
যখন ক্লান্ত পথিক পথ ভুলে চলে যায় অন্ধকারে
তখন মহান আল্লাহর করুণার বাণী নিয়ে
তার অশেষ রহমতের সওগাঁত নিয়ে
এক অসীম শক্তি হয়ে, আদম সন্তানেরে রক্ষা করতে,
এগিয়ে আসে মহা-মহিমাময় মাহে রমজান।
সু স্বাগতম হে পুণ্যময় মাহে রমজান।
আমায় তুমি গ্রহণ কর, আমায় তুমি রক্ষা কর।

ডাবলিন, ১১/০৩/২০২৪

দৈন্যতা

কেন আমরা এত অনিয়ম করি
কেন আমরা লোভের কবলে পড়ি
নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে
যেখানে-সেখানে ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান গড়ি।
আজ হয়তো মরেছে অন্যের মেয়ে
কাল তা আসবে আমার পানে ধৈয়ে।
খোদার অধিকার হরণ করলে
তিনি আপন মহিমায় ক্ষমা করবেন
মানুষের প্রতি অন্যায় করলে

তিনি তার চুলচেরা হিসাব নিবেন।
কেন আমরা অফিসে ফাইল ঠেকাই
কেন আমরা খাদ্যে ভেজাল মেশাই
কেন আমরা নিঃসংকোচে মজুতদারি করি
অন্যের পকেট কেটে আপন পকেট ভরি।
নিরীহের কষ্টে আমরা আত্মগোঁরব করি
মানুষ হিসেবে আমরা নিকৃষ্টের কাতারে পড়ি।
কেন আমরা মানুষে মানুষে এত ভেদাভেদ করি
একটু মতের অমিল হলে যে কারো টুটি চেপে ধরি।
কত মানুষের কত অন্যায় অর্থ বেকার পড়ে আছে
সে অর্থ অশান্তির মূল, যদি কেউ জেনে যায় পাছে।
যে অর্থ ও জ্ঞান মানব কল্যাণে আসে না
সে অর্থ ও জ্ঞান অর্থহীন, তাতে মনের দৈন্যতা ঘুচে না।

ডাবলিন, ০১/০৩/২০২৪

মহাবিশ্ব

মহাবিস্ফোরণের এক ন্যানো সেকেন্ড পর জন্ম নিলো কোয়ার্কস ও
ইলেকট্রন।
তার আগে কী ছিল কেউ জানে না
হয়তো একদিন জানা যাবে, হয়তো যাবে না।
সে সময় ছিল না কোনো আন্তর্জাল
ছিল শুধু এক গুচ্ছ নির্ভেজাল সরলতা।
অনন্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব এলো
তপ্ত মহাবিশ্ব ঈষৎ শীতল হলো।
কোয়ার্কের স্যুপে বিধাতা দিলো নাড়া
শুরু হলো আন্তর্জাল, বাড়লো জটিলতা।
এক সেকেন্ড পর প্রোটন আর নিউট্রন তৈরি হলো।
তিন মিনিট পরে প্রথম পরমাণু হাইড্রোজেন এলো।
হাইড্রোজেন মেঘ ঘনীভূত হয়ে তারার জন্ম দিলো।
তারার বুকে ক্রমাগত পরমাণুর আকার বাড়লো।
এভাবেই সব পরমাণু একে একে জন্ম নিলো

পরমাণুরা মিলেঝিলে নানা অণু তৈরি করলো ।
অণু আর পরমাণু দিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তৈরি
সেই থেকে মহাবিশ্ব সরলতার বৈরী ।
ক্রমবর্ধমান জটিলতা চলছে সময়ের হাত ধরে
সকল সৃষ্টি ও বিনাশ প্রকৃতির এই নিয়ম মেনে চলে ।
কোথাও যদি অপ্রাকৃতিক কিছু বিন্যাস করা হয়
তার পিছনে তারও চেয়ে বড়ো অবিন্যাস হতে হয় ।
মানব ক্রণের জন্ম তার সরলতম রূপ
মৃত্যু করে তাতে সর্বোচ্চ জটিলতা আরোপ ।

ডাবলিন, ২৮/০২/২০২৪

দেবী

একদা তোমার চোখে চোখ রেখে
স্বপ্নের ঘুড়ি উড়াতাম ।
তোমার হাতে হাত রেখে মেঘেদের সাথে
হারিয়ে যেতাম দিগন্তে ।
বৃষ্টিস্নাত দিনে হেঁটে যেতাম হিজল বিছানো পথে
মেঘলা দিনে দুজনে রিকশায় করে ঘুরে বেড়াতাম
পারমাণবিক শক্তি অনুভব করতাম তোমার ব্যক্তিত্বে ।
তোমাকে জয় করার ছিল দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ।
তোমাকে পাবার জন্য যে অধ্যাবসায় করেছি
তারই ফলশ্রুতিতে জীবনে সফলতা পেয়েছি ।
তুমি ছিলে আমার জীবনের বাতিঘর
কান্ডারিবিহীন নৌকার মাঝি ছিলে তুমি ।
তোমার জন্য অপেক্ষার প্রহরগুলো আমি বই পড়ে কাটিয়েছি ।
পড়াশুনা করা ছিল আমার কাছে দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মন্ত্রপাঠ ।
খুব বেশি ভঙ্গুর ছিলাম আমি ।
আমার ছোটো তরি প্রায় ডুবতে বসেছিল ।
আজ আমি যত শক্তিম্যান, সেদিন ছিলাম ততই দুর্বল ।
তোমার পরশ পাথরে আমি অসাধ্য সাধন করেছি ।
ভাবতেই শিউরে উঠি, কোথা হতে আমি কোথায় এসেছি ।
তোমার মোহমায়ায় আমি সব বাধা তুচ্ছ করেছি ।

ডাবলিন, ২৭/০২/২০২৪

নশ্বর পৃথিবী

সময়ের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয় শরীর
ভেঙে পড়ে সুবিশাল বৃক্ষ
যৌবনের ফুলদানিতে জমে আশটে ধুলো
চোখের কোণে উদিত হয় মস্ত ভাঁজ
খরশ্রোতা নদীর বুকে জাগে ধু-ধু বালুচর
চকচকে নুড়ির গায়ে জমে সবুজ শ্যাওলা
যে চুলের দাপটে ভয়ে কাঁপতো মেঘমালা
আজ সে নিতান্তই শীর্ণ, খর্বকায় ।
একদা যে সরোবরে ফুটতো নিযুত নীলপদ্ম
আজ সেথায় শুধুই আগাছা আর পঙ্ক
যে হরিণীর চঞ্চলতায় মুখরিত হতো বনানী
আজ সে ধীর, শান্ত, হতাশায় আক্রান্ত ক্ষুদ্র প্রাণী
সময়ের ঘূর্ণিপাকে তারকারাশি ঝরে পড়ে
নতুন আকাশে জন্ম নেয় নবীন ছায়াপথ
পুরোনো পথের ধারে আর কেউ বাঁশি বাজায় না
নতুন পথে গুনগুন করে অজস্র ভ্রমর
একদা যে কোকিলের গানে দিগন্ত বিমোহিত হতো
আজ তার কণ্ঠে কোনো সুর নেচে উঠে না ।
এভাবেই সূর্য উদয় হয় আর সূর্যাস্ত আসে
নশ্বর পৃথিবীতে সেই অমর যে শুধু ভালোবাসে ।

ডাবলিন, ১৬/০২/২০২৪

মৃত্যুদুত

কানন কোণে ক্যামেলিয়া ঝোপের আড়ালে
উঁকি দেয় মৃত্যুদুতের লাল শীতল চোখ
ফিসফিস করে বলে কাকে রেখে কাকে নেব ।
যাকে ভালো লাগে সে তো খুব সুন্দরী, মায়াবতী
সে তো মহাসুদর্শন, মানবিক, মহান পুরুষ ।

ফুলের মতো সুন্দর শিশুও তো আমার ভালো লাগে
চাঁদের মতো কিশোরীর হাসি দেখে লোভ জাগে।
সন্তানের কল্যাণ প্রার্থনা করে যে পিতা রাত্রি জাগে
তাকে দেখে আমার হাত ভীষণ নিশপিশ করে।
যে মা তার কোলের শিশুকে দুধ পান করায়
তার প্রতি আমার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ধৈর্যে যায়।
যে মেয়েটি সদ্য প্রেমে পড়ে আয়নায় নিজেকে দেখে
তাকে দেখার পর কার সাধ্য আমায় বেঁধে রাখে?
যে তরুণ সংসার ও দেশ রক্ষার সংকল্প করে
ইচ্ছে হয় তাকে ছিনিয়ে নেই এক নিমিষে।
মানবরূপী কোনো জলজ্যাস্ত পশু সামনে এলে
ইচ্ছে করে ঘৃণাভরে পালিয়ে যাই দূরে, বহুদূরে।

ডাবলিন, ০৭/০২/২০২৪

ফেব্রুয়ারি

আমরা বাঙালি, আমরা মাকে ভালোবাসি
আমরা শৈশবে মায়ের আঁচল ধরে চলি
মা কী বলে, কীভাবে বলে, অবাক হয়ে শুনি
মায়ের হাতের পরশে আমরা সব দুঃখ ভুলি।
মায়ের গায়ের গন্ধে আমরা রাত্রে নিদ্রা যাই
ক্ষুধা পেলে মায়ের হাতে দুধমাখা ভাত খাই
একটুখানি আঘাত পেলে মাগো বলে ডাকি
মায়ের অপমান হলে সিংহের হুংকার হাকি।
মা আমাদের জীবন-মরণ, মা আমাদের আশা
কার এত স্পর্ধা ধরায় কেড়ে নেয় মায়ের ভাষা?
বাংলা মোদের মায়ের ভাষা, মোদের প্রাণের স্পন্দন
এই ভাষার সুতায় বেঁধেছি মোরা ভালোবাসার বন্ধন।
জিন্নাহ সাহেব অতি বোকা বুঝতে পারেননি ভাষার জোর
ভাষার বুকে আঘাত হানায় আমরা দিলাম উল্টা দৌড়।
বায়ান্নর ফেব্রুয়ারিতে আমাদের পথ বেঁকে গেল
সেই পথে হেঁটেই আমাদের মহান স্বাধীনতা এল।

ডাবলিন, ০৬/০২/২০২৪

সাম্যবাদ

আশা করি প্রিয় জন্মভূমি আরও সমৃদ্ধ হবে
সারা বিশ্বকে সহনশীলতার পথ দেখাবে।
শান্তি ও সম্প্রীতির ছায়াতলে থাকবে সবাই
গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য নিয়ে করবে বড়াই।
সাম্যবাদের নীতিতে চলবে সোনার দেশ
দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির থাকবে না লেশ।
গণতন্ত্রের মূলমন্ত্রে চলবে সব সরকার
তার আগে জনগণের সচেতনতা দরকার।
টাকার বিনিময়ে কেউ ভোট বিক্রি করবে না
কারো ভয়ে কখনো কেউ সংকুচিত হবে না।
কোনো দলই অন্য রাষ্ট্রের গোলাম হবে না
কখনো কেউ অন্য রাষ্ট্রের ক্ষতি করবে না।
উচ্চমানের শিক্ষা সব নাগরিক যেন পায়
বিনা চিকিৎসায় কেউ মারা যেন না যায়।
অন্য ও বস্ত্রের নিরাপত্তা সবাই যেন পায়
খোলা আকাশের নিচে কেউ যেন রাত্রি না কাটায়।
বিজ্ঞান ও নৈতিকতার আলো সব ঘরে যেন জ্বলে
সত্য ও ন্যায়ের কথা বিনা সংকোচে বলে।
ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ভেদে কোনো বৈষম্য যেন না থাকে
আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে জীবন স্বপ্ন আঁকে।

ডাবলিন, ০৩/০২/২০২৪

উত্তাল যমুনা

চেনা পথ একদিন অচেনা হয়ে যায়
কাছের মানুষগুলো রং বদলায়
সবুজ পাতা হলুদ হয়ে আসে
ঝরা বকুল নদীর জলে ভাসে।
টানটান তৃক ক্রমশ কুঁচকে যায়

জীবনের বসন্ত মাটিতে মিলায়
উত্তাল যমুনা একদিন শুকিয়ে যায়
কোকিলের মধুর গান সুদূরে হারায়।
স্বপ্নগুলো পড়ে থাকে প্রয়োজনের ফাঁকে
নতুন স্বপ্ন অঙ্কুরিত হয় সময়ের বাঁকে
প্রবল ঝড় ধেয়ে আসে সংসার সমুদ্রের তীরে
ক্ষুদ্র সুখগুলো উঁকি দেয় বিশাল দুঃখের ভিড়ে।
অনেক কর্মযজ্ঞ স্থবির হয়ে আসে
বার্ধক্যের দিনগুলো করুণায় হাসে
প্রজ্বলিত তারকা কৃষ্ণ গহ্বরে হারায়
যেখানে মহাশক্তিমান সময়ও থমকে দাঁড়ায়।
মানুষের জীবনের চেয়েও তার কল্পনা বড়ো
সবকিছু মুছে যাবে শুধু কল্পনা অবিনশ্বর
কল্পনার ধূমকেতু মহাশূন্যে ছুটে
আমার কল্পনাই সত্যিকারের আমি বটে।

ডাবলিন, ০২/০২/২০২৪

দুস্তর পথ

হাতে একটা ছোট্ট প্রদীপ নিয়ে
আমি বেরিয়ে পড়লাম অন্ধকারে
নিজের অজান্তেই চলছি এপথ হতে ওপথে
কোথায় যাব তা জানিনা, অন্তহীন এ পথ চলা
চলতে চলতে কিছু কথা বলা।
কিছু স্বপ্ন, কিছু স্মৃতি
মনের কোণে দেয় উঁকি।
চোখের সমুখে যা দেখি
তা সবই কি সত্যি, না-কি সবই ফাঁকি?
এত দুস্তর এ পথ, অথচ এত সীমিত জ্ঞান
অজানা আশঙ্কায় ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
এক প্রজন্ম হতে আরেক প্রজন্ম
একটু একটু করে জ্ঞান বাড়ে

নতুন আলোয় উন্মোচিত হয় নতুন রহস্য
বুঝতে পারি আমি নিজে কতইনা নগণ্য
হাজার অজানার ভার কাঁধে নিয়ে
অসহায় এ জীবন কোনো রকমে হাতড়ে চলে।
কিছু একটা বোঝার আগেই
পশ্চিমের আকাশে সূর্য অস্ত নামে।

ডাবলিন, ০১/০১/২০২৪

তোমাকে মনে পড়ে

কেন তোমাকে এত মনে পড়ে
যখন অবিরাম বৃষ্টি ঝরে
কেন তোমাকে এত মনে পড়ে
যখন পলাশের গায়ে আগুন ধরে
কেন তোমাকে এত মনে পড়ে
যখন পদ্ম ফুটে সরোবরে
কেন তোমাকে এত মনে পড়ে
যখন ফুলবনে বকুল ঝরে
কেন তোমাকে এত মনে পড়ে
যখন স্বপ্ন ভাসে নীল অম্বরে
কেন তোমাকে এত মনে পড়ে
যখন চকোর কাঁদে চাঁদের তরে
কেন তোমাকে এত মনে পড়ে
যখন রাতের আকাশ তারায় ভরে
কেন তোমাকে এত মনে পড়ে
যখন ফুলে ফুলে ভ্রমর উড়ে
কেন তোমাকে এত মনে পড়ে
তীরের বুকে ঢেউ আছড়ে পড়ে
কেন তোমাকে এত মনে পড়ে
যখন বীণা বাজে মোহন সুরে
কেন তোমাকে এত মনে পড়ে
যখন শিশির জমে শীতের ভোরে

কেন তোমাকে এত মনে পড়ে
যখন পাখি ফিরে আপন নীড়ে
কেন তোমাকে এত মনে পড়ে
যখন নদী হারায় নীল সাগরে
কেন তোমাকে এত মনে পড়ে
যখন মেঘের ভেলা হারায় দূরে
কেন তোমাকে এত মনে পড়ে
যখন ব্যথা জাগে এই অন্তরে।

ডাবলিন, ২৫/০১/২০২৪

মানবতা

অতি বড়ো দাষ্টীকতা যখন ভাবনাকে অন্ধ করে
দেয় তখন পতন অবশ্যম্ভাবী। অনেক বার ভেবেছি,
ইসরায়েলিরা কতনা যাতনা সহ্য করেছে।
অনুকম্পায় আমার হৃদয় কেঁদেছে।
হাজার বছরের কষ্টকময় পথে তারা হেঁটেছে।
সবাই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।
ঘরে, বাহিরে, আপন লোকালয়ে লাঞ্চিত হয়েছে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, স্পেনিশ ইনকুইজিশনে,
সমূলে নিধনের শিকার হয়েছে।
বহুবার তারা রক্তের সাগরে ভেসেছে।
কখনো কেউ তাদের আপন ভাবেনি।
তাই ভেবেছি মানবতার তরে তাদের একটি
রাষ্ট্র দেওয়া হোক।
যেমন করে মানবতার তরে ফিলিস্তিনিরা তাদের দিয়েছিল ঠাঁই।
তারা কি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় নাই?
যে অন্যায় তারা নিজেরা সয়েছে
সেই অন্যায় তারা অন্যের উপর কেমনে করে?
উড়ে এসে জুড়ে বসে আজ ফিলিস্তিনিদের উৎখাত করে,
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বৈধতা অস্বীকার করে।
এমনকি মিত্র রাষ্ট্রের অনুরোধ উপেক্ষা করে।

পালাবদলের খেলায় প্রকৃতির নিয়মে সময় বদলায়।
এ শক্তিমান সময় বদলাবে।
তখন পৃথিবী তাদের ক্ষমা করার অজুহাত খুঁজে পাবে না।
তখন তারা নির্মম শাস্তির শিকার হবে।
হয়ত সমূলে উৎপাটিত হবে।
যদি সেই সময় দেখে যেতে পারি
তবে, করুণা হবে, তবে মায়া হবে না।
মানবতার দোহাইও দিতে পারব না।
খুব আক্ষেপ হবে, একটি জাতি কেমন করে এত বর্বর হয়।

ডাবলিন, ২১/০১/২০২৪

অপার্থিব তৃষ্ণা

মরণভূমির উষ্ণ প্রান্তরে
দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে
অনেক তৃষ্ণা নিয়ে
তোমার দ্বারে এসেছিলাম
তুমি নির্মমভাবে ফিরিয়ে দিলে।
তোমার অপার্থিব তৃষ্ণার জল
শ্রাবণধারার মতো তাকে বিলিয়ে দিলে
যে কখনো মরণভূমি দেখেনি,
যার ভুবন অব্যবহৃত সবুজে ঢাকা।
যার সবকিছু আছে তাকে দিয়ে কী লাভ বল?
এতটুকু কৃতজ্ঞতাও হয়তো মেলেনি তোমার।
অথচ তোমার এক ফোঁটা জলের বিনিময়ে
আমার অস্তিত্বকে তোমার হাতে তুলে দিতাম।

ডাবলিন, ১৭/০১/২০২৪

নিঃসঙ্গতা

কেন নির্মল সফেদ মন আমার নীলাভ হলো?
কেন নিঃসঙ্গতার কালো কুঠুরিতে সে হারালো?
কেন সে অপমানিত হলো?
কেন সে ভালোবাসার ভিখারি হলো?
কেন সে গভীর রাতে একাকী হেঁটে বেড়ালো?
কেন সে দিশেহারা ছুটে বেড়ালো?
কেন সে অশ্রুসজল চোখে পড়তে বসলো?
নিয়তি কী তা জানে?
এক ছোট্ট শিশুকে নিয়ে নিয়তির এই খেলা অন্যায্য।

ডাবলিন, ০৪/১১/২০২৩

বর্বরতা

এ কেমন বর্বরতা,
সহস্র নারী ও শিশুর আত্ননাদ সভ্যতার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না?
শিশুর বিক্ষত লাশ কী পৈশাচিক আনন্দ দেয় মানবতার বুকে?
আত্মরক্ষার অধিকার সব রাষ্ট্রের রয়েছে,
তবে আত্মরক্ষার নামে জাতিনিধন গর্হিত অপরাধ।
যে জাতি আরেকটি জাতিকে ধ্বংস করে
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে, সে কলঙ্কের মালা পরে গলে।
এই কলঙ্কের মালা নিয়ে সে বিশ্বের দরবারে
নির্লজ্জ বেহায়া হয়ে মাথানত করে চলে।
যে জাতি তার জন্ম নিয়ে গর্ব করতে পারে না
সে জাতি বেশিদিন টিকে থাকে না।

ডাবলিন, ০৫/১২/২০২৩

রূপায়ণ

প্রায় চৌদ্দ বিলিয়ন বছরের যাত্রা
এর মাঝে কত ভাঙা ও গড়া
কত বিশাল বিস্ফোরণ, কত তুমুল আলোড়ন।
গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতুর বুক থেকে জীবনের উপকরণ আহরণ।
তিলে তিলে প্রাণের প্রকাশ, এক কোষ থেকে অনেক কোষ,
সরল থেকে জটিলে রূপায়ণ।
সংজ্ঞাহীন জীব থেকে জাগ্রত মানুষ।
মানুষ মাত্রই বিস্ময়কর অলৌকিক সত্তা।
মহাবিশ্বে দুই ট্রিলিয়ন ছায়াপথের বিচরণ
প্রতিটি ছায়াপথ করে বিলিয়ন তারা ধারণ।
সব তারাকে ঘিরে অনেক গ্রহ করে পরিভ্রমণ।
এত গ্রহের মাঝে শুধু পৃথিবীই করল জীবন ধারণ
জীবন পরম বিকশিত হয়ে করল মানবায়ন।
মানব জীবন তাই অমূল্য রতন
একে করতে হবে অনেক যতন।
হেলা খেলায়, অজ্ঞানতায়
মানব জীবন মিশে ধুলায়।
মানবের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান
জ্ঞানে আর গুণে আপনারে কর মহীয়ান।

ডাবলিন, ০৮/০১/২০২৪

মঙ্গল প্রার্থনা

নব বরষে, নব হরষে
নব উদ্যমে, নব প্রত্যয়ে
নব স্বপ্নে, নব সংকল্পে
নব আশায়, নব পরিকল্পনায়
নব বাসনায়, নব উৎসাহে
নব আশীর্বাদে, নব সাধুবাদে
নব শক্তিতে, নব বিশ্বাসে

নব উচ্ছ্বাসে, নব আরাধনায়
নব গতিতে, নব শৌর্যে
নব সাহসে, নব সংহারে
নব বিহারে, নব আহারে
নব অধ্যাবসায়, নব ধৈর্যে
নব সংযমে, নব সংগ্রামে
নব ধারায়, নব পথে
নব রথে, নব বিদ্যায়
নব রণে, নব প্রতিকূলতায়
নব মিত্রতায়, নব রসায়নে
নব প্রতিজ্ঞায়, নব জ্ঞানে
নব বিজ্ঞানে, নব সাহিত্যে
নব চিন্তায়, নব লেখায়
নব প্রণালীতে, নব প্রবাহে
নব প্রবেশে, নব আবেশে
নব আকাজক্ষায়, নব ক্ষিপ্ততায়
নব সাহচর্যে, নব উপদেশে
নব অনুভবে, নব গৌরবে
নব সহমর্মিতায়, নব ভালোবাসায়
নব রঙে, নব চঙে
নব আবেগে, নব বিরাগে
নব প্রজ্ঞায়, নব সংজ্ঞায়
নব বাস্তবতায়, নব সত্যতায়
নব দৃঢ়তায়, নব বিচক্ষণতায়
নব আনন্দে, নব হৃন্দে
নব দক্ষতায়, নব প্রশিক্ষণে
নব আত্মত্যাগে, নব আত্মনিয়োগে
নব বিশ্বাসে, নব আশ্বাসে
নব আরম্ভে, নব আলোয়
নব বিশ্লেষণে, নব ছকে
নব উদ্দীপনায়, নব উন্মাদনায়
নব গর্জনে, নব অর্জনে

আমার আমিকে দেখতে চাই।
শুভ ইংরেজি নববর্ষ দুইহাজার চব্বিশ
সকল মানবের মঙ্গল প্রার্থনা করি অহর্নিশ।

ডাবলিন, ০১/০১/২০২৪

নীল যমুনা

পুষ্প ফুটেছে পরান পুড়েছে
প্রদীপ জ্বলেছে প্রিয় এসেছে
পিঞ্জর খুলেছে পাপিয়া উড়েছে
পবনের গায়ে আগুন লেগেছে
নয়ন বুকেছে নিদ্রা টুটেছে
নীল যমুনায় জোয়ার উঠেছে
কাঁকন বেজেছে হৃন্দ জেগেছে
মরমি বীণায় সুর লেগেছে
বসন্ত এসেছে বিরহ বেড়েছে
বকুলের বনে সাড়া পড়েছে
মহুয়ার ছোঁয়ায় মালতি হেসেছে
মেঘের তালে ময়ূর নেচেছে
চাঁদের আলোয় রাত রেঙেছে
চকোর চোখের জলে ভেসেছে
সাদা হংস পেখম মেলেছে
শুভ্র শিউলি তারে ছুঁয়েছে
তমাল তলে তবলা বেজেছে
তন্দ্রার ঘোরে তরু দুলেছে।

ডাবলিন, ০১/১২/২০২৩

বিরহব্যথা

শীতের শান্ত সকালে
অবিরাম বৃষ্টি ঝরে
হিমেল ঝড়ো বাতাস এসে
জানালায় চিবুকে আছড়ে পড়ে
পত্রশূন্য নগ্ন বৃক্ষ রাশি
অশোভন দাঁড়িয়ে দেয় মৌন হাসি।
অচেনা এক পাখি এসে
ঘাসের ফাঁকে খাবার খুঁজে
দীর্ঘ অবসাদের পরে
প্রতিবেশীর বিড়ালটা ঘরের কোণ ছাড়ে
বিড়ালের সাথে বিড়ালছানা দেখে
ছোট্ট শিশুর চোখ চমকে উঠে।
আকাশ জুড়ে মেঘ ঘনীভূত হয়
এমন দিনে বিরহব্যথা আরও প্রকট হয়।
মেঘের বুকে সহসা বিজলি চমকে উঠে
মনের সাগরে আবার জোয়ার ফিরে আসে।
আনন্দ বিরহে হৃদয়ে নতুন সুর জাগে
স্বপ্নের গোলাপের মুখে হরেক রং লাগে।
বড়োদিনের বড়ো ছুটিতে জীবন মস্তুর চলে
প্রায় আঁধার দিনেও রাতের বাতি জ্বলে।
সারাদিনেও একবার সূর্যের দেখা মেলেনা
বিষাদ ভাঙাতে চকলেট, চায়ের নেই তুলনা।
টিভিতে আছে অনেক নাট্যমালা ও মুভি
হাতে একটি বই নিয়ে দিনভর দেখি।

ডাবলিন, ২৭/১২/২০২৩

গিরিললনা

নদী বয়ে চলে সাগর পানে
কে জানে সে কীসের টানে
হেলেদুলে চলে আনমনে
মন রাঙিয়ে গানে গানে।
বুকে তার উঠে আনন্দের ঢেউ
মনের গভীরের ব্যথা জানে না কেউ।
একদা ছিল সে গিরিললনা
বর্ণিল নুড়ি ছিল তার খেলনা
আজি আনন্দে বহে সাগর মিলনে
ব্যথায় মন কাঁদে গিরি বিহনে।

ডাবলিন, ২০/১২/২০২৩

মানস প্রতিমা

ফুলবনে বসে বাঁকা চাঁদের সনে
প্রতীক্ষায় পল কাটে অযুত প্রহর গুনে।
পাতায় পাতায় আজি চলে গুঞ্জন
কপোত-কপোতীর আজ হবেষে মিলন।
সমীরণে শুনিতে পাই সুমধুর গীতি
শরীরে আজি জাগে পরম অনুভূতি।
পথ পরে থরে থরে শায়িত বকুল
আবেগে বিগলিত নীল যমুনার কুল।
সুরভিত শিউলি ঝরে সুউচ্চ শিহরনে
মানসপ্রতিমা আসীন হবে এ মাহেন্দ্র ক্ষণে।
তুমি আসিবে বলে রাঙিল গগন
মোহন বীনার সুরে মন হলো যে মগন।
এমন মায়াবী সময় যেন চিরতরে থামে
তোমার প্রেমবারি যেন অঝোর ধারায় নামে।

ডাবলিন, ২৩/১২/২০২৩

অমরা

তোমার নয়নে নীলপদ্ম যখন ফুটে
বেদনার বিষে আমি নীলিমার ন্যায় নীল হয়ে যাই।
পরশ্রীকাতরতার পরাকাষ্ঠা পরে আমি প্রসববেদনায় আতঁনাদ করি।
তোমার কমলের অমরায় আমার ঠাঁই হলো না।
আক্ষেপে ভঙ্গুর হৃদয় ফরিয়াদ করে
সময়ের গতিপথ আহা যদি ঘুরিয়ে দিতে পারতাম।
যদি তোমার পায়ের নূপুর হয়ে বাজতে পারতাম।
যদি সন্ধ্যামালতির সুরভি হয়ে তোমাকে ছুঁয়ে যেতে পারতাম।
কবিতার শব্দ হয়ে যদি তোমার কণ্ঠের আবৃত্তি হতে পারতাম।
তোমার জন্য আমার পলল ভূমি খরতাপে শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায়।
শ্রাবণের দিনের মধুময় বৃষ্টি হয়ে তুমি কী
আমার বুকে সুর তুলতে পারো না?
এত আরাধনার কোনো বর কী আমি পাব না?
ডাবলিন, ২৮/১১/২০২৩

নীল যমুনা

কৃষ্ণা কাবেরী নদীর কূলে
শুভ্র শেফালি বকুল দোলে
পিপাসার্ত পরান পাপিয়া
লুটায় তব চরণে আসিয়া।
তাল তমাল হিজলের বনে
বিহঙ্গ বিরাজে বধূর সনে।
মন মরিয়া মধুর আশায়
নীল যমুনায়ে নৌকা ভাসায়।
ভ্রমর গুঞ্জে ঘাসের ফুলে
হৃদয় বাঁধা তব আঁচলে।
অমৃত মিছে, তব প্রেমসুধা
বাহারি বর্ণে সাজায় বসুধা।
মৃদু পায়ে মম মন-মন্দিরে
মনোহরী ময়ূরী প্রবেশ করে।
ডাবলিন, ১৮/১১/২০২৩

স্বাধীনতার টানাপোড়ন

বাংলা মায়ের সূর্য-সন্তানেরা
স্বাধীনতার তপ্ত লাল সূর্যকে
বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শীতল করে
একটা সুস্বাদু আপেলের মতো উপাদেয় করে
আমাদের প্লেটে পরিবেশন করেছেন।
আজকে আমরা মজা করে স্বাধীনতা খাই
একটু খাই, একটু ফেলি
কথায় কথায় পায়ে দলি
একবেলা খেতে না পারলে বলি
স্বাধীনতা দিয়ে কী করব যদি
পেট ভরে নাই খেতে পারলাম?
রাস্তায় পানি জমলে বলি
স্বাধীনতা দিয়ে কী করব যদি
খটখটা শুকনা রাস্তাই না পেলাম?
অফিসে দুর্নীতি দেখলে, বাজারে মুদ্রাস্ফীতি দেখলে
আমরা স্বাধীনতার নিকুচি করি
পারলে ফেরত দিয়ে দেই অবজ্ঞা ভরে।
আমরা পরাধীনতার কুৎসিত চেহারা দেখিনি।
পরাধীনতা কী তা ফিলিস্তিনের রক্তাক্ত শিশু জানে
পরাধীনতা কী তা ইউক্রেনের মুর্মূর্ষু সৈনিক জানে।
বিজয় দিবসে প্রার্থনা করি,
আমরা যেন স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করি।
নিত্যদিনের টানাপোড়নে স্বাধীনতাকে না টানি।
স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করলে এবং পরস্পর হানাহানি না করলে,
সব সমস্যা অচিরেই দূর হবে।
সমস্যা নিজেই সমাধান এনে দিবে।

ডাবলিন, ১৫/১২/২০২৩

বারিধারা

ফুলের মোহন প্রভা
শিশিরসিক্ত সজীবতা
মাতাল করা সুরভি
ভুবনভুলানো হাসি
আমাকে মুগ্ধ করে।
তন্ময় হয়ে বারে বারে
ফিরে আসি ভ্রমর হয়ে
কাঁটার আঘাতে রঞ্জিত হতে
বেদনার বিষে নীল হতে।
চাঁদের আলো হয়ে
ফুলের কপোল ছুঁয়ে যেতে।
বারিধারা হয়ে
ফুলের দেহ ভিজিয়ে দিতে।
রংধনু হয়ে
ফুলের মন রাঙিয়ে দিতে।
মায়াময় মধুর পাপড়ির বাঁকে
আমার হৃদয় আটকে থাকে।

ডাবলিন, ০৮/১২/২০২৩

নরাধম

যদি শিশুর নিষ্পাপ মুখ দেখে
তোমার হিংস্রতা কর্পূরের ন্যায় উড়ে না যায়
সভ্যতার অলিতেগলিতে বিচরণ করার অধিকার তোমার নাই।
ধ্বংস হয়ে যাও তুমি, তোমার অণু-পরমাণুর বাঁধন
খুলে যাক, মহাশূন্যে হারিয়ে যাও তুমি।
ধূলিস্যাৎ হয়ে যাও তুমি, নরাদম, নরপিশাচ।
তোমার কুৎসিত মুখ আর কাউকে দেখিও না।
গহিন জঙ্গলে সরীসৃপের সাথে বসবাস হোক তোমার।
একটা নয়, দুইটা নয়, তিনটা শিশুকে কেমন করে
পারলে একের পর এক ছুরিকাঘাত করতে?

তোমার কোনো ধর্ম পরিচয় নেই।
মুখ ফুটে কখনো বলো না আমি মুসলমান।
অনেক বড়ো পাপ হবে।
তোমার কোনো জাতিসত্তা নেই।
তোমার নামে তোমার সজাতির মান ভুলুপ্তি হবে।
কিছুই যায় আসে না, তুমি কালো কী সাদা।
তুমি অমানুষ, এটাই তোমার পরিচয়।
তোমার নামটাও কেড়ে নেওয়া উচিত
অধম প্রাণীর মতো একটা নম্বর নিয়ে
দেওয়ালের ওপাশে অন্তরীণ থাক সারাজীবন।

ডাবলিন, ২৪/১১/২০২৩

শ্যামা

চঞ্চল ঝড়ো হাওয়ায়
হরিণী আনন্দে নেচে যায়।
আবেশে পুলকিত মন
ধূসর দিগন্তে হারিয়ে যায়।
সবুজ ঘাসের গালিচায়
সোনালি পাতারা খেলে যায়।
গাছের শাখায় বসে শ্যামা
প্রিয় দর্শনে থাকে প্রতীক্ষায়।
সাগরসংগমের আশায়
নীল যমুনা নিরন্তর ছুটে যায়।
আকাশের প্রেম বর্ষণে
শুষ্ক ভূমি সিক্ত হয়ে যায়।
প্রকৃতির সুরের মূর্ছনায়
নতুন সুর জাগে বিরহী বেহালায়।
ঝরে পড়া বকুলের ফুলে
ললনা মালা গোঁথে যায়।
হিজল তমালের বনে
ময়ূরী নীরবে বাসর সাজায়।

ডাবলিন, ১৩/১১/২০২৩

আঁধার

নির্ধূম চোখে অগ্নিপিণ্ড জ্বলে উঠে
সহসাই দৈত্য হয়ে যায় ব্যাকুল মন ।
সময়ের রক্ত পান করে বেড়ে উঠে অস্থিরতা
মনের গহিন কোণে জমাট বাঁধে কালো আঁধার ।
মাংসাশী প্রাণী হয়ে ছুটে চলে শিকারের খুঁজে
ভোগের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে দুর্নিবার ।
দেবালয় গুড়িয়ে দিয়ে সেথা গড়ি মদাগার
আজানের ধ্বনিতে বুকে ভূমিকম্প জাগে ।
শিশুর নিষ্পাপ মুখ আমাকে বিগলিত করে না
আক্রোশে আরও আগ্রাসী হয়ে যাই ।
অমানুষের বীজ বপন করি সব জনপদে
মানুষের খুলি দিয়ে বাজাই নূপুর ।
সভ্যতার সুরভি আমায় আরও নষ্ট করে
অসভ্যতার চন্দন মাখি সারা শরীরে ।
দিকে দিকে শুনি আমার জয় বন্দনা
আত্মতুষ্টি আমার অহংকার, জিঘাংসা অলংকার ।

ডাবলিন, ১০/১১/২০২৩

অরুণোদয়

অনিন্দ্যসুন্দর অম্বরে হেরি
তব মুরতি হে মহাসুন্দরী ।
মহাজগতের রঞ্জে রঞ্জে
তব সুরভি আছে মিশে ।
ঘন অলকের মাঝে চকিতে
যেমন ব্যাকুল বিজলি চমকে ।
তেমনি মম মন-মন্দিরে
তব প্রদীপ উঠে ঝলকে ।
তব মধুর মোহন মায়ায়
মম তরি উজান বহিয়া যায় ।

নীল আকাশের নয়নাভিরাম তারা
রাত্রিতে এসে শরীরে জাগায় সাড়া ।
প্রত্যুষে যখন মহাসমারোহে
পূর্বদিগন্তে অরুণোদয় ঘটে ।
তোমার পুণ্য প্রাণের প্রভায়
মম মৌন মুনির ধ্যান ভাঙায় ।

ডাবলিন, ০৮/১১/২০২৩

ভ্রমর

তোমার চরণে চালতা ফুটে
নয়নে ফুটে ঝিঙে ফুল
কপোলে বিকশে কোমল পদ্ম
কর্ণে দোলে করমচার দুলা ।
অধরে তোমার আনারসের মৌ
নিতম্বে তোলে সিন্ধুর ঢেউ
ঘন কেশ যেন কালোজিরা
বাহুতে বহে প্রেম ফল্লুধারা ।
আঙুলে ফলে আগুর থোকা
পাপড়িতে ফুটে পেয়ারা
পেপের মিষ্টতা কণ্ঠে তোমার
আমলকির মতো জিয়ারা ।
চিবুকে ঝুলে চিচিঙ্গার ফল
বক্ষে শুভে কুমড়ার দল
কাঁধের লতায় লাউ ধরেছে
হাজার ভ্রমর প্রাণে মরেছে ।

ডাবলিন, ০৫/১১/২০২৩

প্রেমারতি

গোলাপ, জবা, শিউলি, টগর, মল্লিকা, মালতি
তোমারে বিনা হে প্রিয়, কেমনে হবে প্রেমারতি।
আমি হতে চাই, ঝড়ের দিনে তোমার পথের সারথি
ফিরাইয়া দিও না আমারে তুমি করি এই মিনতি।
কৃষ্ণতিথিতে জোছনা তুমি, আধার ভুবনের বাতি
তোমায় বিহনে কাটে না দিন, কাটে না মোর রাত।
তোমার পরশে, হরষে জাগে অভিমানী গোমতি
তোমার বচনে, অচেতনে, অসুরে আনে সুমতি।
তোমার বদনে হেরি অল্লান প্রভা যেন চাঁদের দ্যুতি
আমার মনমন্দিরে সাজাইয়া রেখেছি তব মুরতি।
পূর্ণ প্রেম অমর হয় না এই বুঝি ধরার রীতি
তবু আমি তোমায় চাহি, বাহুবন্ধনে থেকো নিতি।

ডাবলিন, ২১/১০/২০২২

হিমাদ্রি

জলধারা বয়ে চলে হিমাদ্রির পদতলে
জলের ছোঁয়া পেয়ে বৃক্ষরাশি দোলে।
সবুজের গালিচা ছুঁয়ে যায় সুদূর প্রান্তর
অভিमानে কালো কোকিল হয় দেশান্তর।
পাহাড়ের কপোল বেয়ে নামে শুভ্র তুষারধারা
কপোতের দেখা পেয়ে কপোতী আত্মহারা।
সোনালি আলোর স্পর্শে দিগন্ত হলো রাঙা
সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নাবিক পেল ডাঙা।
মৃদু সমীরণে বনে, মনে মাধবীলতা ঝুলে
প্রিয় বাসরে বধূ আপন বেগি খুলে।
শীতল জলে হংসমিথুন জলকেলি খেলে
নৃন্দের ছন্দে ময়ূর নীল পেখম মেলে।
শাখান্বিত শিং নিয়ে হরিণ হেলেদুলে চলে
বিরহী পাপিয়া নিরন্তর পিউ কাঁহা বলে।

ডাবলিন, ১৭/১০/২০২৩

সন্ধ্যামালতি

মৌন পরিব্রাজক অন্ধকার রাতে
হেঁটে চলে গন্তব্যহীন বৃষ্টিসিক্ত পথে
হেমন্তের প্রভা ক্রমশ ম্লান হয়ে আসে
কানে কানে বলে যায় শীতের আগমনের কথা।
নিঃসঙ্গ রাতে শুধু স্মৃতির ভিড় করে
একদা যেথায় ছিল গ্রীষ্মের প্রতাপ
সেথায় আজ শুধু ভরা কুয়াশা
সরব জনপদে নেমেছে সমাধিস্থলের নির্জনতা
আত্মারা আজকাল ছুঁয়ে যায় গা।
আমি তাদের পরশ অনুভব করি আমার চিবুকে
নিঃশব্দ নিশীথে বেদনার সুর ভেসে আসে
চোখের কোণে জমে কান্নার লোনা জল।
শুভ সকাল ও কালরাত্রির মাঝে ফুটে সন্ধ্যামালতি
সে সন্ধ্যামালতির বুকে বাস করে দুমুখো সাপ
যেখানে ওরা দংশন করে ফুলের কোমল হৃদয়
বিষের প্রকোপে ফুলেরা ঝরে পড়ে ধরিত্রীর বুকে।

ডাবলিন, ০৮/১০/২০২৩

অপরাজিতা

মম মনের মৌন মধুমালতি
সোনালি স্বপ্নের সুন্দর সারথি
চাহি চন্দ্রনীল চঞ্চল চামেলি
শুভ্র সৌম্য শিউলি শেফালি ।
অনির্বাক্য আরাধ্য অপরাজিতা
কৃষ্ণকরবী, কম্পিত কল্লোলিতা
বিবস বনফুল, ব্যাকুল বিহঙ্গ
তাড়িত তপস্যায় তপ্ত তরঙ্গ ।
নাচে নীরবে নীলা নীল নীপবনে
পার্থিব প্রেম প্রাপ্তির পরম প্রহসনে
ফুলবনে ফাগুন ফুটায় ফুল
দোলনচাঁপা দোলনায় দোলে দোদুল ।

ডাবলিন, ০২/১০/২০২৩

হরণ

দিগন্তে দুরন্ত পর্বতমালা
উজ্জ্বল সাদা বরফে ঢাকা ।
পদতলে তার বহে ঝরনাধারা
বিহঙ্গী গাহে হয়ে আত্মহারা ।
চারিদিকে ছিল তার সবুজ আভরণ
মানুষের লোভ তারে করেছে হরণ ।
ছিল এক বিস্তীর্ণ আকাশ নীলে নীলে ভরা
মানুষের মূর্ত্তা তারে করেছে ধোঁয়ায় ঘেরা ।
ভয়াল উত্তাপে তার সব বরফ গলে যাচ্ছে
সহসাই তাই জনপদ বন্যার জলে ভাসছে ।

ডাবলিন, ১৯/০৮/২০২৩

শান্ত সরোবর

আমার দুঃখগুলো প্রজাপতি হয়ে
উড়ে বেড়ায় আমার পুষ্প কাননে ।
বিষণ্ন মেঘগুলো বৈরী হয়ে
আমার পূর্ণিমার চাঁদ দেয় ঢেকে ।
শান্ত সরোবরে যখন ভাসাই আমার ভেলা
প্রচণ্ড ঝড় এসে আমার স্বপ্ন নিয়ে করে খেলা ।
ফুলের বুকে আনন্দ উচ্ছ্বাসে যখন বাঁধি ঘর
বিষাক্ত সাপের কামড়ে আমার দেহ হয় নিখর ।
লতাপাতায় ছেয়ে যায় যখন সবুজ বনানী
তখনই আঘাত হানে নিষ্ঠুর দামিনী ।
তোমার অধরে যখন ফোটে প্রেমের লাল গোলাপ
কাঁটা হয়ে কুৎসিত বিরহ প্রতিনিয়ত করে বিলাপ ।

ডাবলিন, ০৫/০৫/২০২২

শুভ নববর্ষ

শুভ নববর্ষ মম মনে জ্বালো আলো
দূর কর আঁধার, আছে যত কালো ।
শেখাও আমায় কেমন করে বাসতে হয় ভালো
মানবতার অমৃত আজি সব জায়গায় ঢাল ।
নানা বর্ণে, নানা ধর্মে আমরা সবাই মানুষ
বিধাতাই আমাদের ভিন্ন করেছেন, আমাদের নেই দোষ ।
প্রতিজ্ঞা করি আজ সব ধর্ম ও মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব
সবাইকে নিয়ে বাঙালি আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হব ।
বর্ণিল লতাপাতা, পশুপাখি কোনো বিশেষ ধর্মের নয়
হাত তোলে প্রভুর কাছে সমৃদ্ধি চাওয়া সাম্প্রদায়িকতা নয় ।
হিন্দু, মুসলমান আমরা সবাই একে অপরের ভাই
পরস্পরের মঙ্গল যেন সর্ব অবস্থাতেই চাই ।

ডাবলিন, ১৩/০৪/২০২৩

যুবতি ঝরনা

মম মনের মানস সরোবরে
এসো প্রিয় নিশীথে চুপিসারে
তব রূপের মাধুরী ল্লান করে
এসো নৃপুৰহীন রাঙা পায়ে ।
ফাগুন নীরবে এসে
নীরবেই গিয়েছে চলে ।
তব পথ চেয়ে চেয়ে
শিমুল পড়েছে ঝরে ।
উতলা যমুনা নিখর হলো
যুবতি ঝরনা থেমে গেল
ময়ূরী আর নাচে না ।
চাঁদের পানে চেয়ে
চকোর মিনতি ভরে
জোছনা আর চাহে না ।
তুমি আসনি বলে
বনে আগুন জ্বলে
মালতি আর হাসে না ।

ডাবলিন, ২২/০৯/২০২৩

গুলশান

তব দর্শন-অমৃতসুধা দাও প্রভু
অন্ধকারে আমায় রেখো না কভু ।
দাও জ্ঞান, হে মোরে কর করুণা
অন্তরে প্রবাহিত কর প্রেম-ঝরনা ।
নিত্য আমি তব বন্দনা করি
মনঃপ্রাণ দিয়ে তোমাকেই স্মরি ।
তোমায় ছাড়া আর কিছুই চাই না
তোমার বলয় ছেড়ে কোথাও যাই না ।
তব পদতলে দিও মোরে স্থান

গুলশান যেন হয় আমার গোরস্থান ।
শেষ বিচারের দিনে যেন পাই তব ক্ষমা
তুমি অদ্বিতীয় প্রভু, সুন্দর, নিরুপমা ।

ডাবলিন, ১৫/০৯/২০২৩

আনন্দ আয়োজন

তটিনীর তীরে ছায়াঘেরা পথে
মহুর লয়ে হেঁটে যাই আমি
বলি কথা কোকিলের সাথে ।
সূর্য তখনো তীক্ষ্ণ হয়নি
কুয়াশা তখনো যায়নি চলে
ঘাসের পাতার শীর্ষে তখনো
মুক্তার মতো শিশির টলমল করে
মৃদু হাওয়ার ছোঁয়ায়
দুই একটা শিশির টুপটাপ ঝরে পড়ে ।
দিগন্তে ঘনবন নিঠান দাঁড়িয়ে
সরু পথটা সেথা চলতে চলতে গিয়েছে হারিয়ে ।
সুউচ্চ পাহাড় ছুঁয়েছে আকাশ
ঘন কুয়াশার চাদর চিরে ।
নদীর কলতানে অন্তর জেগে উঠে
টেউয়ের তালে তালে আমার হৃদয়খানি দোলে ।
এই আনন্দ আয়োজনে আমি বিমোহিত হই
প্রশান্তির ছোঁয়া লাগে আমার কপোলে
দিন অতিবাহিত করে সেথা রাত্রি জেগে রই ।
আকাশে অজস্র তারার মেলা
জোনাকিরা এলোমেলো উড়ে
চারিদিকে নিশ্চুপ আঁধার
ফুলের সুবাসে পুলকিত হই ।

ডাবলিন, ০৯/০৯/২০২৩

সিঙ সৈকত

ভাটার টানে সাগর সরীসৃপের মতো ঐক্যেঁকে নেমে যায় নিচে
তীরে রেখে যায় অনেক অজানা শৈবাল
সূর্যালোকে চকচকিয়ে উঠে হরেক রঙের নুড়ি
আটকে পড়া জলে খেলা করে কতিপয় ছোট মাছ
বেলা গড়িয়ে আসে, সূর্যালোকের তাপে পানি শুকিয়ে যায়,
বালিতে আটকা পড়ে তরপায় তারা
বালির দুর্গ বানাতে ব্যস্ত কিশোরীর চোখ পড়ে সেথা
সবকিছু ফেলে ছুটে যায় সে একটু পানি আনতে
হাতের আঁজলায় এক মুঠো পানি দিয়ে ওদের আবার সজীব করে তুলে,
বেঁচে আছে ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে।
আলতো হাতে এক এক করে সবাইকে সাগরে ছেড়ে আসে।
পরিতৃপ্তির আভা ছড়িয়ে পরে তার চোখে মুখে।
এদিকে এই ছোট্টাছুটির মাঝে নিজের অজান্তে
পা কেটে যায় তার আটকে পড়া শামুকের খোলসে।
সেদিকে ঞ্ক্ষপ নেই তার, চারিদিকে আনন্দ সম্ভার
সিঙ সৈকতে সে আপনার নাম খোদাই করে
তখনই সাগরের বুকে জোয়ার আসে ফিরে
বড়ো একটা ঢেউ এসে মুছে দেয় তার নাম
সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, সাগরের বুকে সূর্য ডুবে
নীলাকাশ ছেয়ে যায় সোনালি আলোয়
ক্লান্ত পাখি এবার নীড়ে ফিরে,
নীড়ে ফিরে কিশোরী ও তার পরিবার।

ডাবলিন, ২৯/০৮/২০২৩

রাজহংসী

প্রভাতে কোমল সূর্যালোকের ছোঁয়ায়
অভিমানী চোখ যখন দুয়ার খুলল
কাননে ময়ূর তখন পেখম মেলল।
ঝরা পাতা আবার আসিবে বলে নীরবে বিদায় নিলো
শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনিতে প্রকৃতি মুখরিত হলো
সরোবরে এক ঝাঁক রাজহংসী চলল আনন্দ ভ্রমণে।
তখনই গর্জে উঠল শিকারীর বন্দুক
বারুদের গন্ধে বাতাস হল ভারী
ঘোড়ার খুঁড়ের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো চারণ ভূমি
জানালায় বসে বিষাদে কেঁদে চলল ছোট কিশোরী
অলস বিকেলে রাজহংসীরা ছিল তার খেলার সঙ্গী।
দূরে এক বিশাল প্রাসাদে বসবে আনন্দ আয়োজন
রান্নাঘর ছাপিয়ে দিগন্ত ছুঁবে হাঁসের মাংসের গন্ধ
হবে সংগীত, নৃত্য ও পানীয় বিলাস।
জীর্ণ কুঁড়েঘরে পড়বে শোকের ছায়া
এভাবেই কোমল হৃদয়কে কুঁড়ে খায় অসভ্য নির্মমতা।

ডাবলিন, ২৫/০৮/২০২৩

রূপসি পল্লবী

সূর্যালোকে বসে ধ্যানে মগ্ন রূপসি পল্লবী
মাটির সিজতা হতে সে সজীবতা আহরণ করে
হিমেল বাতাস হতে নেয় অনুপ্রেরণা।
তুষ্ট হয়ে প্রভু তাকে পুষ্পায়িত করে
দীন হীনেরা চেয়ে থাকে মুগ্ধ নয়নে
এতটুকু প্রসাদ পাবার আশায় ক্ষুদ্র মানব
ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পড়ে থাকে তার পদতলে।
কখনো ফেরায় না তারে মহামতি পল্লবী
আসে ঝড়, আসে খরা, রোগ মহামারী
অবিচল চিত্ত সে, সর্বসহা।

একটু একটু করে শাখা প্রশাখা বিস্তারে
বাতাসের বীণায় তোলে সুরের মূর্ছনা
প্রখর রোদে সে ছায়া বিতরণ করে
অসুস্থতায় করে আরোগ্য কামনা ।

ডাবলিন, ১৩/০৮/২০২৩

শাস্ত্রত আমি

পার্থিব আমি খুঁজি শাস্ত্রত আমাকে
কী তার স্বরূপ, কোথায় সে থাকে?
মহাবিশ্বে দুচোখে যা দেখি সবই মায়া
আসল ভুবন রয়ে যায় আমৃত্যু অদেখা ।
নশ্বর আমি আমার বিজ্ঞান দিয়ে
অলীক মহাবিশ্ব যাচ্ছি মেপে ।
শাস্ত্রত মহাবিশ্ব কিন্তু হয়!
চির অচেনা, অধরা রয়ে যায় ।
শাস্ত্রত ভুবনে স্বর্গ ও নরক থাকে
থাকে রহস্যপূর্ণ প্রভু
জাগতিক চোখে এরা ধরা দেয় না কভু ।
দৃশ্যমান জাগতে দ্রব সত্য বলে কিছু নাই
আপেক্ষিকতার সাগরে আমরা সাঁতরে বেড়াই ।
সময়ের সুতো ধরে হ্যাঁচকা টান দিলে
মুহূর্তে এই মহাবিশ্ব বিলীন হয়ে যাবে ।
একদিন এমন সময় আসবে
বস্তুগত ব্রহ্মাণ্ড ধূলিস্যাৎ হবে ।
শুধু শাস্ত্রত সত্তাগুলো রয়ে যাবে ।

ডাবলিন, ০৯/০৮/২০২৩

অস্থিরতা

এনাকোল্ডার মতো আগাছা বাড়ছে
কর্দমাক্ত মাটির বুক ভেদ করে ।
বৃষ্টির নির্যাস পান করে
ওরা আরও জংলি হয়ে উঠছে ।
দুর্বল ম্রিয়মাণ সূর্য পালিয়ে আছে
দূর থেকে দেখছে মেঘের তাণ্ডব ।
হিমেল সিন্ড হাওয়ায় অস্থিমজ্জায়
বেড়ে উঠছে অজস্র ব্যাণ্ডের ছাতা
মনের ভেতর সুপ্ত আগুনের মতো বাড়ছে অস্থিরতা ।
পাতায় পাতায় হেঁটে বেড়াচ্ছে নগ্ন স্ল্যাগের দল
চারিদিকে কেমন একটা অবসাদ, নিস্তব্ধতা ।
একটু প্রাণ খুলে খেলার আশায়
আকাশের পানে চেয়ে থাকে ক্ষুদ্র কিশোরী ।
চিরচেনা সে পথটায় জমেছে পুরা শ্যাওলা
এভাবেই সোনালি দিনগুলো চলে যায়
ধেয়ে আসে নিমজ্জিত অন্ধকার ।

ডাবলিন, ০২/০৮/২০২৩

লাল আগুনের ঢেউ

একটা অনবদ্য কাব্য লিখতে চেয়েছিলাম
কোথা থেকে পোকামাকড় এসে, আবাস গড়ল মস্তিষ্কে ।
সময়ের রক্ত চুষে পোকারা দানব হতে শুরু করে
গ্রাস করে আমার চিন্তাশক্তি, আমার সুকুমার বৃত্তি ।
দিনে দিনে ত্রিয়মাণ হয়ে আসে আমার দৃষ্টি
নখরগুলো তীক্ষ্ণ হতে থাকে ।
ঠোঁটের কোণের মিষ্টি হাসি অবহেলায় ঝরে পড়ে
শান্ত চোখে উঠে লাল আগুনের ঢেউ ।
তারই মাঝে মনে পড়ে মায়ের মুখচ্ছবি
গ্রামের আঁকাবাঁকা ছায়াঘেরা পথ ।
শরতের শান্তবিলে সহস্র শাপলার হাসি
বকুলের বনে ভ্রমরের গুঞ্জন ।
মনে পড়ে বর্ষার দিনে টিনের চালে সুরের মূর্ছনা
অসুস্থতার সময় জায়নামাজে বসে দাদির প্রার্থনা ।
স্মৃতির উর্বরতায় আবার মন মনুষ্যত্বের বীজ বুনে
দানব হতে মানব হবার আবার সাধ জাগে ।

ডাবলিন, ০৯/০৭/২০২৩

রাজশ্রী

সুরভিত পুষ্প বনে
বকুল শিউলি সনে
তব মুখ হেরি ।
হৃদয় সিংহাসনে
রাজশ্রী এসোহে
সহে না আর দেরি ।
চরণে পরাব মালতি মল্লিকা
গলায় সাজাব বেলি যুথিকা ।
নিশিথিনি সম ঘন কেশে
গোলাপ উঠিবে সহসা হেসে ।

চাঁদ ছড়াবে জ্যোৎস্নাধারা
ময়ূরী নাচিবে আত্মহারা ।
তব রূপে হব পাগলপারা
পথ ভুলেছি আমি দিশেহারা ।

ডাবলিন, ১৯/০৭/২০২৩

বিশাল বিস্ফোরণ

মহাবিশ্ব নিরন্তর বাড়ছে
আলোর গতি থেকেও দ্রুত বেগে ।
তাই মহাবিশ্বের প্রান্তে ভবিষ্যৎ বর্তমান ।
কেমন হবে যদি সেখানে বসে
ভবিষ্যতে গিয়ে এককাপ চা খেয়ে আসি ।
এত কোটি কোটি গ্রহের মাঝে
কেন শুধু পৃথিবীতেই বুদ্ধিদীপ্ত জীবন থাকতে হবে?
কেন এত বড়ো মহাবিশ্বে আমরা এত একা?
সম্ভাব্যতার হিসেবে নিশ্চিত করে বলা যায়
মহাবিশ্বে আরও বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণী আছে ।
কবে পাব আমরা তাদের দেখা?
সৃষ্টির শুরুতে যে বিশাল বিস্ফোরণ
তা হচ্ছে নূরের বিস্ফোরণ ।
নূর ঘনীভূত হয়ে অণু-পরমাণুর জন্ম দিয়েছে
অণু-পরমাণু থেকে জীবন । জীবন তাই অণু-পরমাণুতে মিলায় ।
কিন্তু আমার আমি একটি শক্তি, যা অণু-পরমাণু থেকে আলাদা ।
কবে আমার আমিকে আমি চিনতে পারবো?
আর সবকিছুর ন্যায় পরিমাপ করতে পারবো?
এত কিছু যিনি সৃষ্টি করলেন
তাকে কীভাবে জানতে পারবো?
লোকে বলে বিন্দু হতে সিন্ধুর সৃষ্টি ।
আসলে বিন্দু হতে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ।
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যত ঘটন ও অঘটন

সব একে ওপরের সাথে বিনিসুতোয় বাঁধা ।
যেন এক বিশাল চেইন রিয়েকশন,
একটা ঘটনা হয়েছে বলেই পরবর্তী ঘটনা ঘটবে ।
বিশাল বিস্ফোরণের আগে মহাবিশ্ব
একটা বিন্দু ছিল, তার আগে শুধুই শূন্যতা ।
সেই শূন্যতায় শুধু প্রভু ছিলেন ।
আমরা কী একদিন সেই শূন্যতায় বিলীন হব?
কত সব প্রশ্ন জাগে মনে,
অন্ধরা বলে প্রশ্ন করতে নেই ।
আমি বলি প্রশ্ন করি বলেই আমরা মানুষ ।
সৃষ্টির সেরা জীব ।

ডাবলিন, ১২/০৭/২০২৩

পাগলপারা

একদা স্বপনে, হারিয়ে গেলাম গহিন বনে
লড়াই করলাম নানা হিংস্র স্বাপদের সনে ।
অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে
ফিরে এলাম মানুষের মাঝে ।
বিপদ মাত্র শুরু হলো তবে
ভুলে গেলাম কোথায় ফিরতে হবে ।
মনে পড়ছে আমার কন্যাদের কথা
মনে পড়ছে প্রিয়তমা পত্নীর কথা ।
কিন্তু মনে করতে পারছি না কোথায় থাকে তারা
আর কখনই তাদের দেখব না ভেবে হলাম পাগলপারা ।

ডাবলিন, ২২/০৭/২০২৩

শপথের শিকল

কাছে এসো না, ভালোবেসো না
ভালোবাসার মালা, আমার সহে না

চলে যাও দূরে, সীমানা পেরিয়ে
স্মৃতির পিছুটান আলতো এড়িয়ে ।
আমি খুঁজে নেবো আমার ঠিকানা ।

তোমার পথে, পুষ্প বিছানো
রক্তে রক্তে, আলো আর আলো ।
পিছু ফিরে চাওয়া তোমায় মানায় না ।

নতুনের রঙে, তুমি রাঙো
শপথের শিকল আজ ভাঙো
পুরোনো সুরে তুমি আর গান গেয়ো না ।

ডাবলিন, ০৬/০৭/২০২৩

অঙ্গুরী

তোমার শব্দাবলী আমার কাছে প্রদীপের মতো
ঘোর তমসায় আমায় পথ দেখায়।
যখন শক্ত পাথর আমার বুক বিদীর্ণ করতে চায়,
তখন তোমার কথামালা আমাকে মেঘমালার মতো
বিস্তীর্ণ আকাশে ভাসিয়ে নেয়।
তোমার ভালোবাসা আমার কাছে চিরযৌবনো অঙ্গুরীর মতো,
কখনো মলিন হবার নয়।
কখনো শুকনো পাতার মতো ঝরে যাবার নয়।
নশ্বর আমি নিশ্চিতই একদিন চলে যাব
আমার ভালোবাসা চির অম্লান হয়ে এ ধরায় রয়ে যাবে।
আগত কবির কানে কানে ভালোবাসার গান হয়ে বাজবে।
তাকে ভালোবাসার কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করবে।
আমরা নাহয় চলেই গেলাম।
কিন্তু আমরা এক অবিনশ্বর সত্তার জন্ম দিয়ে গেলাম।

ডাবলিন, ২৭/০৬/২০২৩

স্বপন বিলাসিনী

অভিনব আঙ্গিকে, নতুন করে
নব অবয়বে, নতুন প্রজাপতি রূপে
তোমায় দেখেছি, হে নন্দিনী
স্বপন বিলাসিনী, মম অভিসারিণী।
আজি মাহেন্দ্রক্ষণে, ফুল ফুটেছে বনে
প্রেম জেগেছে মনে, সংগীত সমীরণে
বিবস দুজনে, ব্যাকুল অকারণে
উড়েছি বিহঙ্গ সনে, নীরবে নির্জনে।
ঘোর বাদল দিনে, বকুল মালা গলে
সখী মিলন ছলে, কেশ ভিজে জলে
শঙ্কা পলে পলে, বাসর পদ্মদলে
হৃদয়ের চৌকাঠ গলে, অন্তহীন সুখ দিলে।

ডাবলিন, ২৫/০৬/২০২৩

পড়ন্ত বিকেল

পাহাড়সম বৃক্ষরা সম্মুখে দাঁড়িয়ে
নীরবে নদী ছুটে চলে সীমানা ছাড়িয়ে।
আনমনা প্রজাপতি ফুলে ফুলে উড়ে
টুপটাপ পাতারা একে একে ঝরে।
ছোট্ট একটা পাখি সম্মুখে বসে
আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে।
টলটলে পানিতে মাছেরা করে খেলা
চারিদিকে বসেছে যেন জীবনের মেলা।
চকিতে কোথা হতে এক পানকৌড়ি এলো
মাছেদের আনন্দন্ত্য তখন শেষ হলো।
এক শাখা হতে আরেক শাখায় কাঠবিড়ালি গেল
তার ভারে ছোট্ট শাখাটি নুয়ে নদীর পানি ছুলো।
পাতার ফাঁক গলে সূর্যের আলো এলো
অনাবিল পরশে আমার কপোল ছুঁয়ে গেল।
নদীর ধার ঘেঁষে একটা রাস্তা গেছে চলে
পড়ন্ত বিকেলে সূর্যটা দিগন্তে গেছে চলে।
আর একটু পরেই বুঝি ঘন আঁধার নামবে
এরই সাথে অবশেষে আমার পর্যবেক্ষণ থামবে।

ডাবলিন, ২০/০৬/২০২৩

বিধির লিখন

অনেকে বলে ইহুদিরা শয়তানের ভাই
তাদের এই পৃথিবীতে কোনো ঠাই নাই।
একবার ভেবে দেখেছে কী তারা?
ইহুদিরাও মানুষ, সয়েছে অনেক গঞ্জনা।
এমন অপমান সয়েছে যে তারা
আর কোনো জাতি কল্পনাও করতে পারে না।
দিনের পর দিন, বছরের বছর, হাজার বছর ধরে
লাঞ্ছিত হয়েছে, বঞ্চিত হয়েছে, বেঁচেছে মরে মরে।
গ্রিক, রোমান, খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের পায়ে
পিষ্ট হয়েছে, নিপীড়িত হয়েছে, পালিয়েছে ভয়ে।
যারা বলে সারা পৃথিবী ইহুদিরা নিয়ন্ত্রণ করছে
ভেবে দেখেছে কী? কোথা হাতে তারা কোথায় এসেছে?
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ব্যক্তি স্বাধীনতার পতাকা উড়ল
তখনই তারা তাদের বুদ্ধিমত্তার সোনার হরিণে চড়লো।
তারপরে আসল পুঁজিবাদ, তাদের আর ঠেকায় কে?
বিশ্বকে করল বশীকরণ পুঁজির জাদুতে।
কিন্তু হায়, বিধির লিখন খণ্ডানো দায়
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আবার কালো মেঘ ছায়।
মিত্রশক্তির সাথে অবশেষে তাদেরও জয় হলো
তারই ফলশ্রুতিতে তারা ফিলিস্তিন দখল করল।
আদিতে ফিলিস্তিনি ইহুদি একসঙ্গে বসবাস করেছে
এক আল্লাহতে উভয়েরই অটুট বিশ্বাস আছে।
এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমরা ভাই ভাই
আমাদের মধ্যে আসলে কোন দ্বন্দ্ব থাকতে নাই।
প্রার্থনা করি উভয়েই যাতে বিবাদ ভুলে যায়
অচিরেই যেন একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান পায়।
মানবতার স্বার্থে ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলকে একটি ভূখণ্ড দিক
কৃতজ্ঞতা চিন্তে ইসরাইলিরা ফিলিস্তিনীদের বরণ করে নিক।

ডাবলিন, ১৩/০৬/২০২৩

প্রতিচ্ছবি

দিঘির জলে সূর্য খেলে
হংস নাচে পেখম মেলে।
সোনালি পাতা টুপটাপ ঝরে
বাতাসের মৃদু হিন্দোলে।
তীরে বসে আমি ভাবি আনমনে
কতইনা রহস্য বিরাজে এ ভুবনে।
কেন বলাকারা উড়ে চলে দূরে?
কেন কোকিল গায় মোহন সুরে?
কেন রাত্রি আসে দিনের পরে?
কেন চকোর কাঁদে চাঁদের তরে?
কেন আমি হল্যাম ‘আমি’?
আর তুমি হলে ‘তুমি’?
কেন তোমার প্রতিচ্ছবি
স্বপনে এসে যায় চুমি?
কেন শীতের পরে বসন্ত আসে?
কেন মেঘের ওপারে চন্দ্র হাসে?
কেন এই অন্তহীন ছুটে চলা?
কেন জগৎ জুড়ে মায়ার মেলা?
একদিন সব নিস্তরঙ্গ হবে।
শুধু কিছু কথা রয়ে যাবে।

ডাবলিন, ০৮/০৬/২০২৩

বিদ্রোহী

যদি তোমায় না পাই
তবে জেনে রেখো আমি বিদ্রোহী হব।
সমাজ সংসার ভেঙে চুরমার করব।
কণ্টক বিছানো পথে, হাসিমুখে হেঁটে যাব
প্রচণ্ড ঝড়েও প্রেম প্রদীপ আগলে রাখব।

যদি তোমায় না পাই
তবে জেনে রেখো আমি বিদ্রোহী হব।
সর্বনাশা আগুনে জনপদ জ্বালিয়ে দিব।
যে স্বর্গে হলো না আমার প্রেমের ঠাই
চাই না তাকে, যেন আমি নরকেই যাই।

যদি তোমায় না পাই
তবে জেনে রেখো আমি বিদ্রোহী হব।
পৃথিবীর সব রং ধূসর করে দিব।
যে বাঁশিতে বাজলো না আমার মনের সুর।
হতে পারে সে মোহন বাঁশি, তাকে করব দূর।

প্রতিজ্ঞা করছি আমি তোমার পায়ের ধূলা ছুঁয়ে
আমার চেয়ে নৃশংস হবে না কেউ এই বিশ্ব বিভুঁইয়ে।

ডাবলিন, ০৪/০৬/২০২৩

নব জাগরণ

বই যদি না থাকতো, তবে আমাদের কী হতো?
আমরা আজও আফ্রিকার জঙ্গলে প্রায় দিগম্বর হয়ে ঘুরে বেড়াইতাম।
এক প্রজন্মের অর্জিত জ্ঞান, আরেক প্রজন্ম এসে হারিয়ে যেত।
আমরা বনের মানুষই থেকে যেতাম।
একেকটা সভ্যতা তার পূর্ববর্তী সভ্যতার লিপিবদ্ধ জ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে
পরবর্তী স্তরে পৌঁছেছে।
এভাবেই তিলে তিলে গড়ে উঠেছে মানব সভ্যতার বিস্তীর্ণ প্রাসাদ।
বই যে ভালোবাসে তার জীবনে কখনো আসে না অবসাদ।
এক একটা বই, এক একটা জীবন, এক একটা নতুন ভুবন।
বই হচ্ছে অন্ধকারে আলোর বিচ্ছুরণ।
বই নিয়ে আসে সমাজে নব জাগরণ।
বইয়ের জন্যই হাতের নাগালে পাই রবি, নজরুল ও মধুসূদন।
সময়ের রথ তাই বইয়ের চাকায় ভর করে গিয়েছে এক নগর থেকে আরেক
নগর।
যে জনগোষ্ঠী বই ছেড়েছে, অচিরেই তারা সব হারিয়েছে।
তাই বইমেলা আসলে বইয়ের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।
বইমেলা আমাদের মিলনমেলা। আমাদের প্রাণের উচ্ছ্বাস।

ডাবলিন, ২৮/০৫/২০২৩

আক্ৰোশ

মানুষের অসহিষ্ণুতা দেখে আতঙ্কিত হয়ে যাই
মনে হয় দূরে কোথায় পালিয়ে যাই।
এ কোন পথে চলছে জাতি?
জাতির কথা কী বলব, সারা বিশ্বই চলছে সংঘাতের পথে,
ভয়ানক আগুন নিয়ে খেলছে।
সব মতবাদই বলছে আমিই সেরা
আমি ছাড়া আর কেউ পৃথিবীতে থাকতে পারবে না।
সবাই বলছে আমি তোমাকে ভালোবাসি তবে
তোমাকে আমার মতেই চলতে হবে।
এ কেমন ভালোবাসা ভাই
যেখানে মায়ার কোন স্থান নাই।
কত লোকের প্রাণ নিলে তোমার মতবাদ সফল হবে?
কত লোককে তোমার পায়ে নিচে পিষ্ট করলে তোমার আক্ৰোশ কমবে?
এটা করতে গিয়ে যদি তুমি নিজেই পিষ্ট হয়ে যাও?
তবে তোমার অহংকারের কী হবে? ভেবে দেখেছ কী?
স্রষ্টা সব বর্ণিল করলেন, আর তুমি সব একরঙা করতে চাও?
তুমি তো স্রষ্টার বিপক্ষে লড়াই করছ ভাই।
নিশ্চিত জেনো তোমাতে কোনো মঙ্গল নাই।

ডাবলিন, ২২/০৫/২০২৩

ভাসমান ভেলা

জীবনের গতি নির্ধারিত হয়
যখন বুদ্ধিমত্তা কাচা থাকে।
আর বুদ্ধি যখন পাকে
তখন কী আর কিছু করার থাকে?
আসলে জীবনের সমুদ্রে আমরা
এক একটা ভাসমান ভেলা
কে যে-কোনো স্রোতে পড়ে কোথায় যাবে
কেউ জানে না।
আমরা বড়াই করি,
আমি এই করেছি, আমি সেই করেছি।
আসলে আমরা সবাই,
সময় যা বলেছে তাই করেছি।

ডাবলিন, ১৭/০৫/২০২৩

শিউলি বন

শিউলি বনে এসো, শরৎ প্রভাতে
এসো সাঁঝের বেলায়, পূর্ণিমা রাতে।
নয়নে নয়ন রেখে, কহিব কথা তোমার সাথে
হারাব আপন দিশা, অধর কোনাতে।
প্রতীক্ষার এ প্রহর কবে হবে শেষ
মনের আকাশে মেঘ জমেছে বেশ।
অশ্রু হয়ে সে, তোমাকে ভাসাবে
একা শুধু নয়, তোমাকেও কাঁদাবে।
এসো প্রিয় বধু, দিও না আর জ্বালা
চরণে নূপুর দিবো, গলে পড়াব মালা।
অভিমান ভুল প্রিয়, মনের দরজা খুলো
আমার প্রেমের সুরে, আপন মনে দোল।

ডাবলিন, ০৩/০১/২০২৩

পূর্ণিমা মনোহর

কবির কল্পনার ভেলা
ভেসে চলে যথা-তথা
কখনো উত্তাল সাগরে
কখনো শান্ত সরোবরে ।
কখনো মন্তুর যেন মহাকাল থেমে গেছে শ্বথের লেজুড়ে
কখনো ছুটে চলে তীব্র বেগে আলোর গतिकে হার মানিয়ে ।
মেঘের পারাবারে ভেসে ভেসে সে
গোধূলির স্নান আলায় দিগন্তে মিশে ।
তুমুল কলহেও কবি প্রিয়ার হাত ধরে চলে
আবার গভীর প্রেমের মাঝেও কবি বিরহের মালা গাঁথে ।
কবির পুষ্প বনে নিমেষে উঠে ঝড়
আবার ঝড়ের রাতে কবি হেরে পূর্ণিমা মনোহর ।
কবির কল্পনার প্রদীপ নিভুনিভু জ্বলে
আবার সহসাই নেবুলার মতো অগ্নিময় পাখা মেলে ।
সীমাহীন উর্বরতায় ভরা গভীর মনোভূমি
ক্ষুদ্র কল্পনার চারা চকিতে খোদার আরশ আসে চুমি ।
কখনো লড়াই করে বীরযোদ্ধা বেশে
কখনো কান্নায় ভেঙে পড়ে ফুলের পরশে ।

ডাবলিন, ০৯/০৫/২০২৩

মূর্ছনা

বৃষ্টির রিমঝিম শব্দে
দিঘির জলে মূর্ছনা জাগে ।
কাশবনে উঠে প্রেমের ঝড় ।
চাতক-চাতকীর মাখামাখিতে
শিহরিত হয় বিস্তীর্ণ প্রান্তর ।
উচ্ছ্বাসে অবিরাম ঝরে মায়াবী নির্ঝর ।
আকাশে ঘন মেঘের ঘনঘটা
চকিতে বিজলি চমকায় ।
বাতায়নে মুখ রাখি বিরহী বধু
প্রহর গুনে প্রিয়তমের প্রত্যাশায় ।
চঞ্চল সমিরণের ছোঁয়ায়
সদ্যেফোটা ফুল ঝরে যায় ।
সরু জলস্রোতে তারা
সবেগে সরোবর পানে ধায় ।
এমন বাদল দিনে
মন বেঁধে রাখা দায় ।
মোহন বাঁশির সুরে
জোয়ার আসে নীল যমুনায় ।
ক্রমশ অন্ধকার নেমে আসে
সন্ধ্যা বুঝি এলো
শূন্যতার কালো গহ্বর
গভীরতর হলো ।
উৎকণ্ঠায় একাকীত্বে মনে আতনাদ জাগে
এমন ব্যথাতুর সময়
জীবনে আসেনি আগে ।

ডাবলিন, ২৭/০৪/২০২৩

বাবা

স্বপ্নের ভুবনে, কোনো এক বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরে
বাবা এসে বললেন, ‘ভালো থেকে বাবা।
আমাকে চিরতরে চলে যেতে হবে
আমাকে বিদায় দাও।’
আমি বললাম, ‘কেন, কী আপনার বয়স?
এখন কেন? আরো অনেক দিন আপনাকে বাঁচতে হবে।
বাবা বললেন, ‘আমি চাইলেই কী পারি?
আমার সময় শেষ, এবার যাবার পালা।’
আমি রাগে, কষ্টে, উৎকণ্ঠায় উচ্চস্বরে কাদতে লাগলাম, বললাম, ‘আমি
বিদায় দিতে পারব না।
আপনি যেতে চাইলে যান।’
বাবা সেইখানটায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলেন।
আমি তাকে ছেড়ে চলে আসছিলাম হঠাৎ,
স্বর্গীয় আলোয় উদ্ভাসিত এক যুবক
আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল,
কেন তুমি তোমার বাবাকে বেহেশতে যেতে দিচ্ছ না?
এই দুনিয়া থেকে বেহেশত কী উত্তম নয়?
আমি চমকে উঠে বললাম, ‘অবশ্যই এই দুনিয়া থেকে বেহেশত উত্তম।’
তারপর যুবক বলল, ‘তবে তুমি তোমার বাবাকে বিদায় দাও।’
আমি দৌড়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরলাম।
কষ্ট হলেও বললাম, ‘বিদায় বাবা, আল্লাহ হাফেজ।’
বাবা হাসিমুখে দিগন্তে মিলিয়ে গেলেন।
আমি ব্যথিত হৃদয়ে ঘুম থেকে জাগলাম।

ডাবলিন, ২৫/০৪/২০২৩

ঈদ

ঈদের আনন্দে পরিপাটি সাজে
ঘুরে বেড়াই বন্ধু হতে ভাইয়ের ঘরে।
সেমাই, মিষ্টি, ফুচকা, কাবাব, বিরিয়ানি
আরো কত বাহারি খাবার।
খেতে খেতে প্রাণ বুঝি গেল এবার।
কোথায় লুকিয়ে ছিল এত কথার সম্ভার
ভেদাভেদ ভুলে খুলে গেল হৃদয়ের দ্বার।
প্রত্যুষে উঠে গেলাম নামাজ পড়তে
আল্লাহর ক্ষমার কাফেলায় শরীক হতে।
জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই দিলো ঈদের শুভেচ্ছা।
ঈদ তাই নিয়ে এলো সার্বজনীনতার সুমহান বারতা।

ডাবলিন, ১৫/০৪/২০২৩

পূর্ণ শশী

প্রিয়তমেষু পত্নীর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে:

হে চামেলি, চম্পা, মধুমঞ্জরি
স্বপনে এসো না, মায়াবী হেসো না
আমার আছে পূর্ণ শশী, সরসী অঙ্গরী।
উতলা করোনা আমায় নীল যমুনা
নৃত্যের তালে তালে দুকূল ভেঙো না
আমার আছে মন্দাকিনী, তোমায় চাহি না।
হে বনের হরিণী, মোহিনী, চঞ্চলা
চোখের মায়ায় ঘুম কেড়ো না
আমার আছে সুনয়না, লাস্যময়ী, পূর্ণযৌবনা।

ডাবলিন, ১১/০৪/২০২৩

শৃঙ্খল

এ কেমন শৃঙ্খল আমার কন্যার পায়ে?
কেন সে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে?
কোন অপরাধের দায়ে?
শিক্ষা কোন অশ্লীলতা নয়, শিক্ষা অধিকার
ছেলের মতো মেয়ের মনেও থাকে স্বপ্ন দুর্নিবার।
কেমন পিতা সে যে কন্যার স্বপ্ন নস্যাত্ন করে?
মুখ ফিরিয়ে নেয় যখন কন্যার চোখ জলে ভরে?
আমার ছোট্ট কন্যাটি অতিশয় বুদ্ধিমতী
একটু সুযোগ পেলে সে হবে বিদ্যাপতি।
মূর্খরা বলে মেয়েদের বুদ্ধি কম
অথচ সে বিতর্কে ছেলেদের হারায় হরদম।
মেয়েরা শিক্ষিত হলেই না জাতি শিক্ষিত হবে
শিক্ষা বিনে চিরদিনই ভিখারি থাকতে হবে।

ডাবলিন, ০২/০৪/২০২৩

মাহে রমজান

স্বাগতম হে মহিমাময় মাহে রমজান
তোমার আলোয় উদ্ভাসিত হোক সব মুসলমান।
পুণ্যের ডালা নিয়ে এসেছ ধূলির ধরায়
এই পুণ্যই হবে আমার কিয়ামতের সহায়।
রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস মাহে রমজান
ক্ষমা ও ত্যাগের শিক্ষায় এই মাসে হব বলীয়ান।
প্রার্থনা করি প্রভুর কাছে বিনম্রতার সাথে
তোমার করুণা যেন পাই শবে কদরের রাতে।
ক্ষুধার তাড়নায় যখন মন ছটফট করে
মানবতার মায়ায় যেন মোর প্রাণ ভরে।
মাহে রমজান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট পুরস্কার
এই মাসে খুলে যেতে পারে মুমিনের অন্তরের দ্বার।
সংযম ও আধ্যাতিকতা মুমিনের হাতিয়ার
রমজান মাসে এই গুণগুলো শানিত হবে আবার।

ডাবলিন, ২৩/১১/২০২৩

প্রত্যয়ন

লিখ ভাই লিখো
কেন পিছে থাকো।
কিছু একটা বলো
মনের দরজা খোল।
মনের অভ্যন্তরে যে আবেগ আছে চাপা পড়ে
তার কানটি ধরে টেনে নিয়ে আসো বাহিরে।
পাখি শুধু গান গায়
থোড়াই কারো প্রত্যয়ন চায়।
আবেগের সাথে সুন্দর শব্দের সমন্বয় হলে
ছন্দের জাদুতে তারা হেলে দুলে চলে।
নদী যেমন ছুটে চলে সাগরের টানে
কবিতার তরি ছোট্টে হৃদয়ের পানে।
একদিনে কেউ হয়না বিশাল বড়ো কবি
নিয়মিত সাধনার ফসল নজরুল আর রবি।
একবার যদি খুলে যায় মনের ঘরের তালা
বানের জলের মতো প্রবাহিত হবে কবিতার মালা।
ভুলে যাও আজ সব দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব
লিখে ফেলো একটা কবিতা না হয় হলোই তা মন্দ।
ভালোমন্দ বিচারের অধিকার কার আছে
অকবিরাই নিন্দা করে কবির আগে পাছে।

ডাবলিন, ২০/১১/২০২৩

খাবার

আম, জাম, তরমুজ, কলা
ইলিশ, রুই কাতল, মলা।
সবার সেরা আমার দেশের খাবার
ইচ্ছে করে এক নিমিষেই করি এদের সাবার।
আরো আছে হালিম, ফুচকা ও মোগলাই
যতই খাই মন বলে আরও বেশি চাই।
কী বলব আর তেহারি আর বিরিয়ানির কথা
মনে হলেই মনের কোণে জাগে ভীষণ ব্যথা।
টক ঝাল মিষ্টি আচারের কথা মনে হলে
তৎক্ষণাৎ লোভাতুর জিভ ভাসে জলে।
যদি দাও রসগোল্লা আর বাকরখানি
নিশ্চিন্তে তোমায় দিব আমার হৃদয়খানি।

ডাবলিন, ২০/০৩/২০২৩

অভিমান

বকুলতলে বসালে একি রসের মেলা
হৃদয় নিয়ে আর করবে কত খেলা
একটু একটু করে যায় যে আমার বেলা
ভালোবাসার বদলে মন পেল শুধু হেলা।
তুমি গুনগুনিয়ে কর কী মধুর গান
তোমার সুরে দোলে চলে আমার ক্ষুদ্র প্রাণ
অনুগ্রহ করে একটু ভালোবাসা কর দান
অনেক হয়েছে এবার ভুল তব অভিমান।
তুমি আপন মনে কার লাগিয়া গাঁথ এত মালা
তোমার নয়ন পানে যত তাকাই তত বাড়ে জ্বালা
জুটিবে না জানি এই কপালে তব প্রেম পেয়ালা
সাজায়ে রেখেছি তবু যতনে আমার প্রেম-ডালা।

ডাবলিন, ২৩/১২/২০২২

অক্ষমতা

ভালো লাগে না এই অস্থিরতা
চারিদিকে কেমন একটা স্থবিরতা
দিন চলে যায়, হিসেব মিলানো দায়
এলোমেলো পথচলা, সবই যেন মিছে খেলা
হৃদয়ে প্রশ্ন জাগে, কী আছে জীবনের আগে?
একি শুধুই আসা-যাওয়া?
কীভাবে সময়ের যাত্রা শুরু হলো?
কীভাবে জীবন ধরায় এলো?
কী হবে আজি হতে সহস্র বর্ষ পরে?
যদি ভালোবাসা না থাকে সংসারে?
এত হিংসা, বিদ্বেষ কেন?
জীবন অন্তহীন যেন।
বিশাল এ মহাকাশ, রহস্য দিয়ে ঘেরা
মানব জীবন শুধু অক্ষমতায় ভরা।
আমি জানি আমি কী জানিনা
না জানার ব্যর্থতা আর মেনে নিতে পারি না।
দৈনন্দিন কর্মেই জীবন চলে যায়
জীবনের রহস্য তাই অজানাই রয়ে যায়।

ডাবলিন, ১৭/০৩/২০২৩

বন্দনা

বন্দনা করি সেই অন্ধকারের
যে আমার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে।
বন্দনা করি সেই অন্ধকারের
যে আমার অহংকার কেড়ে নিয়েছে।
আমার জ্ঞান, আমার অর্থ, আমার শক্তি
কিছুই কাজে আসেনি।
অন্ধকার তোমায় প্রণামি।
এত স্মৃতি, এত ভালোবাসা।
আজ ছোট্ট কুঠুরিতে আঁটা।
আলোকময় পৃথিবীতে করি নিত্য বিচরণ
একদিন অন্ধকারের সাথে হবে নিবিড় আলিঙ্গন।

ডাবলিন, ১৫/০৩/২০২৩

মৃত্যুর হিমবাহ

প্রভাতে জেগে দেখি
সূর্যালোক আমার চোখ ছুঁয়ে
গাল পেরিয়ে চিবুকের সাথে খেলা করছে।
ক্লান্ত হয়ে নেমে গেল নিচে বুকের গহিনে।
হৃদয়ের দেখা পায়নি বলে নেমে গেল আরও নিচে,
জঠরের অমরায় করলো বসতি।
ভোগের প্রাচুর্যে দিনে দিনে বড়ো হতে লাগল সে
শিকড় বিস্তৃত হবে একদিন মাটির বক্ষ ভেদ করে
কাঁটাময় শাখায় ভরে যাবে আমার দেহ।
মস্তিষ্ক ফেঁড়ে বের হবে আমার গরল লাভা।
ছোট্ট যে একটা হৃদয় ছিল, সেটাও চাপা পড়বে মৃত্যুর হিমবাহে
মস্ত বড়ো একটা দানবে পরিণত হব আমি।
আতঙ্কে, লোভে কুর্নিশ করবে নষ্ট হয়ে যাওয়া জনপদ।
কিন্তু তাতে কী? আমি তো জয়ী
অন্তত লোকে তো তাই বলে।

ডাবলিন, ০৩/০৩/২০২৩

অমানিশা

দিনের আলো ক্রমশ বিলীন হয়
রাত্রি নেমে আসে, অন্ধকারে ছেয়ে যায় চারিধার।
জোনাকিরা এলোমেলো উড়ে বেড়ায়
নিশ্চিন্ততা নেমে আসে মনের গহিনে
বর্ণিল শব্দমালা কানে কানে বলে
কবি তুমি একা নও, আমরা আছি তোমার সাথে।
অমানিশার রাত্রি দীর্ঘতর হয়
মনের দৃঢ়তা নড়বড়ে হয়ে যায়
অজানা আশঙ্কায় কুঁকড়ে ওঠে মন
বুঝি এ পথ কত শেষ হবার নয়
একদিন রাত্রি ফুরিয়ে যায়
দিগন্ত আলোকিত করে উঠে নতুন সূর্য।
পাখির কলকাকলিতে প্রকৃতিমুখর হয়ে ওঠে
ফুলে ফুলে ভরে যায় বনানী
পুরোনো বীণায় নতুন সুরের মূর্ছনা জাগে
নবপল্লবে নবরূপে সাজে বনলতা
আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় আশার বিমূর্ত বারতা।

ডাবলিন, ২৪/০২/২০২৩

সন্ধ্যা আরতি

আমি তোমায় নিয়ে ভাবব না
বেদনার নীল যমুনায় ভাসব না।
আমি একাকিত্ব একটুও ভয় পাই না
এই অবেলায় তোমাকে আর চাই না।
সময়ের তরি অলখে গিয়েছে চলে
আমাকে শুভ বিদায় বলে।
আমি আজ ফাগুন সন্ধ্যায় তাই
নিভুতে প্রেমের প্রদীপ জ্বলে যাই।
সাঁঝের আলোয় তোমায় দেখেছি
তুমি অপরূপা, তোমায় প্রণামি।
তুমি আমার কাননে ফুটেছ হয়ে সন্ধ্যামালতি
তব চরণে এ হৃদয়পদ্ম রাখি, করি সন্ধ্যা আরতি।
সাঁঝের পাখি নীড়ে ফিরে, তোমার ইঙ্গিতে
চকোর উতলা হয় রূপালি চাঁদে বন্দিতে।
আমার পূজার অর্ঘ্য তোমায় দিলাম সংগীতে
এ দেহ মনঃপ্রাণ চায় তোমার রঙে রঞ্জিতে।
তোমার মুখের রক্তিম প্রভা
হেরিয়া হারিয়ে যায় রাঙা জবা।
চাতক খুঁজে ফেরে তৃষ্ণার জল
বাদল দর্শনে তার আঁখি ছলছল।
কপোলে কুসুম ফুটে নিষ্কণ্টক নির্মল
আঁখির কোণে জল মোতি করে টলমল।
আমায় তুমি বন্দি কর তব প্রেম বাহুডোরে
হংসমিথুন হয়ে ভাসিব আমরা নীল সরোবরে।

ডাবলিন, ১৩/০৮/২০২৩

শুকতারা

তোমার আঁচলে বেঁধেছি মন
দোলাও মোরে যখন-তখন
আঁখি পানে চেয়ে দেখিব স্বপন
বাসনার বীজ সেথা করিব বপন।
তোমার চরণের ছন্দে
আমি নাচিব আনন্দে
আপন স্বকীয়তা ছেড়ে
সাজাব জীবন তোমাকে ঘিরে।
তুমি যাও যেথা যাবে
সর্বত্রই আমায় কাছে পাবে
আমি তোমায় ভুলব না
ভুল বুঝে দূরে যাব না।
আমি সাঁপেছি আমার পরান
তুচ্ছ ভেবেছি তব বেদনার বাণ
তোমায় করেছি আমার শুকতারা
তোমাতেই হয়েছে আমি আত্মহারা
আমি করিব তোমার জয়গান
তোমার তরে জীবন করিব দান।

ডাবলিন, ১১/০১/২০২৩

ননীর দেহ

আহা আমার ননীর দেহটা নিয়ে কী করি
একটু তাপ লাগলেই গলে পড়ি।
আহা আমার ভগ্ন দেহটা নিয়ে কী করি
একটু হাওয়া লাগলেই হেলে পড়ি।
আহা আমার নাজুক দেহটা নিয়ে কী করি
বাতাসে একটা ভাইরাস থাকলেই লুফে ধরি।
আহা আমার মাটির দেহটা নিয়ে কী করি
একটুখানি খাটলেই যেন ভেঙে পড়ি।
আহা আমার দুর্বল দেহটা নিয়ে কী করি
চলতে চলতে কেমন যেন ঘুমিয়ে পড়ি।
আহা আমার হিনো দেহটা নিয়ে কী করি
দুইটা হাঁচি দিয়েই বিছানায় কাতরে মরি।
মাথা বলে বৎস, অনেক দূর যেতে হবে
মনঃপ্রাণ লাগিয়ে অনেক কাজ করতে হবে।
শরীর বলে ব্যাটা এত নাচিস না তবে
সবার আগে তো তোমাকে বাঁচতে হবে।
বেঁচে থেকে তবে যতদূর পারো যাও
আপন পেটে যতটুকু সয় ততটুকুই খাও।
ভেবে দেখলাম আমি শরীর সাহেবই ঠিক
আপনারে দিবো না বোঝা তার সামর্থ্যের অধিক।

ডাবলিন, ০১/০৩/২০২৩

মায়াবী হরিণ

বাতাসে উড়ে চলে তোমার শাড়ির আঁচল
তোমার হাসির কলতান মিশে যায় ঝরা পাতার মর্মর শব্দে
তোমার শরীরের গন্ধে মৌ মৌ করে চারিধার
মৌমাছি হয়ে মন হারিয়ে যায় গহিন অরণ্যে
তোমার চোখের চাহনিতে আমি দেখতে পাই দাবানলের পূর্বাভাস
অধরে ফুটেছে যেন কণ্টকময় লাল গোলাপ
কপোলে উঠেছে দ্যুতিময় পূর্ণিমার চাঁদ
বাসনার সাগরে অতি কষ্টে দিয়েছি বাঁধ
দিগন্ত জুড়ে ধেয়ে আসে তোমার চুলের ঝড়
তোমার পায়ের স্পর্শে জেগে উঠে ঘুমন্ত বনানী
হাতের আলতো ছোঁয়ায় পুষ্পায়িত হয়েছে বনলতা
মায়াবী হরিণ ঈর্ষান্বিত হয়ে চলে যায় নিরুদ্দেশে
মহাসমুদ্রের ভয়াল ঢেউ আছড়ে পড়ে তোমার শরীরের সৈকতে
সহস্র তরুণি সেথায় ভেঙে হয়েছে চুরমার
আকাজ্জ্বার শিখা তবু দাউদাউ জ্বলে দুর্নিবার।

ডাবলিন, ২৯/১২/২০২২

ভাগ্যিস স্বাধীন হয়েছিলাম

ভাগ্যিস স্বাধীন হয়েছিলাম
নাহলে আজও অন্ধকারে থাকতে হতো
পরাদীনতার শিকল পড়ে থাকতে হতো ।
ভাগ্যিস স্বাধীন হয়েছিলাম
নাহলে আজও হুজুরের পা চাটতে হতো
অতি প্রিয় মায়ের ভাষাটা ছাড়তে হতো ।
ভাগ্যিস স্বাধীন হয়েছিলাম
নাহলে আজও অধম হয়ে থাকতে হতো
আমাদের উপার্জন হুজুরের পায়ে ঢালতে হতো ।
ভাগ্যিস স্বাধীন হয়েছিলাম
নাহলে আজও ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরতে হতো
ধনী হবার স্বপ্ন, অলীক স্বপ্ন হয়েই রয়ে যেত ।
ভাগ্যিস স্বাধীন হয়েছিলাম
নাহলে আজও বিশ্বে মাথা নিচু করে থাকতে হতো
এত সমৃদ্ধ সংস্কৃতিটা ছাড়তে হতো ।
ভাগ্যিস স্বাধীন হয়েছিলাম
নাহলে আজ রবীন্দ্র-নজরুল ছাড়তে হতো
পল্লীর গান, কীর্তন, ভাটিয়ালি ভুলতে হতো ।
বিজয় দিবসে তাই বাংলার বীর শহিদদের জানাই
অকৃত্রিম ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ।

ডাবলিন, ১৮/১২/২০২২

সোনাঝরা দিন

সোনাঝরা দিন, মহাপ্লাবনের দিন
উত্তাল সে দিন, স্বাধীন সে দিন
বাঁধনহারা দিন, স্বপ্নের দিন
হতাশা বিহীন, দুর্নিবার দিন
পড়াশুনার দিন, প্রেমে পড়ার দিন
সবকিছুই একবার পরখ করে দেখবার দিন
রাত জেগে আড্ডা মারার দিন
এই দেশ আমার, একে গড়ার প্রত্যয়ের দিন
নজরুলের গানে দোলে দোলে উঠার দিন
ডান-বাম একটু বাজিয়ে নেওয়ার দিন
সাম্যবাদের মন্ত্র জপার দিন
লাইব্রেরি থেকে লাইব্রেরি যাওয়ার দিন
চুরি করে বিয়ে বাড়িতে ঢুকে খেয়ে আসার দিন
ভিক্ষুর কাছে দীক্ষার দিন
প্রতিশ্রুতি জুম্মার দিন
এক পাড়া হতে আরেকপাড়ায় ঘুরতে যাওয়ার দিন
টোয়েন্টি নাইন এর ফোটা গোনার দিন
ক্লাস শেষে কার্জন হলের বারান্দায় বসার দিন
টিএসসি কিংবা মধুর ক্যান্টিনে জমায়েতের দিন
নীলক্ষেতে বই কিংবা নোট ফটোকপি করার দিন
অন্তহীন প্রাণময়তার সে দিন, কোথায় হারালো
আহা ফিরে যদি আবার তারে পেতাম একদিন ।

ডাবলিন, ০৭/১২/২০২২

আহা যদি

আহা যদি দিনের পর দিন বই পড়তে পারতাম
আহা যদি কুম্ভকর্নের মতো ঘুমাতে পারতাম
আহা যদি খালি গায়ে মাঠে হাঁটতে পারতাম
আহা যদি প্রেমে সর্বদা মগ্ন থাকতে পারতাম
আহা যদি নিরন্তর কবিতা লিখতে পারতাম
আহা যদি পাখির মতো গান গাইতে পারতাম
আহা যদি কিছুই না করে থাকতে পারতাম
আহা যদি সদা সুখী থাকতে পারতাম
আহা যদি নিমিষেই অসংখ্য হাসি ফুটাতে পারতাম
আহা যদি কখনই রাগ না করে থাকতে পারতাম
আহা যদি যা ইচ্ছা তাই খেতে পারতাম
আহা যদি যখন যেথায় খুশি যেতে পারতাম
আহা যদি যা মনে আসে তাই বলতে পারতাম
আহা যদি উষ্ণ বৃষ্টিতে ভিজতে পারতাম
আহা যদি কাদামাটিতে গড়াগড়ি খেতে পারতাম
আহা যদি নিশীথ রাতে নদীর সাথে কথা বলতে পারতাম
আহা যদি স্বপ্নের ঘোরেই জীবনটা পার করতে পারতাম।

ডাবলিন, ২৫/১১/২০২২

চাঁদের আলো

কেন ফুলবনে এলে?
চোখে চাঁদের আলো জ্বলে
গৃহকাজ ছুড়ে ফেলে?
তবে কী ধরা দিলে?
কেন ফিরে আবার চাইলে?
কেন হঠাৎ তুমি থামলে?
কালো কেশরাশি সামলে
তবে কী হার মানলে?
কেন মধুর স্বরে বললে?
তোমার রাগ কী গেল চলে?
কেন এতটা সময় বসলে
তবে কী আপন হলো?

ডাবলিন, ২৩/১১/২০২২

শব্দমালা

কিছু লিখতে চেয়েছিলাম,
কিন্তু শব্দেরা দিচ্ছে না সাড়া।
বুঝি অভিমান করে
চলে গিয়েছে দূরে,
হয়তো শীঘ্রই আবার হবে দেখা,
হয়তো চিরতরে চলে গিয়েছে।
আহা যদি শব্দের সাথে আমার এমন সখ্যতা হতো
যখন যাকে যেভাবে খুশি চাইতাম,
আর এক নিমিষেই পেয়ে যেতাম,
জীবন কতই না আনন্দময় হতো।
আপেক্ষিকতার এই বিশ্বে কবির দৃষ্টিতে
শব্দমালার পরমমূল্য মুক্তোমালার চেয়ে বেশি।

ডাবলিন, ০১/০৯/২০২২

সময়ের প্রদীপ

সময়ের প্রদীপ এক হাত হতে আরেক হাতে চলে যায়
অবিরাম সময় যেন তার রং বদলায়।
এক সময় যাকে নিয়ে হত অনেক গুঞ্জন
সে থাকে আজ অন্ধকার গলিতে নীরব, নির্জন।
সময়ের প্রদীপ পেয়ে গর্জে উঠে দীপ্ত যুবক
সারা পৃথিবী হয়ে যায় তারই সেবক।
কোনো ফুল ফোটে, কোনো ফুল ঝরে যায়
এক কূল ভাঙতে ভাঙতে নদী, আরেক কূল গড়ে যায়।
এই ভাঙা-গড়ার মাঝে কত বিচিত্র কাহিনি ঘটে যায়
এর মাঝে কত নিষ্পাপ শিশু বিন্দ্র রজনী কাটায়।
কত কথা, কত স্মৃতি, সময়ের গহ্বরে হারায়
কিছু কথা, কিছু স্মৃতি, হৃদয়ের গভীরে লুকায়।
কেন এই আসা, কেন এই যাওয়া
এই অস্তিত্বটাই এক মহামায়ার খেলা।
এই বিশাল ঘটনাবলীর মাঝে ভাবি
আমার জীবনের ঘটনা অতি সামান্য নয় কি?
আমার এ জীবনের সূচনার জন্যে
মহাকালকে কত কাল অপেক্ষা করতে হয়েছে
কত অণু-পরমাণুর পরিবর্তন হয়েছে
অবশেষে সে কী পেয়েছে?
কী আমি দিয়েছি অব্যাহত সময়কে?
জীবনের রূটিনে আটকা পড়ে কিছু তুচ্ছ কাজ করে যাচ্ছি।
দিন আসছে, দিন চলে যাচ্ছে, আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে দেখছি।

ডাবলিন, ১৫/১১/২০২২

কবিতার ক্যানভাস

আমি যখন রেগে যাই
এলোমেলো বকে যাই
কী করি ভেবে না পাই
মনে বড়ো কষ্ট পাই।
কখনো কী রাগতে চাই?
অস্থিরতায় কাঁপতে চাই?
সিগারেট কী খেতে চাই?
উত্তর হচ্ছে না
রাগ করা ভালোনা
রাগী ব্যক্তি গুণী না
আমি আর রাগ করব না
শুধু শুধু কষ্ট পাব না।
রাগের মাথায় কবিতা কী আসে?
আগুনে কী পদ্মফুল ফুটে?
তবু মন লিখতে চায়
শব্দ খুঁজে আনতে চায়
নতুন কিছু জানতে চায়
একটু গভীরে ভাবতে চায়।
কখনো মস্তিষ্কে ছুটি দিয়ে
শব্দের পায়ে পরি গিয়ে
আবোল-তাবোল যা খুশি আসো
কবিতার ক্যানভাসে খানিক বসো
বিন্যস্ত কিছু না হলেও
বিমূর্ত কিছু তো হবে?
সর্বদা বিন্যস্ত কে থেকেছে কবে?
পাঠক নিশ্চয়ই তা বুঝবে
আমায় আপনগুণে ক্ষমা করে দিবে।

ডাবলিন, ০৭/১১/২০২২

তোমায় নিয়ে

সকালের কোমল রোদে
ঝরা পাতার উপর দিয়ে
তোমায় নিয়ে হাঁটতে ইচ্ছা করে ।
শিশিরের জলে পা ভিজিয়ে
কুয়াশার সাদা চাদর সরিয়ে
তোমায় নিয়ে হাঁটতে ইচ্ছা করে ।
শান্ত নদীর বাঁকানো তীরে
পাখির কলকাকলির ভিড়ে
তোমায় নিয়ে হাঁটতে ইচ্ছা করে ।
বাচ্চাদের স্কুলে ছেড়ে
সকল কাজের ছুটি দিয়ে
তোমায় নিয়ে হাঁটতে ইচ্ছা করে ।

ডাবলিন, ০৩/১১/২০২২

মনের দরজা

আমি আজ কিছু লিখব না
অভিমান করেছে, কেন কেউ লিখে না ।
একটুখানি কষ্ট করে
মনের দরজা দাও খুলে
তারপর দেখ না ।
কত কথা আসবে চলে
হৃদয় ভাসবে কথার ঢলে
তোমার কলম আর থামবে না ।
সবার মনের অচিন ঘরে
একটি কবি বসত করে
তবু কেউ লিখে না ।
তাই আমিও কিছু আজ লিখব না ।
লিখতে আমার ভালো লাগে
পড়ার ও তো সাধ জাগে
হায় আমার পড়ার সাধ মিটে না ।
তাই আমিও আজ কিছু লিখব না ।
(অলিখন ধর্মঘট)

ডাবলিন, ২২/১০/২০২২

মোহমায়া

হিমহিম হাওয়া
মিছে আসা-যাওয়া ।
পাই না তো খুঁজে
জীবনের মানে ।
আছে কী কপালে
খোদা শুধু জানে ।
রয়েছি ধরা তলে
কার অমোঘ টানে ।
কোন মোহমায়ায়
মন শুধু হারায় ।
কোন অভিমানে
মন শুধু কাঁদে ।
কারে খুঁজে মরি
কারে নিত্য স্মরি ।
মানুষের মুখে হেরি
বিধাতার প্রতিচ্ছবি ।

ডাবলিন, ১৫/০৪/২০২১

মায়াবী হিন্দোল

আমি তোমায় হেরি, নানান রঙের ফুলে
আমি তোমায় হেরি, আমার সকল ভুলে ।
আমি দিয়েছি তুমি তোমায়, আমার দক্ষিণদ্বার খুলে
অগোচরে তুমি বঁধু আমার মন পাখিটি ছুঁলে ।
তোমার ছোঁয়ায় মোর স্বপ্ননদী উঠে দোলে দোলে
তোমার কর্ণে হের হৃদয় আমার কেমন করে ঝুলে ।
আশা করি প্রেমতরি ভিড়বে এবার কূলে
নীলার মতো নীল হবে না বিষাদের হলে ।
আমায় তুমি আগলে রেখো তোমার গালের টোলে
মোরা দোলব ধীরে আপন মনে মায়াবী হিন্দোলে ।
আমায় তুমি প্রশান্ত কর তোমার মধুর বোলে
উত্তাল কর চিত্ত আমার তোমার নবকল্লোলে ।
তুমি ফুটাও বেলি, তোমার রক্তিম, সরসী কপোলে
রাজেশ্বরী হয়ে দৈন্যতা ঘুচাও তোমার ধন বিপুলে ।

ডাবলিন, ২০/১০/২০২২

অন্ধজন

আজি প্রত্যুষে হেরিনু এক অন্ধজনে
হেরিয়া ভাবিনু আমি ভঙ্গ দিব সব রণে ।
কী অপার কৃপায় আমি দেখি সোনালি পাতা ঝরে
উত্তাল বাতাসে তারা দিকবিদিকে উড়ে ।
এই পাতার খেলায় আমি যখন ভীষণ মন্ত্রমুগ্ধ
সেই অন্ধজন তখন ব্যস্ত রাস্তা পারাপারে, হয়ে সন্তুষ্ট ।
কখন সংকেতটা সবুজ হয়ে যায়, সে করছে তড়িঘড়ি
হাতে ছিল তার একমাত্র সম্বল একটি সাদা ছড়ি ।
একটু লাইনচ্যুত হয়ে সে ধাক্কা খেলো পাশের রেলিঙ্গে
সাদা ছড়িটা তখন সচল হল ভীষণ দ্রুত বেগে ।
ডান-বাম করে কিষ্কিৎ পরেই সে এসে গেল আপন পথে
এ যেন এক বিশাল পাওয়া, সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে ।
এভাবে প্রতিনিয়ত কতইনা বাঁধা সে অতিক্রম করে
আর আমরা এই অশেষ কৃপাকে দেখি হেলা ভরে ।

ডাবলিন, ১৭/১০/২০২২

বিস্তীর্ণ বৃক্ষ

একদিন এক ছোট্ট বীজ থেকে
জন্ম নিলো ছোট্ট এক চারা
সূর্যালোকের ভরসায় আর মাটির আশ্রয়ে
বেড়ে উঠলো সে একটু একটু করে ।
পথে কত প্রতিবন্ধকতা, আসে ঝড়, আসে খরা
বুঝি সব স্বপ্ন রয়ে যাবে অধরা
বুঝি বেখেয়ালি পথিক এক নিমিষে
তারে ধুলায় ফেলবে পিশে
কত রকমের কত পোকা
করে নিত্য আনাগোনা ।
এরই মাঝে একটি পাতা থেকে একটি ডাল
একটি ডাল থেকে বিস্তীর্ণ বৃক্ষ ।
এই বৃক্ষের কোটরে কোটরে
ময়না, টিয়া নিঃসংকোচে বসবাস করে ।
ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয় প্রকৃতির সাথে
ফুলে ফলে সরসী হয়ে, আপন প্রভায় উঠে মেতে ।
মনে হয় একদিন সে আকাশটা ছুঁয়ে যাবে
মাটির বক্ষ ভেদ করে পাতালে চলে যাবে ।
ভাবে এভাবেই চলবে অনন্তকাল
যৌবনের প্রবল প্রতাপে জয় করবে মহাকাল ।
কিন্তু হায়, নিজের অজান্তে, নীরবে বার্ধক্য আসে
একে একে সব পাতা যায় ঝরে
একটি একটি করে দুর্বল ডাল মরে
শক্তিমান দেহটা ভিতর থেকে ক্ষয়ে যায়
শুধু ম্রিয়মাণ খোলসটা রয়ে যায়
খুব কাছ থেকেও তারে চেনা দায়
একদিন একটা দমকা বাতাসে সে পড়ে যায়
প্রিয়জন হারানোর বেদনা নিয়ে, সে নেয় বিদায় ।

ডাবলিন, ১৫/১০/২০২২

অনুভব

শুকনো পাতার মর্মর শব্দে
তোমাকে অনুভব করি
মন চায় দিগন্তে হারাই
তোমার হাত দুটো ধরি।
বকুল বিছানো বন পথে
আবার দেখা হবে চকিতে
বৃষ্টিভেজা হিমেল দিনে
আবার আমরা নাচিব দুজনে
কুয়াশাঢাকা ভোরে
তোমায় দেখব ঘূমের ঘোরে
শিশিরের মালা পরে
তুমি এসো আমার ঘরে।
নিশীথে ময়ূরীর সনে
আমরা যাব গহিন বনে
অলখে তোমায় আমি
দেখবো ক্ষণে ক্ষণে
তোমার জন্য আমি
অকপটে ভঙ্গ দিব রণে।
তোমায় রাখিব মনে
ভয়াল মহাপ্রলয়ের দিনে।

ডাবলিন, ১৩/১০/২০২২

নারী

নারী কী চায়? নারীর কীসে মঙ্গল?
প্রাচীরে ঘেরা বাগান? না-কি অব্যাহত জঙ্গল?
নারীকেই বলতে দাও।
তুমি কেন তার পথ আগলে দাড়াও?
নারীর মস্তিষ্ক ছোটো, তাদের বুদ্ধি অনেক কম
এসব যারা বলে, তারা কী কখনো বিজ্ঞান পড়ে?
শুধু আকারে বড়ো হলে কী হয়?
মস্ত তিমিটা মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান নয়।
বুদ্ধি একটি জটিল বিষয়,
অনেকগুলো উপকরণের সমন্বয়ে এর বিকাশ হয়।
মস্তিষ্কের গুণগতমান, সামগ্রিক রসায়ন,
এদের প্রয়োগ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ,
সব মিলিয়ে গড়ে উঠে বুদ্ধিমত্তা
জাখত হয় মহান মানবিক সত্তা।
মস্ত বড়ো মস্তিষ্ক নিয়ে
গরুর মতো জাবর কাটলে, আর
জ্ঞান বিজ্ঞানকে পশ্চাৎদেশ দেখালে
সুন্দর একটা গরু হওয়া যাবে, মানুষ হওয়া যাবে না।
নারী দেখিয়ে দিয়েছে সে সব পারে
সেরা বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রনায়ক, সাহিত্যিক আরও কত কী?
দুইবার নোবেল বিজয়ী মেরি ক্যুরি নারী নয় কী?
মহামতি আইনস্টাইনের মস্তিকের ওজন ছিল
আর সবার মতো, নিতান্তই সাধারণ
এই সাধারণ মস্তিষ্ক হতে কী করে অসাধারণ
বিজ্ঞান আসলো ভেবে দেখেছ কী?
নারীকে বন্দি করার অধিকার কারো নাই
সমাজের সর্বস্তরে নারীর সমঅধিকার চাই।
শালীনতার মানদণ্ড যেমন পুরুষের বেলায় খাটে
তেমন শালীনতার মানদণ্ড যেন নারীর কপালে জুটে।
নারী ও পুরুষ মহান আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি

সবাই যেন দেই তাদের একই সুদৃষ্টি।
আজকে পুরুষ না হয়ে নারী হতে যদি
বৈষম্যের শৃঙ্খল পড়তে নিরবধি
কেমন লাগে তো তোমার, একবার ভেবে দেখেছ কী?

ডাবলিন, ০৭/১০/২০২২

কোমলতা

মনের গহিন কোণে কীসের এত ভয়
কেন এখনো সহসা আঁতকে উঠি?
এতটা পথ পাড়ি দিয়েও আমার হাড় কেন লোহা হলো না?
কোমল অনুভূতিগুলো পুষতে পুষতে আজ
কোমলতা সর্বস্ব অথর্ব জন্ততে পরিণত হয়েছি।
জীবন সংগ্রামে কতযে তীর হৃদয় ভেদ করে চলে যায়,
হৃদয় এত কোমল হলে চলে?
চোখের সমুখে দেখি অগণিত মানুষ জীবনের সব বাধা
শুকনো শিমুলের মতো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে দিবি চলে।
তবে আমি কেন এত ভীর্ণ, আমি কেন এত দুর্বল?
আমার দুর্বলতা ক্ষমা কর প্রভু, আমি আমার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ
হয়েছি।

ডাবলিন, ২৪/০৮/২০২২

আলোক শিখা

মনে হচ্ছে আলোক শিখা নিভে যাবে
অন্ধকার আসছে ধেয়ে
হায়েনারা সব একত্রিত হয়েছে
নিভুনিভু ক্ষুদ্র বাতিগুলো বিক্ষিপ্তভাবে জ্বলছে।
বাতির পাশে আলো দেখে
বাতির বাহক ভুলে গেছে
ভয়াল অন্ধকার আসছে ধেয়ে।
আত্মতুষ্টিতে মাতাল হয়ে আছে
ভাবছে এভাবেই চলবে অনন্তকাল
এমনকি ক্ষুদ্র স্বার্থে একের বাতি অন্য
নিভিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।
জেনে রেখো ভাই, আলো আর অন্ধকার
কখনো একঘরে থাকতে পারে না।
তবে কীসের মিত্রতা অন্ধকারের সাথে?
এ মিত্রতা নয়, অজ্ঞতা।
জেগে উঠ ভাই, আর সময় নাই
ক্ষুদ্র প্রদীপ সব এক কর, অন্ধকার দূর কর।

ডাবলিন, ০৬/১০/২০২২

মহাসুন্দরী

মহাবিশ্ব যেন এক রহস্যময়ী মহাসুন্দরী
নিখুঁত বিন্যাস থেকে সময়ের বিবর্তনে
ক্রমাগত অবিন্যস্ত হচ্ছে
যেন যৌবন থেকে বার্ধক্যে নুইয়ে পড়ছে।
কোটি কোটি বছরের এই পথচলা
আসলে সবই এন্ট্রপির খেলা।
প্রতিনিয়ত তাপ হারাচ্ছে আর
দ্রুতগতিতে বেড়ে চলছে।
একদিন হারাবার মতো আর তাপ অবশিষ্ট থাকবে না
মহাবিশ্বে আর কোনো ঘটনা ঘটবে না
নিখর, নিশ্চল, ঠান্ডা এক মহাবিশ্ব।
সময় যাবে থেমে, মহাবিশ্ব যাবে মরে।
হয়তো তার আগেই পৃথিবীতে প্রলয় আসবে নেমে
হয়তো তার আগেই আমরা সবকিছু দিব ধ্বংস করে।

ডাবলিন, ০৫/১০/২০২২

সমন্বয়

অনন্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এলাম
কী পেলাম, কী দিলাম
দেখতে দেখতে বুড়িয়ে গেলাম।
কোথা হতে এসেছি, কোথায় যাব?
সে রহস্যের সন্ধান কবে পাব।
যতদিন বেঁচে আছি ভালোবেসে যাব
সর্বদা মানবতার কথা বলে যাব।
আমার ছোটো পরিসরে, দুটি বাহু দেব মেলে
যেখানেই অন্ধকার, আমার ক্ষুদ্র প্রদীপ দেব জ্বলে।
প্রভু আমায় আরও শক্তি দাও
প্রভু আমায় আরও জ্ঞান দাও।
আহা যদি আমি এমন জ্ঞানী হতাম!
বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয় করে দিতে পারতাম।
আহা যদি এমন শক্তিমান হতাম!
মানুষে মানুষে হানাহানি বন্ধ করে দিতে পারতাম।
মহাবিশ্বের বিশালতার তুলনায়,
নিজেকে একটা নুড়ি ভাবতে পারতাম।

ডাবলিন, ১৮/০৯/২০২২

চন্দ্রহীনা

প্রিয় বঁধু বল, বল না
তুমি ভালোবাস কি না
আমি যেকোনো তাকাই
তব মুরতি দেখিতে পাই
মন বসে না ঘরে তোমাকে বিনা ।
প্রিয় বঁধু বল, বল না
তুমি ভালোবাস কি না
তুমি ছাড়া বল কোথা যাই
এ ভুবনে মোর আর কিছু নাই
নিশীথে চকোর কাঁদে হয়ে চন্দ্রহীনা ।
প্রিয় বঁধু বল, বল না
তুমি ভালোবাস কি না
এ জীবনে তোমায় যেমন চাই
পরজনমেও যেন তোমাকে পাই
তোমায় বিহনে আমি স্বর্গও চাই না ।
প্রিয় বঁধু বল, বল না
তুমি ভালোবাস কি না ।

ডাবলিন, ১৭/০৯/২০২২

স্বপ্নতরি

আমি তোমায় কভু চাইব না
তোমার পথের কাঁটা হইব না ।
ঘূর্ণিবায়ে উড়ে উড়ে
যাও চলে দূরে সরে
আমি তোমায় কভু চাইব না
তোমার পথের কাঁটা হইব না ।
সুখের পথের মোড়ে মোড়ে
বেড়াও তুমি ফেরি করে
আমি অভিমান করব না
চোখের জলে কখনো ভাসব না ।
নাইবা পেলাম বাহুডোরে
আছ তুমি হৃদয় জুড়ে
আমি স্বপ্নতরি ভাসাব না
তোমার ঘাটে আমার তরী ভিড়াব না ।

ডাবলিন, ১৫/০৯/২০২২

স্পর্ধা

কত বড়ো স্পর্ধা তোমার
আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান কর?
আমার আলিঙ্গন ফেলে তুমি
অন্যের হাত ধর?
আজ থেকে শুরু হলো
তোমার সাথে আমার শত জনমের বৈরিতা।
রাজাধিরাজ আমি, আমার সাথে এত বড়ো ধৃষ্টতা?
বিষধর সাপ হয়ে দংশিব তোমায়
যতদিন না তুমি আত্মসমর্পণ কর।
তোমার চলার পথে তপ্ত লাভা ঢেলে দিব,
যতক্ষণ না ফিরে আসো।
অন্ধকার রাত্রিতে দমকা বাতাস হয়ে
তোমার একমাত্র প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে যাব।
বিশাল ঝড় হয়ে ডুবিয়ে দিব তোমার প্রমোদতরি,
তোমার ফুলের বাগানে জ্বালাব দাউদাউ আগুন,
অবরুদ্ধ করে দিব তোমার জীবনের প্রতিটি ফাগুন।
আমি শ্রাবণের ঘনঘটায় বজ্রপাত হয়ে নামব,
নস্যাত্ন করে দিব তোমার সব অভিসার।
এক পশলা বৃষ্টি হয়ে মুছে দিব তোমার চোখের কাজল,
একে একে কেড়ে নেব তোমার সব অহংকার,
তোমার নিশুতি রাতে আমি হব দুর্গম পারাবার।
কখনো পরাজয় মানবে না জানি,
অনেক শক্তিমান তুমি।
সব বাধা ভেদ করে,
তুমি উষ্কার মতো ছুটবে, আমি নিশ্চিত।
তবু তোমার পিছু আমি ছাড়ব না,
প্রিয় না হয় নাই হলাম,
অপ্রিয় হয়েই তোমার কাছাকাছি থাকব।

ডাবলিন, ১৫/০৮/২০২২

আঁখি নীর

তুমি যাও চলে
সোনালি পাখা মেলে
হৃদয়ে আগুন জ্বলে।
আমি রব একাকী
যেখানেইবা থাকি
তোমাকে যাব ভুলে।
তুমি সুখে থাক
স্বপ্নিল ছবি আঁক
মনের জানালা খুলে।
চেও না পিছু ফিরে
ভেসো না আঁখি নীরে
নতুনের আলিঙ্গন ফেলে।

ডাবলিন, ২০/০৭/২০২২

শিহরন

মনে আগুন জ্বলে
তুমি কোথায় গেলে
তুমি আসো না।
নব-নৃত্যের ছন্দে
হৃদয়ে পুলক জাগে
শরীরে শিহরন জাগাও না।
তবু মায়ারী চোখে
হরিণী লুকায় লাজে
মম স্বপন ভাঙাও না।
রূপ মাদুরীতে আছে মায়ারী
প্রেমে পড়েছে মেঘের ছায়া
অবিরাম বারি ঝরাও না।

ডাবলিন, ২৩/০৯/২০২৩

বর্ণিল বন্ধু

বর্ণিল বন্ধু আমার,
তোমার অঙ্গের বাঁকে বাঁকে রং,
তোমার বচনে, মননে রঙের সমারোহ।
যখন তোমায় দেখি, হৃদয়ে উদিত হয় দীপ্তিময় রংধনু।
হাজার ফুলের মাঝে তোমার রংই প্রকট হয়ে আসে।
গ্রীষ্মের খরতাপে নানান রঙের প্রজাপতি যখন এলোমেলো উড়ে
বেড়ায়, তখন তোমার কথা মনে পড়ে।
শীতের আগমনে যখন প্রকৃতি রঙ বদলায় তখন তোমার কথা মনে
পড়ে।
শিল্পীর তুলিতে এত রং কোথায় যে সে তোমায় আঁকবে?
গোধূলির আকাশ ধূসর লাগে যখন তুমি আগত হও।
তোমার দেহকে আড়াল করে প্রবাহিত যে রঙিন শাড়ি,
তারচেয়েও রংময় তুমি।
তোমার প্রভা, তোমার বর্ণচ্ছটা দিগন্ত জোরে বিস্তৃত।
আমার মনের রাজ্যে তুমি রাজেশ্বরী, চির বিরাজমান রঙিন অনুভূতি।

ডাবলিন, ১৬/০৭/২০২২

আনন্দময়তা

একদা পথ ভুলে, চলে গেলাম ফসলের প্রান্তরে,
যেথায় লক্ষ কোটি ধানের শিশ একসাথে খেলা করে,
যেথায় রাত্রিতে নামে নিবিড় জোছনা।
বৃষ্টির ঠিক পূর্বমুহূর্তে অসংখ্য ব্যাং আনন্দে কোলাহল করে,
সঙ্গীহারা ডাহুক নিরন্তর ডাহুকিকে খুঁজে ফেরে।
অবারিত মাঠের গাঁ ঘেঁষে যে সরু নদীটা বয়ে গেছে
তার বুকে ফুটে উঠেছে একরাশ নীলপদ্ম।
নানান রংয়ের প্রজাপতি, ভ্রমর আরও কত কী
এক ফুল হতে আরেক ফুলে খায় গড়াগড়ি।
মাঠের এক কোণে একটা ঝোপের গভীরে
হংস শাবকদের বড়ো করে তুলে হংসিনী আপন উত্তাপে।
আমায় দেখে সে চোখ রাঙিয়ে বলে
হেথায় তুমি এসেছ কোন ছলে।
ফসলের মাঠে জমে থাকা পানিতে
ছুটে চলে একঝাঁক মাছ ঐক্যবৈক্যে।
একটা মৃদু আনন্দময়তা নিয়ে
আমি ফিরে আসি আমার আপন ঘরে।

ডাবলিন, ২৭/০৬/২০২২

প্রমত্তা পদ্মা

প্রমত্তা পদ্মা তুমি নদী নও যেন সমুদ্র
তোমাকে জয় করে কার এমন সাধ্য?
সেই অসাধ্য সাধন করেছেন যিনি
বাংলার মানুষ তার কাছে চিরঋণী।
এসেছে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত
বিরোধীরা করেছে হাজার সমালোচনা।
হয়েছে দেশি ও বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র
তবু তিনি এক পা ও পিছু হটলেন না।
সত্যের উপর দাঁড়িয়ে তিনি করলেন দৃঢ় প্রত্যয়
আপন অর্পায়নেই জাতি এই পদ্মা করিবে জয়।
অবশেষে তাই সত্যের হল বিজয়, মিথ্যা নিপাত গেল
এই মহিষাসী নারীর হাত ধরে বাঙালির স্বপ্ন পূরণ হলো।
দিকে দিকে গুনি তাই আনন্দের কলরব
দেশ-বিদেশের গুণীরা তার প্রশংসায় সরব।
সব বাধা অতিক্রম করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে
বিশ্বের দরবারে সে একদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।
ইনশাআল্লাহ

ডাবলিন, ২৭/০৬/২০২২

স্বদেশ

কখনো কখনো নিজের অক্ষমতার উপর করুণা হয়
চোখের সামনে সারা দেশটা ভেসে যাচ্ছে,
কিছুই করতে পারছি না।
এতদিনের অর্জন সব ভেসে যাচ্ছে,
কিছুই করতে পারছি না।
কখনো কখনো ভাবি, কেন এলাম বিদেশে?
আমি তো পরবাসের জন্য গড়া নই।
আমার রক্তে রক্তে স্বদেশের গন্ধ
গ্রাম বাংলার মাটি ও মানুষ আমার চিরচেনা
এতদিন ধরে বিদেশে আছি তবু
আজও সব অচেনা, অজানা।
এখানকার নদী, নালা, পথ ঘাট মাঠ
আমার সাথে কথা বলে না,
এখানকার পাখির গানে আমার মন উদ্বেলিত হয় না।
আমার দেশের ধুলা, কাদা, বৃষ্টি
আমার বুকে প্রাণ সঞ্চার করে।
আজ জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে
প্রার্থনা করি শীঘ্রই দুর্যোগ কেটে যাবে,
আবার সোনালি ফসলের ফাঁকে
উঁকি দিবে কৃষকের হাসিমাখা মুখ।
কিশোর-কিশোরীর কলকাকলিতে মুখরিত হবে
দেশের অসংখ্য বিদ্যাপীঠ।
আমার মতোই পুস্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
দেখবে সোনালি দিনের হাতছানি।
তবে আমার মত বোকা হবে না
ল্যাপটে থাকবে মায়ের বুকে আর আলোর
মশাল জ্বালিয়ে আলোকিত করবে সারা পৃথিবী।
জ্ঞানের আদানপ্রদানে যাবে পৃথিবীর আনাচেকানাচে
কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে ফিরে আসবে আপন ঘরে।
জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও মত পার্থক্য পেছনে ফেলে

সবাই মিলে সাজাবে মায়ের আঁচল ।
হতে পারে কেউ নাস্তিক, কেউ খোদা অন্তঃপ্রাণ
কিন্তু আমরা সবাই এক মায়ের সন্তান,
মায়ের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দেবো প্রাণ ।
যতই থাকুক মতের দ্বন্দ্ব, যত আক্ষেপ
কারো অনিষ্ট করব না এই করিব পণ ।

ডাবলিন, ২২/০৬/২০২২

স্তবগান

সুখ স্বপ্নে বিভোর থাকি
দুঃখ আমায় পায় কোথায়?
আপন স্তবগানে মগ্ন থাকি
নিদ্দুকেরা যায় কোথায়?
আপনার তরে মালা গাঁথি
আপনারে পরাই মালা ।
আপনার তরে রাত্রি জাগি
পোড়াই যত কষ্ট জ্বালা ।
আপনারে ভাবি মহাশক্তিমান
আমি চাই না কোনো ত্রাণ ।
বাহিরে আমার কঠিন বর্ম, ইস্পাত সমান
অন্তরে জ্বলে প্রেমশিখা, কোমল মনঃপ্রাণ ।

ডাবলিন, ১৯/০৬/২০২২

মাটি আর নুর

মাটি আর গুরুর মাঝে কোনো পার্থক্য নাই
মাটি ভাঙলে আমরা নুর দেখতে পাই ।
মাটির মধ্যে আছে অনেক যোগিক অণু
অণুরা আবার গড়া দিয়ে নানান পরমাণু ।
পরমাণুর বহির্ক্ষেপে আছে ইলেকট্রন
কেন্দ্রে তার আছে প্রোটন আর নিউট্রন ।
প্রোটন আর নিউট্রন কোয়ার্ক দিয়ে গড়া
কোয়ার্কের দুনিয়া রহস্য দিয়ে ভরা ।
অন্যদিকে নুরের মধ্যে আছে শুধু ফোটন
ফোটন হচ্ছে মুক্ত কণা, নেই কোনো বাঁধন ।
কোয়ার্কের কণারা গ্লুঅন দিয়ে বাঁধা
প্রায় ওজনহীন এই কণারা ওজন কীভাবে পেল,
সে এক বিশাল ধাঁধা ।
কোয়ার্কের আন্তর্কিয়া তুলে নিলে
পদার্থ আর নুর এক সঙ্গে যায় মিলে ।
বিশাল মহাবিশ্বের উৎপত্তির আগে
অন্ধকারে মহাবিস্ফোরণে আলোময় কণারা জাগে ।
কোয়ার্কের কণারা বাঁধনের জালে পড়ে গড়ে পদার্থ
ফোটনের কণারা বাঁধন মুক্ত থেকে হয়ে যায় অপদার্থ ।

ডাবলিন, ১২/০৬/২০২২

বিরহব্যথা

স্বপ্নেরা এলোমেলো ভিড় করে
শিউলিরা অভিমানে ঝরে পড়ে
তুমি আসবে বলে, মন আবার প্রতীক্ষা করে।
নীরবে এসে তুমি চলে গেলে
কোমল এই মন পায়ে দলে
বিরহব্যথায় তাই, দুই চোখ জলে ভরে।
আদৌ কী তুমি আমার ছিলে?
মহামায়ায় এ মন কেড়ে নিলে
যাবার বেলায় তাই, একবারও চাওনি ফিরে।
ভাবিনি নিয়তি কভু এমন হবে
আপনার আপন তুমি পর হবে
সাগরে ভাসাই ভেলা, নিঃসঙ্গতা সঙ্গী করে।

ডাবলিন, ০২/০৬/২০২২

আলোকোজ্জ্বল দিন

আলোকোজ্জ্বল দিনে আমি আত্মহারা হয়ে যাই
আকাশে বাতাসে শুধু সুখ দেখতে পাই
হৃদয়ের যত কষ্ট সব ভুলে যাই
আমি মনের আনন্দে গান গেয়ে যাই
আমি দিকবিদিকশূন্য হয়ে ঘুরে বেড়াই
আমি যাকে চিনি না তাকেও আশিস বলে যাই
আমি সারাক্ষণ শুধু নেচে হেসে বেড়াই
সেই হাসির প্রতিফলন সবার মুখে দেখতে পাই।
আকাশের রং যখন বদলায়, তার ছায়া পড়ে জমিনের গায়
রংয়ের ছটা লাগে সব বৃক্ষের পাতায় পাতায়
নেতিয়ে পড়া চিরচেনা প্রকৃতি অচেনা হয়ে যায়
নবযৌবন নিয়ে বীরদর্পে আবার উঠে দাঁড়ায়।
চিকিমিকি আলোর উচ্ছ্বাসে ছোট্ট নদীটার জলে
কিশোরীর চঞ্চলতায় উদ্বেলিত ঢেউয়েরা খেলে।
দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে জীবনের উৎসব
মানুষের কলকাকলিতে জনপদ হয় সরব।
কত কথা, কত গান, খাদ্য ও পানীয় অফুরান
উপভোগ করিব কী? দেখেই ভরে পরান।
আহা সময়টা যদি এখানেই থামিয়ে দেয়া যেত
যদি সূর্যটা আর অস্ত না যেত, মেঘেরা আর ডঙ্কা না বাজাত,
হাসিখুশির এই জীবন অনন্তকাল এভাবেই চলতো,
কতই না ভালো লাগতো।

ডাবলিন, ১২/০৬/২০২২

শিখা অনির্বাণ

আমার কবির জন্মদিন উপলক্ষে:

বাবরি দোলানো কবি আমার

তুমি ছিলে বাংলার রত্নভান্ডার।

বিদ্রোহের আগুন যেমন ছিল তোমার কবিতায়

তেমনি ওরা ভরা ছিল স্নেহ আর মমতায়।

তোমার গানের পাখি গেয়েছে অসংখ্য প্রেমের গান

তোমার হৃদয়ে জাগ্রত ছিল বিরহের শিখা অনির্বাণ।

এত শব্দের বাহার কোথা হতে এনেছিলে কবি

যাহাই পড়ি মনে হয় যেন মণি মুক্তো সবই।

গেয়ে ছিলে তুমি যেমন সাম্যের জয়গান

তেমনি তুমি ছিলে মানবতা অন্তঃপ্রাণ।

তোমার হামদ ও নাতে যেমন ভরে মুসলিমের প্রাণ

শ্যামা সংগীতে জাগে হিন্দুর মনে ভক্তি অফুরান।

তোমার সুরে কী জাদু আছে আমি মুগ্ধ হয়ে শুনি

আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করো হে জ্যোতির্ময়, মহাগুণী।

জীবনের ভারে নতজানু ছিলে, যাওনি কোনো মহাবিদ্যাপীঠে

তবে কেমন করে তোমার লেখায় এত দর্শনের ঝড় উঠে।

মানুষ তুমি ছিলে না নিশ্চয়ই, মহামানবও কম মনে হয়

বাংলার বুকে হে কবি তোমার যেন আবার জন্ম হয়।

ডাবলিন, ২৮/০৫/২০২২

বসন্তের উত্তাপ

বসন্তের উত্তাপে বাসনার বীজ আবার জেগে উঠে

পুনরায় হেঁটে যাই সেই বকুল বিছানো পথে

বাতাসের মছুর ধ্বনি কানে কানে বলে যায় তোমার কথা

বিশাল জলোচ্ছ্বাস হয়ে হৃদয়ে আছড়ে পড়ে অজানা ব্যথা।

ব্যাকুল পিয়াসী মনে নেমে আসে গ্রীষ্মের তীব্র খরা

রাতের আঁধারে কভু যায় কী প্রভাতের সূর্যকে ধরা?

বিশৃঙ্খল মন অনুভূতির চাদর জড়িয়ে একলা বসে ভাবে

এতটা পথ আমি নিঃসঙ্গ পাড়ি দিলাম কীভাবে?

শান্ত সরোবরে আজও সেই হংসমিথুন খেলা করে

আজো পাখির কলকাকলিতে মুখরিত চারিধার

শুধু সেই দুটি চোখ নেই আর ফিরে চাহিবার

আজো শুভ্র শিউলি নীরবে ঝরে পড়ে

আজো রাত্রি জেগে বিরহী চকোর চাঁদের প্রতীক্ষা করে

আজো তটিনীর বুকে প্রমত্ত জোয়ার ফিরে আসে

আজো বর্ষার গর্জনে দিগন্ত কেঁপে উঠে

হায় সেই গোলাপ আর ফুটে না তোমার দুই ঠোঁটে।

বিরহ বিধুর এই নিরন্তর হেঁটে চলা কখনো কী থামবে?

মহাকাল কী কখনো ভুল করে উলটো পথে চলবে?

কখনো কী তুমি আবার চকিতে আমার হাত ধরবে?

কখনো কী আবার গোপনে নীপবনে আসবে?

কখনো কী অভিমানে আবার নয়নের নীরে ভাসবে?

কখনো কী কবরীর মালা খুলে আবার আমায় পরাবে?

দিন যায়, রাত্রি আসে

ঝিলের বুকে পদ্ম ভাসে

মনের গহিনে স্মৃতির হাসে

তুমি আছ আমার প্রতি নিঃশ্বাসে।

ডাবলিন, ২৩/০৫/২০২২

ঈদ মোবারাক

ঈদের আনন্দে, মন নাচে নবছন্দে
জাগে উল্লাস, মম রঞ্জে রঞ্জে ।
রসনা জোর জাগে, কাচি বিরিয়ানির গন্ধে ।
জিভে ঝড় উঠে নোনতা আর মিষ্টির দ্বন্দে ।
কালভুনা, পোলাও, কোর্মা আরো কত কী?
হালুয়ার গাঁ বেয়ে গড়িয়ে নামে ঘি ।
সেমাই ছাড়া সকালে, নামাজির কী আদৌ চলে?
মন পড়ে থাকে পরোটা আর মাংসের ঝোলে ।
মনের হরষে গৃহিণী, রাঁধে চটপটি আর দই বড়া
হরেক রকম মিষ্টান্ন: চমচম, রসগোল্লা ও প্রাণহরা ।
কিশোরীর হাত রাঙে, মেহেদির লাল রঙে,
তরুণ-তরুণী সাজে আজ নতুন কোনো ঢঙে ।
ঘুচে যায় মনের যত সংকীর্ণতা,
দ্রাতৃত্ববোধ আনে শান্তির সুমহান বারতা ।
বিশ্বের যত হানাহানি, অন্যায় যাক নিপাত যাক,
সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ঈদ মোবারাক ।

ডাবলিন, ০১/০৫/২০২২

ঝরনাধারা

পাহাড়ি সাপের মতো আঁকাবাঁকা চলে ঝরনাধারা,
বুনোহাঁস অবগাহন করে সেথা হয়ে আত্মহারা ।
সূর্যের আলো হাসে সেথা হয়ে রংধনু,
পাথরে হেলান দিয়ে রাখাল বাজায় বেণু ।
কৌতূহলী হরিণী উঁকি মারে পল্লব সরিয়ে,
বর্ণিল নুড়ি চলে স্রোতের টানে গড়িয়ে ।
বনের পাখি এক চুমুকে মিটায় মনের পিপাসা,
ঝরাফুল ভেসে যায় বুকে নিয়ে অপূর্ণ আশা ।
বাহারি লতা বাঁকা হয়ে ভিজায় দীঘল চুল,
ব্যথিত বধূ নীড়ে ফেরে হারিয়ে কানের দুল ।
পবনের ছোয়ায় কল্লোল তোলে সুরের মূর্ছনা,
চাঁদের আলোয় ভরে যাক ধরা চকোর করে প্রার্থনা ।

ডাবলিন, ১৯/০৪/২০২২

প্রত্যয়

যদি অন্ধকারে ছেয়ে যায় চারিধার
যদি শুকিয়ে যায় বিশাল পারাবার।
যদি মহাশূন্য হতে মস্ত উল্কা আঘাত হানে
যদি চরাচর পুড়ে যায় অগ্নিবাণে।
যদি বিষাক্ত সাপের ছোবলে নীল হয়ে যায় দেহ
যদি এতটুকু সান্ত্বনা দিতে না আসে কেহ।
যদি প্রচণ্ড ঝড়ে ভেঙে যায় আমার তরণি
যদি ভূমিকম্পে কাঁপে মায়াবতী ধরণি।
যদি প্রবল বন্যায় ভেসে যায় সোনালি ফসল
যদি মাথার উপর থেকে সরে যায় মায়ের আঁচল।
যদি প্রিয়তমার ভালোবাসা মিথ্যে হয়ে যায়
যদি অন্য যুবকের হাত ধরে সে চলে যায়।
যদি আর কোনোদিন আমার আকাশে সূর্য না উঠে
যদি আর কোনদিন কাননে পুষ্প না ফুটে।
যদি প্রলয়ঙ্করী স্রোতে মনের দুকূল ভেঙে যায়
যদি বনের পাখি আর গান না গায়।
যদি চেনামুখগুলো সব অচেনা হয়ে যায়
যদি হিংস্র স্বাপদেরা আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়।
যদি পুস্তকের অক্ষরগুলো উড়ে যায়
যদি সবুজ বনানী সহসা মরুভূমি হয়ে যায়।
প্রভু, আমি যেন সন্তুষ্ট না হই
সদা যেন ধৈর্যশীল রই।
আমার আমি তো রয়েছে আমার পাশে
আর কিছু না থাকলে তাতে কী যায় আসে।

ডাবলিন, ১৪/০৪/২০২২

অর্থনীতির দাবানল

অনেকেই ভাবছে,
শ্রীলংকার পরে, বাংলাদেশ যাবে ডুবে
অর্থনীতির দাবানলে পুড়ে অঙ্গার হবে
আমার বিশ্লেষণ হচ্ছে,
শ্রীলংকা ও বাংলাদেশ দুটি ভিন্ন দেশ
এদের পলিসিগত অমিলের নেই কোনো শেষ।
সবাই জানে জৈব চাষে যথেষ্ট উৎপাদন হয় না
তাই ধনী দেশগুলোও সম্পূর্ণ জৈব চাষ করে না।
বাধ্যতামূলক জৈবচাষ করতে যেয়ে
শ্রীলংকার চাল ও চায়ের উৎপাদন গেল কমে।
চায়ের উৎপাদন কমে গেলে
বৈদেশিক মুদ্রা কোথায় মিলে?
অন্যদিকে কোভিডের কারণে
পর্যটন শিল্প গেল বন্ধ হয়ে।
বিদেশ থেকে চাল কিনতে
অনেক বৈদেশিক মুদ্রা লাগে।
কিন্তু হায়, সরকার নিরুপায়!
বৈদেশিক মুদ্রা আনতে দ্বারে দ্বারে যায়।
তার উপর অসম্ভব বৈদেশিক ঋণের বোঝা
এ যেন মরার উপর ভীষণ খড়ার ঘা।
বাংলাদেশেও এমন দিন আসতে পারে
যদি পশ্চিমা বিশ্ব আর কাপড় না পরে।
অথবা বহিরবিশ্বের সব বাঙালিরা
রাগ করে ভাবে আর রেমিট্যান্স পাঠাবে না।
অথবা যদি কৃষি মন্ত্রণালয় ভাবে
তারাও সম্পূর্ণ জৈব চাষাবাদে যাবে।
এই সবগুলোরই সম্ভাবনা খুব কম
তাই আপাতত আসছে না বাংলাদেশের যম।

ডাবলিন, ১১/০৪/২০২২

শিউলিমালা

শরতের সুরভিত রাতে
এসো শিউলিমালা হাতে ।
পড়ে নূপুর রাঙা চরণে
এসো নন্দিত নীপবনে ।
ফুলের ভেলায় চড়ে
মোরা হারিয়ে যাব দূরে ।
হংসমিথুন হয়ে
ধরায় আবার আসিব ফিরে ।
তব প্রেম সরোবরে
আমি ডুবে যাব ধীরে ।
তব কণ্ঠের মোহন বীণায়
মোর প্রাণ লুকিয়ে যায় ।
তব কেশের ঘনঘটায়
মনে প্লাবন বহিয়া যায় ।

ডাবলিন, ০৮/০৪/২০২২

স্বাধীনতাবাদ

স্বাধীনতা আমার,
রক্তের সুতোয় বোনা মায়ের আঁচল ।
এক বিচক্ষণ মহানায়কের পরিকল্পনার ফসল ।
স্বাধীনতা আমার,
সাত কোটি মানুষের তীব্র আত্ননাদ ।
গর্জে উঠা বিক্ষুব্ধ জনতার বজ্রনিবাদ ।
স্বাধীনতা আমার,
ত্রিশ লক্ষ শহিদের শেষ নিশ্বাসের প্রার্থনা ।
একটি সোনার বাংলার জন্য স্বপ্ন ও সাধনা ।
স্বাধীনতা আমার,
বাংলাদেশ পরিবারের অটুট বন্ধন ।
নিকৃষ্ট সামন্তবাদের প্রকট পতন ।
স্বাধীনতা আমার,
সংকীর্ণ চিন্তার দৃঢ় প্রত্যাখ্যান ।
সহস্র বোনের ত্যাগের প্রতিদান ।
স্বাধীনতা আমার,
মানবতাবাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান ।
স্বাধীনতা আমার,
স্বাধীনতাবাদের গৌরবোজ্জ্বল উত্থান ।

ডাবলিন, ০৩/০৪/২০২২

পৈশাচিক আনন্দ

একদা কুকুর আসিয়া ভাঙিল বিড়ালের ঘর
বিড়াল রেগে আগুন হয়ে তুলিল ঝড়।
কুকুর তার নখ উচিয়ে আসিলো তেড়ে
বিড়াল ভয়ে পালাল সব ছেড়েছুড়ে।
বিড়ালের এইনা তড়িৎ পলায়ন দেখে
পৈশাচিক আনন্দে কুকুর উঠে মেতে।
এমনই চলিলো যুগের পর যুগ
বিড়াল ভাবিল কুকুরকে আর দিবনা এত সুখ।
একদা গভীর রাতে সবার চোখ এড়িয়ে
বিড়াল লুকিয়ে গেল গভীর অরণ্যে।
যথারীতি প্রত্যুষে কুকুর এলো বিড়ালের আঙিনায়
অনেক অনেক পৈশাচিক আনন্দের আশায়।
কিন্তু হয়, অভাগা কুকুর যদিকেই তাকায়!
বিড়ালের পদচিহ্নটুকু খুঁজে নাহি পায়।
কুকুর তার পৈশাচিক আনন্দ হতে বঞ্চিত হয়ে
কর্মস্পৃহা হারিয়ে ডুবে গেল ডিপ্রেশনে।
ডিপ্রেশন দিনে দিনে আরো প্রকট হলো
কুকুর নিজেই তার আপন প্রাণ নিলো।

ডাবলিন, ২৪/০৫/২০২১

পাখির পাঠশালা

একদা এক পাখি, হলো মুরগির অতিথি
মুরগি খুব অতিথিপরায়ণ, পাখিকে করলো খুব আপ্যায়ন।
পাখি মুরগির পানে চেয়ে, বলল আবেগে আপ্লুত হয়ে
তুমি আর আমি, যেন একে অপরের প্রতিচ্ছবি।
আমি যদি উড়তে পারি তবে, তোমাকেও উড়তে হবে
স্বপ্নের পাখায় ভর করে, দুনিয়াটা দেখতে হবে।
মুরগি বলল ভাই, তোমাকে কী করে বুঝাই
আমি কখনো উড়তে শিখিনি, ভুল করেও স্বপ্ন দেখিনি।
পাখি বললো তাই? কোনো চিন্তা নাই
আমি তোমাকে উড়তে শেখাব, স্বপ্নের সাগরে ভাসতে শেখাব।
কিছুদিন পার হলো, মুরগি উড়তে শিখে গেল
উড়তে শিখে সে, উড়ে বেড়ায় আকাশে।
ক্ষুদ্র কুটিরে আর, মন আটকে রাখা ভার
স্বাধীনতার আনন্দে, মুরগি নাচে ছন্দে ছন্দে
মুরগি হারিয়ে যায়, চাষি আক্ষেপে বলে যায়
আর কোনো মুরগি যেন, পাখির পাঠশালায় না যায়।

ডাবলিন, ২৩/০৫/২০২২

অপরূপা ধরণি

খুব সুন্দর, ঘন শ্যামল, অপরূপা ধরণি
ধীরে বহে, হেলেদুলে, টলমল তরণি।
অভিমাণে, ঝরে পড়ে, বকুল কামিনী
এহ তারায়, আজ সাজে, ব্যাকুল যামিনী।
বাতায়নে, প্রহর গুণে, নিঃসঙ্গ রমণী
বাঁকা চোখে, জ্বলে উঠে, উত্তপ্ত দামিনী।
বীণার তারে, বেজে উঠে, ভৈরব রাগিনী
ভরা যৌবন, নিয়ে ছুটে, উত্তাল তটিনী।
মোহমায়ায়, ঘিরে রাখে, মধুর মোহিনী
মন মাঝে, বিরাজ করে, প্রিয়তম নন্দিনী।

ডাবলিন, ১২/০৩/২০২২

পবিত্র সৌরভ

রমজানের পবিত্র সৌরভে সুরভিত কর মোরে
হৃদয়ের সব সংশয় দূর করো।
আলোয় আলোয় মন প্রাণ ভরিয়ে দাও
হে প্রভু, আমায় তুমি গ্রহণ করো।
বিশ্বাসের শক্তি অনেক বড়ো, অনেক প্রশান্তির
মন মাঝে তবু জমে উঠে অনেক প্রশ্নের ভিড়।
জড় ও জৈব জগতের রহস্য উন্মচনে
প্রতিনিয়ত মন অনুসন্ধান করে চলে।
অনুসন্ধানে অনেক জাদু আছে, তবে বেশ ক্লান্তিকর
বিশ্বাসে অনেক সুখ আছে, কিন্তু হায় জ্ঞান হয় মস্তুর!

ডাবলিন, ০৩/০৪/২০২২

নব উদ্দীপনা

নববর্ষে, নবরঙে
নবচিন্তায়, নবচঙে
নবরূপে, নবআস্থায়
নবদর্পে, নবকল্পে
নবজ্ঞানে, নবধ্যানে
নবশিল্পে, নবরসে
নবত্যাগে, নববেগে
নবসংকল্পে, নবআবেগে
নবকর্মে, নবউদ্যোগে
নবউৎসাহে, নবউদ্দীপনায়
নবপ্রেমে, নবপ্রতিজ্ঞায়
নবসম্প্রদায়, নবদৃঢ়তায়
নবশ্রমে, নবউচ্ছ্বাসে
নবশক্তিতে, নবভক্তিতে
নবপ্রেরণায়, নবউধ্যমে
নবক্ষমায়, নবসহমর্মিতায়
নবদর্শনে, নববন্ধনে
নবসহযোগিতায়, নববিচক্ষণতায়
নবপ্রার্থনায়, নবসাহসে
জীবন করিব চালন। ইনশাআল্লাহ।

ডাবলিন, ০২/০১/২০২২

মেঘের ভেলা

বধু,
শুধু তোমার পানেই চেয়ে থাকি
মনের ভুবনে তোমায় ডাকি
হাজার রঙের স্বপ্ন আঁকি
হৃদয়ের গহিনে তোমায় রাখি।
মেঘের ভেলায় চড়ে
ভেসে যাই দূরে বহুদূরে
আবার ফিরে আসি
শুধু তোমারই অমোঘ টানে।
দর্শনে, ধর্মে ও বিজ্ঞানে
আমি খুঁজে ফিরি চিন্তের মুক্তি
অনেক প্রচেষ্টার পর উপলব্ধি করি
চিন্তা মোর বন্দি তোমার মাঝে
যেন আমি বালিকণা তুমি শক্তি।
মনের মন্দিরে ঘন আঁধার এলে
তুমি এসো আপন আলো জ্বলে
তোমার মোহন মায়ার তরুণ তাড়নায়
আমার মেঘের ভেলা দিক ফিরে পায়।

ডাবলিন, ০২/০১/২০২২

❀❀❀

মেঘলা আকাশ, ভালো লাগে না কিছু
হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস, ভাবনারা ছাড়ে না পিছু।
একে একে দিন কেটে যায়, এ যেন শুধুই আসা-যাওয়া
জীবনের হিসেবে গরমিল, অনেক কিছুই হয়নি পাওয়া।

❀❀❀

একটু আধ্যাত্মিক অর্থে লেখা:
সমুদ্রযাত্রা সবার জন্য নয়
সবাই হতে পারে না নির্ভয়।
পুকুরে যার আনাগোনা
সে পুকুরেই থাকুক না।
যদি সে ভয়কে করে জয়
তাকে যেন সমুদ্রে যেতে দেওয়া হয়।

❀❀❀

রক্তের জমিনে বুলেটের বীজ হতে
জন্ম নিয়েছে একুশের মহীরুহ।
সে বৃক্ষের শিকড় আজ স্বদেশে ও বিদেশে,
সব মানুষের মনে বিস্তৃত।

❀❀❀

যমুনার তীরে, আবার প্রেমতরি ভিড়ে
গোপীরা সব নাচে, ঘন শ্যামকে ঘিরে।
জোয়ারের জলে, সহসা দুকূল ভাসে
রাধিকা একা কাঁদে, কৃষ্ণমশাই হাসে।

❀❀❀

আকাশটা আজ সেজেছে, ধূসর শাড়ি জড়িয়ে,
দিগন্ত জুড়ে বিস্তৃত ঘন কালো পাড় এলিয়ে।
অঙ্গে পড়েছে চোখ ধাঁধানো বিজলির গয়না,
থমথম চারিধার, এমন রূপ এই প্রাণে সয় না।
এখনই বুঝি নামবে পারাপার ঝাঁপিয়ে
আমার নয়ন ছুঁয়ে, দেহমন ছাপিয়ে।
মরুর বুকে নবপ্রাণ সঞ্চারণ করে
বিষন্ন তরুর মুখে জীবনের হাসি ফুটিয়ে।

❀❀❀

আমার প্রতিবেশী, শত্রুর বন্ধু হলে আমার শত্রু হয় না।
এই অজুহাতে কোনো আত্মসন মেনে নেওয়া যায় না।
একদিন হয়তো শত্রুকে নিয়ে আমার ঘরে দিবে হানা
আপনাকে এত দুর্বল ভাবা কখনো শোভা পায় না।

❀❀❀

যদি একদিন মানব সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যায়,
পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তায় ঝলসে যায় পৃথিবী,
অন্য কোনো রূপে মানুষ আবার ফিরে আসবে কী?
হয়তো অনেক অনেক দিন পরে?
অন্য কোনো প্রজাতির উত্থান হবে?
নতুন ধরণের প্রাণী এসে দখল করবে আমাদের পরিত্যক্ত শহর?

❀❀❀

মনের গভীরে ক্ষুদ্র এক মায়ার প্রদীপ জ্বলে
অন্ধকারে সে ই আমায় পথ দেখিয়ে চলে।
প্রতিনিয়ত দমকা বাতাস সেই প্রদীপ নিভিয়ে দিতে চায়
কখনো কখনো প্রিয় এই প্রদীপ আগলে রাখা দায়।

❁❁❁

একুশের সিঁড়ি বেয়ে এলো স্বপ্নের স্বাধীনতা,
স্বাধীনতা এক পরশ পাথর।
স্বাধীনতাহীন মানবজীবন যেন নিঃস্ব ও নিখর।
স্বাধীনতা যেন এক বিশাল সূর্য,
মানুষ সবুজ বৃক্ষ।
পরানীনতা তার উপর কালো ছায়া,
অন্ধকারে সে কেমনে ছুঁবে অন্তরীক্ষ?

❁❁❁

বিজ্ঞান বলে,
আমি না-কি আমি নই
যতক্ষণ না আমি আমায় খুঁজি,
তুমি না-কি তুমি নও
যতক্ষণনা আমি তোমায় দেখি।
যখন আমিও তুমি এই জগতে
মহাঝগড়ায় ব্যস্ত,
অন্য কোনো জগতে হয়তো
প্রেমে আলিঙ্গনরত।
(হায় বিচিত্র এই মহাবিশ্ব)

❁❁❁

শক্তিমান সময়কে হার মানিয়ে তুমি আগের মতোই আছ,
শিশিরের সজীবতা ধরে রেখেছ তোমার হাসিতে,
তোমার দেহমন্দিরের অগ্নিশিখা এখনো দাবানলের মতো জ্বলে,
এখনো তোমার চরণমঞ্জুরি হংসের তালে চলে,
এখনো তোমার কর্ণে বীণার সুর উঠে,
এখনো কালো আঁখিতে মায়াবী হরিণ নেচে উঠে,
ভালোবাসা দিবসে জাদুকরি নারী তোমায় সালাম।

❁❁❁

আক্ষেপ জাগে প্রতিনিয়ত, কেন সাধারণ হলাম
অসাধারণ হবার আকাঙ্ক্ষায় হৃদয়ে দাবানল জ্বলে
পরক্ষণে এই ভেবে স্বস্তি মেলে,
সাধারণই সমাজ, সংসার রেখেছে আগলে।
খুব বেশি অসাধারণ জন্ম নিলে
মানব সভ্যতা হারিয়ে যেত বিলুপ্তির অতলে।
অসাধারণ যদি হয় আলোকিত নক্ষত্র
মহাবিশ্বের প্রেক্ষাপটে সাধারণ কালো পদার্থ।
কালো পদার্থের অভিকর্ষে নক্ষত্র আপন পথে চলে
সাধারণে ভর করেই অসাধারণ আকাশে পেখম মেলে।

❁❁❁

ধাবমান উল্কার মতো দ্রুতবেগে জীবন ছুটে চলে
পলকে উঁকি দেয় উত্থান ও পতন
মহাসমুদ্রের বুকে নৃত্যরত কিশোরী ঢেউয়ের মতন।
একটি বৃক্ষের অস্তিমশয্যায়, একাধিক বীজের অঙ্কুরোদগমণ ঘটে
তুষারিত ধরিত্রীর বুকে যেমন পুনরায় বসন্তের ফুল ফুটে।
এক একটা জীবন যেন এক একটা জৈবরসায়নের খেলা
আপন নিয়মেই পরিভ্রমণ করে রহস্যময়ী জীবনের ভেলা।

❁❁❁

তুমি যাবে দূরে চলে
এ হৃদয় দলে মলে
নানা ছলে, নানা চালে।
যাহা চাইলে, তাহা পেলে
তাই আনন্দে, মৃদু তালে
আজ চলো, হেলেদুলে।
ঘুরে বেড়াও ফুলে ফুলে
হোক প্লাবন কুলে কুলে
যাক বন্ধন খুলে খুলে
জ্বলুক আগুন জলে স্থলে।

❖❖❖

দারিদ্রের চেয়ে পরাধীনতা আর নেই
অনাচার, কুসংস্কার, দমন ও পীড়ন সব গরিবের জন্য
ধনবান মুক্ত বিহঙ্গ।
রষ্ট্রব্যবস্থা যাহোক,
স্বৈরতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র কিংবা বুর্জোয়া
ধনবানের লেজটুকুও কভু যায় না ছোঁয়া।
তাই প্রার্থনা করি কায়মনোবাক্যে
এই পৃথিবীতে যেন কেউ গরিব না থাকে।

❖❖❖

মানুষ এক অভিনব সৃষ্টি,
নিরন্তর প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করে চলছে,
দিনে দিনে হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী।
অক্ষমতা ও ভয় জয় করে ছুটে চলছে আগামী পথে,
মানুষের সীমাবদ্ধতাই মানুষকে বিনয়ী করেছে,
অসীম হবার প্রচেষ্টা আত্মঘাতী নয় কি?

❖❖❖

কে দিলো নাম
ডান আর বাম।
বাম বলে কীসের খোদা
কান ধরে ডান খোদা।
ডান বলে চিনিস মোরে
মহাশক্তিমান আমি খোদার জোরে।
আমি হচ্ছি খোদার চেলা
দিবো ধরে সেরাম ডলা।
সময়ের নদী বয়ে চলে ধীরে
ডান এখন হুংকার করে বামকে হারিয়ে।
মধ্যপন্থি যারা আছ, এবার তোমরা খেলায় আসো
করজোড়ে ক্ষমা যাচো, কান ধরে উঠো-বসো।

❖❖❖

শীত আসছে তার জড়তা নিয়ে
প্রকৃতি নিদ্রায় যাচ্ছে সব কর্ম গুটিয়ে
মানুষতো আর দীর্ঘ নিদ্রায় যেতে পারে না
কর্মযজ্ঞে প্রায় সর্বদা থাকতে হয় মেতে।
সূর্যালোকের দৈন্যতায় অণুসৈনিকরা নিশ্তেজ হয়ে পড়ে
শত্রুরা ধৈর্যে আসে প্রকট অসুর বেশে।
আপনার সুরক্ষা আপনাকেই নিশ্চিত করতে হবে
প্রতিদিন শরীরচর্চার পাশাপাশি সুষম খাবার খেতে হবে
কৃত্রিম উত্তাপের আবরণে থেকে হাসিখুশি থাকতে হবে।

❖❖❖

মুক্তোর কণার মতো বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে
বার্ধক্যের ভারে ক্লান্ত সোনালি পাতা ঝরে।
শনশন হাওয়া বহে উত্তাল তালে
বাতায়নের পাশে প্রদীপ নিভুনিভু জ্বলে।
আলো-আঁধারির কার্নিশ ঘেঁষে হেরি তোমার প্রতিচ্ছবি
তিমির রাত্রির চাদর তুলে প্রত্যাষে আসে জলমলে রবি।
পথের পাশে জমে থাকা কর্দমাক্ত জলে
কাগজে বানানো স্বপ্নের তরি দীপ্ত পাল তোলে।
বৃষ্টির জলে সিক্ত বিহগী নীড়ে ফিরে
মনের গভীরের সুপ্ত বেদনা জাগে ধীরে ধীরে।

❖❖❖

প্রত্যাষে ভাবিনু মহাপণ্ডিত হব, মহা সমাচার
অনেক জ্ঞানের অধিকারী হব, বিদ্যার মহাপারাবার।
মধ্যাঙ্কে ভাবি রাখ বিদ্যাবুদ্ধি, হব মহাকবি
কীসের কাজী-চন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন আর রবি।
অপরাহ্নে ভাবি অনেক হয়েছে বিদ্যাচর্চা ও কবিতা
এবার হতেই হবে মস্ত ধনকুবের, মহাবিশ্বশালী।
নিশি আসিলে ভাবি হয়, আমি কিছুই নাহি হতে চাই
সব ছেড়ে ছুড়ে মন, চলো সন্ন্যাসী হয়ে যাই।



চাঁদের আলোয় ফুটে ফুল
মৃদু দোলে কানের দুলা,
গালে পড়ে নিটোল টোল
ভ্রমর এসে ফুটায় ছল।



সময়ের পরিক্রমায় আবার এলো তালিবান
আশা করছি মানবতার শিখা তবু রবে অল্লান।
নারী ও পুরুষ একসাথে গড়বে তাদের দেশ
গোত্রে গোত্রে রবে না প্রতিহিংসার লেশ।



সময়ের প্রদীপ ক্রমশ সন্ন হুচ্ছে
আকাক্ষার লেলিহান শিখা দাউদাউ করে জ্বলছে
ব্যর্থতার ভার প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে
জীবনের সমীকরণ মিলছে না।
প্রতিটি পুস্তক নতুন প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে
নতুন নতুন দর্শনের আবর্তে পথ হারাচ্ছি।
সার্বজনীনতার খরতাপে পুড়ে যাচ্ছি
তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো একটু আলোকময়তার জল প্রার্থনা করছি।



মায়ের মুখচ্ছবির মতো সুন্দর পৃথিবীতে আর কিছু নাই
মা শব্দের চেয়ে শক্তিশালী কোনো মন্ত্র মহাবিশ্বে নাই।
সূর্যের উষ্ণতা পরাভূত হয় মায়ের স্নেহের কাছে
পাহাড়সম ক্লান্তি ধূলিকণা হয় মায়ের মধুর স্পর্শে।
মায়ের কথা আমার কানে বীণার মতো লাগে
তার ভালোবাসায় আমার মনে স্বর্গের পুলক জাগে।
যাকরি, যখনই করি, সর্বদা তোমাকেই স্মরি
আমার জগতের সর্বত্র তোমাকেই অনুভব করি।



গহিন বনে আমরা সবাই বুনো
শুধু আঁচড় কেটে চলি।
বন থেকে বেরিয়ে মানুষ হয়ে যাই
প্রেম ও সাম্যের কথা বলি।



একটু একটু করে অভিমানের তুষার জমছে
একটু একটু করে হৃদয়ের অলিন্দে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে
আজকাল কেউ লিখছে না, কেউ উৎসাহ দিচ্ছে না
আমাদের আঙিনায় কেউ কোলাহল করছে না।
কাননে হরেক রকমের পুষ্প নাহলে কানন হাসে না
কবিতার আড্ডায় সবাই ঝড় না তুললে সে আড্ডা জমে না।



ভাবনার অথই সাগরে ডুবে যাই
ভয়ানক দৈত্যের প্রতিচ্ছবি দেখে পালিয়ে যাই
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অযুত মাইল পেড়িয়ে
মানুষখেকো বৃক্ষের নিচে কিঞ্চিৎ প্রশান্তি চাই।
মহাশূন্যতায় আশার প্রদীপ জ্বালাতে চাই
সহসা ঝড় এসে অনিবার্য শিখা উড়িয়ে নিয়ে যায়
দিগন্ত জুড়ে সবুজ বনানীতে আগুন লাগায়।
অন্ধকারে মহাকাব্যের শব্দগুলো হাতড়ে মরি
মহাসমুদ্রের তীর থেকে দুই একটি নুড়ি নিয়ে নীড়ে ফিরি।



সবুজে ঘেরা পাহাড়ের নগ্ন চূড়া দেখে
মনে হলো আমার প্রতিচ্ছবি সমুখে দাঁড়িয়ে।
পাদদেশে বিশাল পাথরের সমারোহ বাঁকা হয়ে
আমার ক্ষুদ্র কণ্ঠগুলো হেসে দিলো উড়িয়ে।
পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া জলপ্রবাহের মাঝে
মনের আনন্দরা যেন জলকেলি খেলে।



কৈশোরের জলোচ্ছ্বাসসম আবেগী রাতে
বাতায়নে বসি চাঁদের সাথে
কল্পনায় হারিয়ে যেতাম অন্তহীন পথে
আর অবগাহন করিতাম নজরুলগীতির রসে।
ভাবিতাম একি কোন মানুষের লেখা
নাকি বিধাতার দান?
এত অলৌকিক হতে পারে কারো গান?



অতি বড়ো প্রেমও একদিন ম্রিয়মান হয়
অনেক বড়ো কষ্টও একদিন সয়ে যায়
আগ্রহের পাহাড়ও একদিন সমতল হয়
বিশাল উচ্ছ্বাসও একদিন বিলীন হয়ে যায়
একে একে একদিন সব চলে যায় সুদূরে
শুধু আমার আমি রয়ে যাই মাটির ঘরে।



কানা বগী এক পায়ে দাঁড়িয়ে
অপেক্ষা করে সেই সকাল থেকে
একটি ছোটো মাছ ধরবে বলে।
অনেক প্রতীক্ষার পর যখন
একটি মাছ এলো ঠোঁটের নাগালে
হেঁ মেরে ছিনিয়ে নিলো তারে চিলে।



আমরা সবাই কী ঘুমিয়ে গেলাম?
না-কি মহিরুহের বীজের মতো মাটির নির্যাস নিচ্ছি?
কিছুদিন পরে ঘাড় বাঁকা করে
মাটির বক্ষ ভেদ করে উঠে দাঁড়াব?
না-কি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ জোর করে বন্ধ করে দিয়েছি?
পাছে অনর্গল লাভা বের হয়ে জ্বালিয়ে দেয় জনপদ?



এক টুকরা ময়ূরের পাখার মতো
তোমায় সযতনে রেখেছিলাম
বইয়ের পাতার ফাঁকে।
বইয়ের পাতার ফাঁকেই শুধু রয়ে গেলে
দিনের আলোর মতো বাস্তবতা হয়ে
কভু এলে না আমার ঘরে।
আমার কষ্টগুলো আজ তাই হাজার বই হয়ে
বুকশেলফে সাজানো থরেথরে।



নিঝুম রাতে নদীর পাড়ে
হংসমিথুন খেলা করে
শিউলির সাথে জ্যোৎস্না রাতে
রাশি রাশি বকুল ঝরে।
নদীর জলে চন্দ্র হাসে
ঝরাপাতা আনন্দে ভাসে
দূর হতে কোন সুর আসে
প্রতীক্ষাতে আমি বসে।



রিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে
শনশন হাওয়া বইছে
হিমহিম ঠান্ডা লাগছে
গুনগুন মন গাইছে
খনখন নৃপুর বাজছে
কলকল নদী চলছে
মর্মর নির্ঝর ঝড়ছে
টলমল সরোবর নাচছে
নিভুনিভু বাতি জ্বলছে।



আমি হারিয়ে যাই নিমেষে মহাশূন্যে
কথা বলি দূর নীহারিকার সঙ্গে
এক কাপ চা নিয়ে দেখি শক্তিমান নক্ষত্রের জন্মলগ্ন।
পরক্ষণেই নেমে যাই মহাসাগরের তলদেশে
অন্ধকারে বিচরণ করি একা একা
মৌন সাধু বেশে তপস্যা করি।
ইন্দ্রিয়ের জ্বালাতনে তপস্যা ভেঙ্গে গেলে
মেতে উঠি ধ্বংসযজ্ঞে বিভীষিকাময় আগ্নেয়গিরি হয়ে।



কোনো এক শুভলগ্নে, নর্দমার কাদামিশ্রিত জলে,
খরতাপে ঘনীভূত জৈব ঝোল হতে
আবির্ভূত হলো প্রাথমিক জীবন।
জীবনের জন্ম যেদিন, মরণও এলো সেদিন।
তাই বলে থেমে যায়নি জীবনের জয়যাত্রা।
মহাকালের সাক্ষী হয়ে, শৈত্য-তাপ-তেজষ্ক্রিয়তার
রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, আজও চলছে।
বসন্ত এলে কাঁদামাটি ভেদ করে ড্যাফোডিলের উত্থান দেখে,
মনে পড়ে যায় তিনশত সত্তর কোটি বছরের পুরোনো স্মৃতি।



হৃদয়পদ্মে চরণ রাখ সখি
অভিমনে দূরে যেও না।
আমি তব রূপের পূজারী
আমায় ভুল বুঝো না।
তব মোহন প্রজ্ঞা প্রদীপের নিচে
এতটুকু ঠাঁই শুধু এ হৃদয় যাচে।
তব বিদম্ব সংগীতের তালে তালে
মোর মন ময়ূরী উঠে দোলে দোলে।
হে গুণী, ছুঁয়াও তব পরশমণি, আমার মনে
যেথা খুশি যাও, বিনতি শুধু আমায় নাও, তোমার সনে।



এসো হে বৈশাখ, তোমায় স্বাগতম
প্রখর তাপে পুড়াও সব জড়তা মম।
জাহ্নত করো আমায় তুমি নব কিশলয়সম
অধম হতে রূপান্তর করে করো উত্তম।
তোমার ঝড়ে উড়াও দীনতা আমার
আলোয় আলোয় ভরে দাও আমার অন্ধকার।



না হলাম পর্বত, না হলাম সমুদ্র
না হলাম বিশাল, না হলাম ক্ষুদ্র।
না হলাম বিধ্বংসী, না হলাম সাধু
না হলাম অতি তিজ, না হলাম মধু।
না হলাম রাজা, না হলাম প্রজা
না হলাম সিদ্ধ, না হলাম ভাজা।
না হলাম বনেদি, না হলাম আম
না হলাম ডানপাশি, না হলাম বাম।



একুশের চেতনা, নারী পুরুষে কোনো ভেদাভেদ করে না।
একুশের চেতনা, ধর্ম-বর্ণে কোনো ভেদাভেদ করে না।
একুশের চেতনা আমাদের ত্যাগী হতে শেখায়।
মাতৃভূমির ভালোবাসায় জীবন দিতে শেখায়।
একুশ শুধু একটি দিবস নয়
একুশ শুধু শহিদের রক্তভেজা শার্ট নয়,
একুশ একটি জাহ্নত চেতনা।
এ চেতনার ভেলায় চড়ে, রক্তের পারাবার পাড়ি দিয়ে,
আমরা পেয়েছি আমাদের স্বপ্নের স্বাধীনতা।

♣♣♣

ঝরে পড়ে শরতের সকাল, শুভ্র শিউলি,
পথ চলে মন, পাশে পূর্ণ নদী।
শংকায় কাঁপে হৃদয়, সমুখে মেঘলা আকাশ,
এ পথের অন্ত কোথায়? ধেয়ে আসে তপ্ত বাতাস।

♣♣♣

চুপিচুপি হাসে শান্ত সরোবর
ছুটে চলে ছন্দময় নীল নির্ঝর।
অভিমাণে হৃদয়পদ্ম ঈষৎ মলিন,
কেড়ে নেয় সবকিছু মায়াবী হরিণ।

♣♣♣

জননী, মম প্রিয় জন্মভূমি
সর্বাত্মে আমি তব চরণ চুমি।
শুদ্ধতম তুমি, যেন শরতের শিউলি
গর্বিত আনন্দে আজি, হৃদয় উঠে উথলি।

♣♣♣

পূর্ণিমার রাতে, সেই চেনা পথে
আমি হাটবো একা একা।
পথ ভুলে যদি, আস কভু তুমি
আবার হতেও পারে দেখা।

♣♣♣

এতটুকু সূর্যালোকের আশায় বসে আছি
সহস্র ঘন ঘোর রাত্রি।
সকালের রোদে তোমাকে দেখে
দিগন্তের ওপারে, যাব বিলীন হয়ে।

♣♣♣

মেঘে মেঘে কাটে বেলা
গলায় দিলে কণ্টকমালা।
এবার আমার যাবার পালা
নীল সমুদ্রে ভাসাই ভেলা।

♣♣♣

আকাশ ভরা তাঁরার মেলা
নয়ন জুড়ে জলের খেলাষ
আমায় তুমি করলে হেলা
মনের ব্যাথা যায়না বলা।

♣♣♣

আঁধার রাতে বৃষ্টি আসে
বৃষ্টির সুরে তন্দ্রা আসে
তন্দ্রার মাঝে স্বপ্ন আসে
স্বপ্নের মাঝে প্রিয়া হাসে
সোনালী দিন চোখে ভাসে।
হঠাৎ কেন বৃষ্টি থামে
স্বপ্নের ধারায় ইতি নামে।

♣♣♣

যদি আকাশটাতে ফলানো যেত ফসল
জমিন জুড়ে বাড়ি
যদি সবার ঘরেই থাকতো একটা
তেজি হাওয়াই গাড়ি।
যদি সূর্যটাকে প্রদীপ করে
রাখা যেত ঘরের কোণে
যদি ইচ্ছা হলেই দূর গ্রহে
যাওয়া যেত পর্যটনে।

♣♣♣

চৈতন্য যদি আসে খোদা হতে
তবে বিবর্তনে কী যায় আসে
বিবর্তন যদি মিথ্যা হয়
জীব কেন ক্রমে আবির্ভূত হয়।

♣♣♣

সামনে থেকে রংধনুকে বর্ণিল মনে হয়
আসলে সে যে বর্ণহীন ধূসর জলকণাময়
দূর থেকে চাঁদে লেগে খুবই রূপময়
কাছে গেলে খুবই বন্ধুর ধূলায় ঢাকা রয়।

♣♣♣

সত্যের জয় হউক, মানবতার জয় হউক
তাতে যদি আমার পরাজয় হয়
তবে তাই হউক,
তবে তাই হউক।

♣♣♣

আজ হতে দশ বছর আগে দিগন্ত আলোকিত করে
এসেছিল আমার ঘরে এক পূর্ণিমার চাঁদ।
খুশির জোয়ারে সেদিন ভেঙেছিল আমার মনের সকল বাঁধ।
তাকে যতই দেখি, বুকে রাখি মিটে না মনের সাধ
তার জন্য রাত্রি জেগে চোখে আসে না অবসাদ।
তার জন্য আমার ভালোবাসা অফুরন্ত ও নিখাঁদ
অবিরাম যেন বাজে তার জীবনে সুখের নিনাদ।

♣♣♣

মনে পড়ে শৈশবের কথা যখন
বৃষ্টির জলে ভিজে কাবাডি খেলে কাটতো বেলা
যখন পূর্ণিমার রাতে নিঝুম বিলে
দেখতে যেতাম হাজার শাপলার মেলা।
যখন বন মোরগের প্রকট শব্দে কাটতো ঘুমের ঘোর
যখন কুয়াশার চাদর ভেদ করে আসতো রাঙা ভোর।

♣♣♣

যখন তুমি সফলতার পঞ্জিরাজে চড়
তখন তুমি দম্ভভরে এদিক-সেদিক উড়
যখন তুমি ব্যর্থতার তিজরাস পান কর
তখন তুমি আনত মনে মাটিতে এসে পড়
যখন মাটিতে বিচরণ কর, তখনই মান্যবর
মন খুলে অন্য মানুষের হাতখানি তুমি ধর।
এভাবেই ব্যর্থতা তোমায়, মানুষ হতে শেখায়।

♣♣♣

যদি কেউ এমন ঘর নির্মাণ করে
যে ঘরে কোনো দেওয়াল না থাকে
লোকে কী তাকে আদৌ ঘর বলে ডাকে?
যদি কেউ এমন ঘর নির্মাণ করে
যে ঘরে কোনো জানালা না থাকে
এমন বদ্য ঘরে বল কে কবে থাকে?
ধর্ম ও রাজনৈতিক দর্শন যেন একটা ঘর
সীমাহীন স্বাধীনতা ও বদ্য শৃঙ্খল
উভয়েই অমঙ্গল আনে, মানবতাকে করে পর।

♣♣♣

আহা আজি মনে আনন্দ জাগে
মন রাঙিল নব বসন্ত রাগে
এমন অনুভূতি হয়নি কভু আগে
গুরু মনোভূমি প্রেমবারি মাগে ।

♣♣♣

অনন্ত বনানী, রূপসি তটিনী
দুরন্ত সীমানা, গন্তব্য অজানা ।
ঝড়ো হাওয়া, নৌকা বাওয়া
উত্তাল ঢেউ, পাশে নেই কেউ ।
শান্ত সমীরণ, মৌন ফুল বন
মধুর পিপাসা, তীব্র দুরাশা ।

♣♣♣

যে অবুঝ মন, প্রেম চাহে সারাক্ষণ
প্রেম তারে চায় না ।
প্রেম যারে চায়, সে দিগ্বিজয়ে যায়
প্রেমের সময় তার হয় না ।

♣♣♣

যখন মহা প্লাবন আসে
তখন বানের জলে সবাই ভাসে ।
যখন আগুন লাগে বনে
তখন সিংহও পালায় হরিণের সনে ।

♣♣♣

বৃষ্টি নামে মরণ বৃকে
তুমি যখন আসো ।
চন্দ্র বদনে বিজলি চমকে
তুমি যখন হাসো ।

♣♣♣

ভক্তি ও জ্ঞান হাতে হাত রেখে চলে
এরা উভয়েই মানবতার কথা বলে ।
তবে ভক্তি একমুখী, জ্ঞান নানামুখী
ভক্তি ছাড়া জ্ঞান এলোমেলো ঘুরে
জ্ঞান ছাড়া ভক্তি থাকে অন্ধকারে ।

♣♣♣

তুমি যদি পালটা আঘাত কর
তবে তোমাকে যুদ্ধ করেই জয়ী হতে হবে
যদি তুমি বৈশ্বিক সহানুভূতি চাও তবে
তোমাকে অহিংস থেকে রক্ত দিয়ে যেতে হবে ।
তাহলে তোমার জয় একদিন হবেই হবে ।

♣♣♣

আমি উদিত হই সমান্তরাল মহাবিশ্বে
সমানতালে চলে আমার পদমূর্ছনা ।
ক্ষণিকের তরে জাগ্রত হয়েছি এ ধরায়
চোখ মুদলেই ফিরে যাব অনন্ত অমরায় ।

♣♣♣

লংকার ইন্দুর কহে
সে মারিবে নুড়ি ।
বাংলার ব্যাঘ্র কহে
মাগো আমি ভয়ে যে মরি ।
ইন্দুরের ভয়ে আজি হব দেশান্তরী ।
তোমরা যদি মার নুড়ি, জেনে রাখ
আমরা তোমাদের ফাটাব ভুঁড়ি । হাহাহাহা

♣♣♣

অন্ধকারের অমরায় বসবাস আমার
আমি অন্ধকার ভালোবাসি
অন্ধকারের আয়নায় বসে
আমি আমার স্বরূপ দেখি।

♣♣♣

ঢেউ এর উপর ঢেউ আছড়ে পড়ে
যেন সদ্য বিবাহিত নর-নারী
আদিমতায় উন্মত্ত, আপন সত্তা হারি।
সাগর ফুঁসলে উঠে উত্তাল আবেগে
যেন অষ্টাদশীর যৌবন আবার এসেছে ফিরে।

♣♣♣

আকাশ জুড়ে মেঘের মেলা
কোথা হতে আসে এত মেঘ।
অবিরত বৃষ্টি ঝরে
প্রিয় তোমায় মনে পড়ে।
জলোচ্ছাস হয়ে করে খেলা
হৃদয়ে বন্দি বিরহ আবেগ।

♣♣♣

আজি আমার সনে আমার আড়ি
মনের উচাটন আর সহিতে নারি।
মম হৃদয় করিছে খেলা মোর সনে
কভু থাকছে ঘরে, কভু যাচ্ছে বনে।
ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়
কভু ডানে আসে, কভু বামে যায়।

♣♣♣

পদ্যে যখন মনোনিবেশ করি
গদ্য তখন যায় হারিয়ে।
গদ্যকে যখন আপন করি
পদ্য তখন যায় পালিয়ে।

♣♣♣

রক্তে যখন জ্বলে আগুন
ভরা শীতে আসে ফাগুন।
মেঘের আকাশে দেয় ধরা
হাজার লক্ষ কোটি তারা।

♣♣♣

মেঘলা আকাশ
হিমেল বাতাস
অলস দুপুর বেলা।
স্বপ্ন দেখি
বসে একাকী
দিগন্তে ভাসাই ভেলা।

♣♣♣

এত স্বপ্ন, এত ভালোবাসা
এত প্রেম, এত আশা।
এত স্নেহ, এত মমতা
এত নিঃশ্বাস রাত, এত কথা।
এক নিমিষে, ছোট প্রদীপের মতো
নিভে যায়, রেখে যায় স্মৃতি শত শত।

♣♣♣

মস্তিস্ক ব্যস্ত গবেষণায়
মন পড়ে থাকে কবিতায় ।
প্রতিদিন চলে এই টানাটানি
এতে করে উভয়ের হচ্ছে একটু হানি ।

♣♣♣

আহ কী ভালো লাগছে
সবাই কেমন লিখছে ।
সবার লিখা দেখে দেখে
আমারও লিখার সাধ জাগছে ।

♣♣♣

একটু আসে ঘুম
একটু জেগে থাকি ।
এলোমেলো ভাবি
একা একাই হাসি ।
কখনো খুব ভালো লাগে
কখনো মাথা ফাটে রাগে ।
কখনো জাগে বর্ণিল আশা
কখনো বিরাজে রংহীন নিরাশা ।
কখনো লিখার জন্য লিখি
কখনো লিখতে গেলে আঁধার দেখি ।

♣♣♣

নীরবে নিভূতে নিশীথে
নীপোবনে নীলা নাচে ।
মন মগন মাধুরী মোহে
মোহনমত্ত মহাসমারোহে ।

♣♣♣

মম মনের মণিকোঠায়
মুক্তোসম মহামূল্যমানে
মহিয়সী তোমায়, মরমি মমতায়
রেখেছি মহাযতনে ।

♣♣♣

জীবন যেন একটা গোলাপ বৃক্ষ
কাঁটার সংখ্যাই আসলে বেশি
মাঝে মাঝে কিছু ফুল দেয় হাসি ।
ফুল আসে, ফুল ঝরে যায়
কাঁটারা অক্ষয়, সেখানেই রয়ে যায় ।

♣♣♣

ভাবলাম কিছু লিখি
চোখে আঁকার দেখি ।
রঙে চিনি নাই
আসছে বেশ হাই ।
কোনো শব্দ আসছে না
মস্তিস্ক কাজ করছে না ।
চোখে ভাসছে খাবার
কখন করব সাবাড় ।
ঘড়ির পানে হেরি
আর কত দেরি ।

♣♣♣

টুনাটুনি বসেছে ডালে
বলবে মনের কথা ।
কথার মায়ায় যাবে ভুলে
মনের যত ব্যথা ।



তুমি এলে, পাশে বসলে
মিষ্টি হাসলে, হাত ধরলে ।
আকাশে জ্যোৎস্না এলো
কাননে ফুল ফুটলো ।
পাখি গাইলো, ময়ূরী নাচলো ।
আমি স্বপ্ন দেখলাম
তোমায় ভালোবাসলাম
সুখের সাগরে ভেলা ভাসলাম
তোমায় পেলাম, নিজেকে হারালাম ।



মুসলিম জাতি আত্মঅহংকারে ভরা
তবু হাত পাততে তার অহংকারে কেন বাঁধে না?
মুসলিম জাতি সত্যবাদীতায় খাড়া
তবু মিথ্যা বলতে কেন সে পিছু হটে না?
মুসলিম জাতির অন্তর ভালোবাসায় ভরা
তবু মারামারি করতে কেন সে অগ্রসেনা?



আজি গহিন অন্ধকারে
আমার প্রাণের প্রদীপ নিভুনিভু করে
যে প্রদীপ দেখিয়েছে পথ সারাটি জীবন ভরে
আপনারে পুড়িয়ে জ্বেলেছে আলো সংসারের তরে
সে প্রদীপ বিনে আমি পথ চলিব কেমন করে ।
প্রভু সহায় হও, ফিরিয়ে দাও, আমার প্রদীপ আমার করে ।



মনের মাঝে দুঃখ লয়ে
কেমনে হাসি বল ।
হৃদয়ে আজ মেঘ জমেছে
আঁখি ছলছল ।



যত সক্ষমতা বাড়ে, প্রতিবন্ধকতারাও তত বড়ো হয় ।
যত সহিবার ক্ষমতা বাড়ে, কষ্টরাও তত প্রকট হয় ।
বৃক্ষ যত বড়ো হয়, ঝড়ের প্রকোপ তত বেশি হয় ।
যত শক্তিমান হই, দুর্বলতারাও তত মর্মান্তিক হয় ।
জীবন যুদ্ধের যোগফল তাই শূন্য ।



ও রূপসী ললনা
রূপের ভারে টলনা
হেলেদুলে চলো না
মনের কথা বলো না
দীঘল বেণী খুলো না
ধুলায় ফুল ফেলো না
আর করোনা ছল না
আমার কথা ভুলো না
মনে আগুন জ্বেল না ।



একদিন আমার এলো এমন মহাজ্বর
জ্বরের তোড়ে ভুলে গেলাম কে আপনকে পর ।
সে কী মাথা ব্যথা আর সে কি গায়ে ব্যথা
না হয় বললাম আর শ্বাস ঘাটতির কথা ।
একদিন নয় দুইদিন নয় চারদিন এমন চললো
পঞ্চম দিনে নিস্তেজ একটা কঙ্কাল রেখে গেল ।
এই কঙ্কালটাকে কোনোরকমে টেনে নিয়ে বেড়াই
ঠেলায় পড়ে ষষ্ঠ দিনে অফিস করতে যাই ।

♣♣♣

একটু একটু করে কেউ কেউ লিখছে
আস্তে আস্তে করে কবি অবগুণ্ঠন খুলছে
পর্দা সরিয়েই সে বিশাল ছক্কা মারছে
এই মনোরম দৃশ্য দেখতে ভাল লাগছে
একটি দুটি করে সদস্য সংখ্যা বাড়ছে
আশা করি তারাও কলমে ধার দিচ্ছে

♣♣♣

বড়ো যদি হতে চাও
সবার আগে বড়ো হতে চাইতে হবে।
ছড়িয়ে থাকা উপকরণ কাছে টেনে আনতে হবে
একটু কষ্ট করে এদের ব্যবহার করতে হবে।
যত বেশি ব্যবহার করবে, তত বেশি জ্বলে উঠবে
যত বেশি জ্বলবে তত বেশি ক্লান্ত হবে
ধ্যানের আশ্রয় নিয়ে সেই ক্লান্তি দূর করতে হবে।
ক্লান্তি দূর করে আরও বেশি জ্বলে উঠতে হবে।
সংকল্প যত দৃঢ়, সফলতা তত নিশ্চিত।

♣♣♣

অমরাবতীকে এক পলক দেখে
আমার মাথা গেল ঘুরে
আমি ধরায় আছি না স্বর্গে
তাহা বুঝিব কেমনে।
এই ধরার ধুলিতে বিড়ম্বনা আছে
স্বর্গের সুখেও অস্থিরতা আনে।

♣♣♣

আহা,
আমি যদি শীতল সরোবর হতাম
তুমি হতে সুরভিত শিউলি।
আমার চেউয়ের বাঁকে বাঁকে
তুমি ভাসতে দোলি দোলি।

♣♣♣

স্বপ্নে উড়ি, জেগে ঘুমাই
আমার কোনো, চিন্তা নাই।
স্বপ্নের দেশে, যাহাই চাই
একনিমেষে, পেয়ে যাই।

♣♣♣

তরঙ্গে ভাসে আনন্দিত মন
ফুলে ফুলে সাজে অব্যবহৃত বন
মেঘে মেঘে উড়ে বেড়াই আমি সারাক্ষণ।
ঝরা পাতা বাজে শনশন
ভ্রমরেরা করে মৃদু গুঞ্জন
একরাশ পদ্ম নিয়ে আসে মায়াবী শ্রাবণ।
পায়ের নূপুর করে ঝনঝন
শুনি তার প্রেমের আবাহন
হৃদয়ের দুকূল ভাঙে অচেনা প্লাবন।

♣♣♣

কান পেতে শুনি নদীর কল্লোল
আনমনা মনে জাগে অচেনা হিল্লোল
কাননে দোলে ফুলে ঘেরা হিন্দোল
আনন্দে প্রাণ জাগে দুদোল দোল।